

# সাগর দেবার ডেউ

শ্রী যশোবন্ত







# সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস

জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড  
১১৯, ধর্মতলা, ফ্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ  
জেনারেল প্রিন্টার্স য্যান্ড পারিশার্স লিঃ  
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ

চৈত্র, ১৩৫২

মূল্য তিন টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য্যান্ড পারিশার্স লিমিটেডের  
মুদ্রণ বিভাগে [ অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,  
কলিকাতা ] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

সাত বৎসর পূর্বে এই উপন্যাসের যে উপসংহার আমি লিখিয়াছিলাম পরিবর্তিত সংস্করণে তাহার আমূল পরিবর্তন করিয়াছি। বস্তুতঃ বর্তমান সংস্করণটিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস বলিলেও চলে। কিন্তু চরিত্র-গুলি একই রহিয়াছে, সেইজন্য উপন্যাসের নাম ও অপরিবর্তিত রহিল।

—লেখক

## এই লেখকেরই

= উপগ্রাস =

নিঃসহ যৌবন	৩
অনবগুণ্ঠিতা ( ২য় সংস্করণ )	৩
চল্তি পথের বাঁশী	২১০
হে আত্মবিস্মৃত	১১০

= ছোটগল্প =

তারা দু'জন ( ৩য় সংস্করণ )	২১০
ছিন্ন পাপড়ী	১১০
অসমাপ্ত	২১০



দূরে ডাঙার অন্তায়মান রেখাটুকু পর্য্যন্ত যখন সমুদ্রের কল্লোলের সঙ্গে মিশিয়া গেল তখন মোহিত ছোট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ষ্টীমারের রেলিংটা ছাড়িয়া ডেকের ভিতরে তাহার চেয়ারটির অন্তসন্ধানে আসিল।

সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় তাহার এই প্রথম—দেশের মাটির নিকট হইতে বিদায় নেওয়ার প্রয়োজন ইহার আগে হয় নাই। এই যে যাত্রার সুরু হইল ইহার শেষ কবে হইবে?.....বারবার মোহিতের মনে শুধু এই কথাটাই জাগিতেছিল।

ডেক তখন যাত্রীদের ভীড়ে ভরিয়া গিয়াছে। সেকেণ্ড ক্লাশের ডেক—খুব বড়ও নয়। মোহিত কিছুতেই তাহার ক্যাবিন নম্বরের অনুযায়ী চেয়ারটি খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তাহাকে উৎসুক ভাবে তাকাইতে দেখিয়া একটি ছেলে ইংরেজীতে বলিয়া উঠিল, আপনি কি আপনার চেয়ারটি খুঁজছেন?

মোহিত একটু লজ্জায়, একটু কৃতজ্ঞভাবে, বলিল, হ্যাঁ, আমার নম্বর হচ্ছে ৪৭৬.....এদিকে কোথাও হ'বে হয়ত....

ছেলেটি হেলান দিয়া গুইয়া রোড উপভোগ করিতেছিল। একটুখানি উঠিয়া বসিয়া পিছনকার চেয়ারের উপরের কার্ডটার দিকে তাকাইয়া বলিল, আমারই অন্ডায় হ'য়ে গেছে—আপনার চেয়ারটি

যে আমিই অধিকার 'ক'রে বসে আছি!...তাহার মুখে একটু অপ্রস্তুতভাব।

মোহিত তাহাকে উঠিতে দেখিয়া লজ্জিত বোধ করিল। আহা, বেচারী বেশ আরামে শুইয়া সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্যরশ্মির খেলা দেখিতেছিল! তাহাকে বেদখল করিতে তাহার যেন বেশ খানিকটা দ্বিধা বোধ হইতেছিল।

ছেলেটি কিন্তু খুবই সপ্রতিভ। সে এক মুহূর্ত্তে মোহিতের মনের বন্দ বুঝিয়া নিয়া বলিল, আপনি বসুন, আমি আপনার পায়ের কাছে এই পা'দানটার উপর বসব—আপনার আপত্তি হ'বে না ত?

আপত্তি?—সমস্তার এমন একটা সহজ অথচ সুষ্ঠু সমাধান হইয়া গেল বলিয়া মোহিত ছেলেটির কাছে ভয়ানকভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছিল। সে হাসিয়া জবাব দিল, মোটেই নয়—আপনার সাথে গল্প করতে পারলে সময়টা কাটবে ভাল!

—তাহ'লে পরিচয় সুরু হোক, কী বলেন?

মোহিত স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল।

—আমার নাম হচ্ছে যোশী...বম্বের লোক তা বোধ হয় নাম থেকেই বুঝতে পাচ্ছেন। দেশে এসেছিলাম গরমের ছুটিটাতে বেড়াতে, আবার ফিরে চলেছি।

মোহিত একটু সন্দ্রমভরা চোখে যোশীর দিকে তাকাইল। সে যে দেশের মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে যাইতেছে যোশীর কাছে তাহা একেবারে পুরাতন!...গল্প শুনিবার জন্ত সে উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল।

বলিল, আমার নাম মোহিত সেন। আমি অবিশি এই প্রথম ষাচ্ছি বিলেতে—দেশটা সম্বন্ধে ধারণা আমার কিছুই নেই, দু'তিনটে ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে আমার কল্পনাটাও যেন অনেকখানি গুলিয়ে

গেছে !...আপনার সাথে আলাপ হ'য়ে বেশ ভালোই হ'লো—অনেক কিছু শোনা যাবে ।

যোশী হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমার কথাগুলো আপনার কল্পনাকে হয়ত একটুও সাহায্য করবে না, বাস্তব যা' তার ছবিও হয়ত আমি ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারব না ।...কাজেই এসব নিয়ে গল্প না করাই ভালো !

মোহিত বুঝিল যোশী তাহার অনুরোধটা এড়াইয়া গেল । তাহার এই ভদ্র প্রত্যাখ্যান মোহিতের কাছে যেন অত্যন্ত গর্বোদ্ধত বলিয়া ঠেকিল । সে মর্ম্মাহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল ।

যোশী তাহার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন—লণ্ডন না কেম্ব্রিজ ?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিল, কেম্ব্রিজ—

যোশী উৎসাহসূচক সুরে বলিল, আপনি ভয়ানক ভাগ্যবান্ যা'হোক—কেম্ব্রিজে সীট পেয়েছেন !—আমি ত দু'বছর চেষ্টা ক'রেও সেখানে সীট পেলুম না !—আমার না আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণাঙ্কিত ছাপ, না আছে আভিজাত্যের গৌরব !

মোহিত বলিল, আমি আমার প্রোফেসরদের অনুগ্রহেই সীট পেয়েছি বলতে হবে !—আপনি কি লণ্ডনেই পড়ছেন ?

—হ্যাঁ, বছর দুই হ'লো, আস্ছে জুনেই পরীক্ষাও দিতে হবে—সেই কথা মনে হ'লেই গায়ে জ্বর আসে !

মোহিত কিছু বলিল না ।

যোশী বলিতে লাগিল, লণ্ডনে ব'সে কি আর পড়াশুনা চলে ? সেখানে চিত্তবিক্ষেপকারী জিনিষের অভাব ত' নেই—সীনেমা, থিয়েটার আর সপ্তাহান্তে পাটি ত লেগেই আছে, তার ওপর বন্ধুদের আব্দার

শুন্তে শুন্তেই সময় আর উৎসাহ চলে যায়!—আপনি কেঁষুজে গিয়ে ভালোই করলেন, তবু কটা মাস একটু মন দিয়ে পড়াশুনা করতে পারবেন।

মোহিত যোশীর কথাই তাৎপর্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। সে বিস্মিতভাবে বলিল, কিন্তু লগুনে থেকে ত কত ছেলে পড়াশুনা করছে, নয় কি?

একটুখানি মুচকি হাসিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে যোশী জবাব দিল, যারা করছে তারা একেবারে গ্রন্থকীট—জীবনে পড়া ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না!—লাইফ্ ব'লে যে মস্ত বড় জগৎ পড়াশুনার গণ্ডীর বাইরে পড়ে রয়েছে তার খবর কি তারা রাখে?—আপনার কাছে আজ এসব কথা ভয়ানকভাবে বেসুরো ঠেকছে, কিন্তু আপনিও মাস ছয়েক পরে আমার সাথে একমত হবেন, অবশ্য যদি গ্রন্থকীটদের দলে না ভীড়ে যান!

মোহিত দুই একজন বন্ধুর কাছে এই বিশাল “জগৎ”টার কথা একটু-আধটু শুনিয়েছিল, মনে মনে খানিকটা কল্পনাও করিয়া নিয়াছিল সে, আর খুব দৃঢ়ভাবে মনের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে এই “জগৎ”এর সৃষ্টিপাকে সে পড়িবে না, পড়িলেও হাবুডুবু খাইবে না। ....কাজেই যোশীর কথায় সে একটুখানি সন্দিগ্ন-হাসি হাসিল মাত্র।

চায়ের ঘণ্টা পড়িল। সমুদ্রের দোলানি তখনও বিশেষ আরম্ভ হয় নাই, যাত্রীরা বেশ সুস্থভাবেই চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিল।

ডেকের উপরই চায়ের টেবিলগুলি সাজানো হইয়াছিল। আর যাত্রার সুরু বলিয়াই বোধ হয় অর্কেষ্ট্রা বাজিতেছিল....

যোশা আর মোহিত ঠিক রেলিঙের ধারে একটি টেবিল অধিকার করিয়া বসিল। যোশা তখনও বেশ বিজ্ঞতামাথা-স্বরে একটু মুরুবিয়ানার ভঙ্গীতে মোহিতের সঙ্গে গল্প করিতেছিল, আর মোহিত তাহার প্রথম কৌতূহল, অজ্ঞতা এবং অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়া গুনিতোছিল।

সমুদ্রের জলের উচ্ছ্বাস আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিতেছিল আর জাহাজটি মাঝে মাঝে একটু তুলিয়া উঠিতেছিল। এই নূতন অনুভূতিটুকু মোহিতের কাছে কিন্তু খুবই প্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছিল—শীকর-কণার শীতল স্পর্শ তাহাকে তাহার মায়ের স্নেহস্পর্শের কথাই মনে করাইয়া দিতেছিল।

মায়ের কথা মনের কোণে আসিয়া উঠিতেই তাহার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া চোখ মুছিল। যোশা একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হ'ল ?

নিজের ক্ষণিক দুর্বলতায় একটু লজ্জিত হইয়া মোহিত জবাব দিল, কিছু নয়।.....হঠাৎ কি জানি কেন চোখ দিয়ে জল এসে পড়ল।

যোশা সহানুভূতিমাথা স্বরে বলিল, বাড়ীর কথা মনে হচ্ছে বুঝি ?

ছুরী দিয়া টোপের উপর মাখন মাখাইতে মাখাইতে মোহিত জবাব দিল, হ্যাঁ।

—তুমি বুঝি এর আগে বেশীদিন বাড়ীছাড়া হওনি ?

—না, বাড়ীতেই থেকে আমি পড়তুম কি না !

যোশা তাহার অগ্রমনস্ক ভাবটা দূর করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, অর্কেষ্ট্রায় কি বাজাচ্ছে জানো ?

—না....আমি ত এর আগে ইংরেজী গান বিশেষ গুনিনি'....

—ওরা Blue Danube বাজাচ্ছে।.....শোন, কী সুন্দর ওর সঙ্গীত-

ঝঙ্কার...সুরের মূর্ছনার মধ্যে যেন ড্যানিয়ুব্-এর নীল জলের স্বচ্ছ প্রবাহ ভেসে আসছে !

মোহিত মন দিয়া সঙ্গীতের মাধুর্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিল। ভায়োলিনের মধুর তালে তালে ড্যানিয়ুব্-এর চঞ্চল অথচ নিশ্চল স্রোতের কল্লোল যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও তাহার অনভ্যস্ত কানে সঙ্গীতের সব পদগুলো ঠিক ফুটিয়া উঠিতেছিল না তবু তাহার মাদকতা তাহার মনকে আবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। আর তাহার মনে আসিতেছিল বাংলা একটা গানের সুর—যেন কেহ “গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ” বাজাইতেছে....

চায়ের পেয়ালা শেষ করিতে করিতে যোশী বলিল, তুমি আমার উপর রাগ করো নি’ ত, মোহিত ?

মোহিত বিস্ময়পূর্ণ চোখে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, না—রাগ করব কেন ?

যোশী বলিল, একটু আগেই তুমি বিলেতের গল্প শুনতে চেয়েছিলে, আমি তার কিছুই বলিনি’ ব’লে !

মোহিত যোশীর কথার আন্তরিকতায় আর্দ্র হইয়া বলিল, কী ছেলে-মানুষ তুমি, যোশী....এর জন্ত আমি রাগ করতে যাব কেন ? তুমি ঠিকই বলেছ হয়ত, আমার কল্পনাকে বাস্তবের নগ্নতা দিয়ে এত শীর্ণগীরই ভেঙে দিতে চাওনি’....সে ত’ তোমার সহানুভূতির পরিচায়ক, বন্ধু....

যোশী হাসিয়া বলিল, ঠিক সহানুভূতির ভাব থেকে যে আমি তোমাকে বলতে চাইনি’ তা’ নয়। চোখের সামনে ওদেশের কতকগুলো জিনিষ দেখে আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গিয়েছে ব’লেই আমি সে সব আঙুল দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাইনি’। কল্পনার চোখে যদি

তুমি দেখ তাহ'লে যা' সাধারণ তা'ও সুন্দর এবং মধুর ঠেকবে... শুধু  
শুধু এই কল্পনার অনুভূতিকে নষ্ট ক'রে ত লাভ নেই !

মোহিত হাসিয়া বলিল, একেই ত সাধুভাষায় বলে, সহানুভূতি...  
যোশী আনমনাভাবে বলিল, হ'বে...

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সমুদ্রের দোলানি অল্প অল্প আরম্ভ  
হইয়াছে, দুইটি ছোট ছেলে রেলিংএর কাছে দাঁড়াইয়া অস্বস্তি-সূচক  
মুখভঙ্গী করিতেছিল, আর একটি মহিলা, হয়ত বা তাহাদের মা হইবেন,  
কাছে রুমাল নিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার মুখের ভাব দেখিয়াও বেশ  
বোঝা যাইতেছিল যে অনতি কালবিলম্বে তিনিও আক্রান্ত হইয়া  
পড়িবেন।

যোশী এই দৃশ্য হইতে চোখ এড়াইয়া নিয়া মোহিতকে বলিল,  
এখানকার বাতাসটা বড্ড বন্ধ হ'য়ে গেছে যেন। চলো, ফাষ্টক্রাশের  
ডেকে একটু বেড়িয়ে আসি।

মোহিত একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, আমাদের কোনরকম প্রণ  
কর্বে না ত ?

হাসিয়া যোশী বলিল, পাগল নাকি !...আমরা ত' আর সেখানে  
আস্তানা গাড়তে যাচ্ছি না—সেখানে যাচ্ছি শুধু দু'একজন বন্ধু-বান্ধবের  
খোঁজ করতে।

—তোমার জানাশুনো কেউ আছে নাকি ?

—ঠিক জানিনে, তবে শ' দুই যাত্রীর মধ্যে কি দু'একজন মিলবে  
না ?...না হয় যেচে ভাব ক'রে নেব...

মোহিত শ্রদ্ধার সহিত যোশীর দিকে তাকাইল। তাহার

সাহসিকতা, তাহার খোলাখুলি উক্তির কাছে তাহার মনের নমস্কার জানাইল।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া মোহিত আর যোশী ফাষ্টক্লাশের প্রশস্ত ডেকের উপর যাইয়া হাজির হইল। ডেকের উপর সবাই হয় শুইয়া আছে, নয় পায়চারী করিতেছে। স্বাস্থ্যকামীর দল একটি সন্ধ্যাও কামাই করিতে রাজী নয়, তাহারা খাকী শর্টস্ এবং মোজা পরিয়া বীরবিক্রমে ডেকের উপর পরিক্রমণ করিতেছে; কাহারও মুখে পাইপ্, কাহারও হাতে বেতের ছড়ি।

যোশী একটু হাসিয়া বলিল, এই যে সব বীরপুরুষদের দেখ্ছ এরাই জাহাজের সজীবতা বজায় রাখে! এদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আর নিয়মানুবর্তিতা দেখলে মনে হয় নেপোলিয়নও বোধ হয় এদের কাছে হাঁটু গেড়ে নিজের অক্ষমতা এবং দৈন্ত জানাতেন!

মোহিত একটু হাসিল।

যোশী বলিল, ঐ যে বিস্কার্কের মত শাদা গৌফওয়াল বুদ্ধোটাকে দেখ্ছ ও বোধ হয় একটা কর্নেল গোছের কিছু হবে। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি বুদ্ধে অন্ততঃ একশ'টিবার জাহাজের এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত পায়চারী করতে না পারলে শাস্তি পাবে না.....তার এই পাদচারণের সমাপ্তি হ'বে ছ'পেগ ছইস্কী এবং সোডায়!

মদের নাম উল্লেখ হইতেই মোহিত ভয়ানক বিতৃষ্ণায় বলিয়া উঠিল, এরা কি সবাই মদের পিপে?

যোশী হাসিয়া বলিল, এই সব ভবঘুরে সৈনিকদলই হচ্ছে এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ! কিন্তু এদের বাদ দিলেও তুমি এমন



আর একটি লোক বার করতে পারবে না যিনি এই স্বচ্ছ তরল পদার্থটির মধুতে আসক্ত নন!

মোহিত একটু তীব্রস্বরে বলিল, অথচ এরাই আবার সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার দাবী করে!

যোশী মোহিতের এই রাগে একটু আমোদ বোধ করিয়া বলিল, এতে সভ্যতার আদর্শের কী ক্ষতি হ'ল মোহিত?....তুমি যেটাকে এত বিতৃষ্ণার চোখে দেখছ সেটা যে এদের কাছে নিতান্ত সাধারণ একটা পানীয়!....এদের মাপকাঠি দিয়ে এদের বিচার ক'রো।

তবু প্রতিবাদের সুরে মোহিত বলিল, কিন্তু সত্যের একটা মাপকাঠি আছে ত! মদ খাওয়াটাকে আমি মোটেই কোন নীতিসম্মত ব'লে মানতে পারি না!

যোশী ইহার জবাব অনায়াসেই দিতে পারিত, কিন্তু মোহিতের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া একটা রুঢ় আঘাত দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

মোহিত পাদচারিণী একটি মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, আর ওদের মেয়েদের এই পোষাকটা আমার মোটেই বর্দাস্ত হয় না... এর মধ্যে না আছে শ্রী, না আছে হ্রী; এ যেন একটা বিরাট্ নগ্নতাকে জোর ক'রে গর্ভভরে লোকের চোখের সামনে তুলে দেওয়া হচ্ছে!

এবার যোশী প্রতিবাদ করিল, বলিল, তোমার এই অতিশয়োক্তি আমি মোটেই মানতে রাজী নই, মোহিত। তোমার নতুন চোখে অনভ্যস্ত জিনিষটা হয়তো একটু দৃষ্টিকটু দেখাতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের পোষাককে শ্রী বা হ্রীহীন বলতে আমি রাজী নই। এদের সাধারণ মেয়েরা বেশভূষার মধ্যে সৌন্দর্যের যে চর্চা করতে জানে আমাদের সংস্কারভরা গরীব দেশে অনেক বড় বড় লোকেরাও তা' জানে না!

মোহিত একটুও না হঠিয়া বলিল, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের শাড়ীর মত সুন্দর ও কোমল আর কিছু আছে কি যোশী ?

যোশী বলিল, এরকম তুলনামূলক সমালোচনা বড় অগ্রায়, মোহিত। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে শাড়ীটি মেয়েদের অঙ্গে যেমন মানায় এদের জীবনযাত্রার মধ্যে এদের স্কার্ট, ফ্রক বা গাউন্ড তেমনি মানায়....

মোহিত ইহার কোন জবাব দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দুইজনে সমুদ্রের উপর সূর্যাস্তের শোভা দেখিতেছিল। যেন লাল একটা অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে সমুদ্রের শীতল জলের স্পর্শ পাইবার লোভে তাহার মধ্যে মিশিয়া গেল, আর তাহার চারিদিকে মেঘের কোলে পথটা আবীর-রাঙা হইয়া উঠিল।

মুগ্ধনেত্রে মোহিত এই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখিতেছিল, হঠাৎ কানের কাছে একটি সস্বোধনের স্বরে সে স্বপ্নোথিতের মত ফিরিয়া তাকাইল।

—হ্যালো, যোশী....

দেখিল, টাঙ্গা রঙের ফ্রক পরিহিত সুন্দরী একটা মেয়ে যোশীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে....মুখে তাহার মৃদু হাসি।

যোশী আচম্কা এই সস্তাষণে একটুখানি বিস্মিত হইয়া ঘুরিয়া তাকাইল। তাহার পর পরিচিত সুরে হাসিমুখে বলিল, হ্যালো, মিস্ রজাস'....তুমিও কি অবশেষে এই জাহাজে চলেছ ?

হাসিয়া মিস্ রজাস' জবাব দিল, তাই ত দেখছি....এখন জাহাজ না ডুবলেই বাঁচি।

যোশী উচ্চহাসির কল্লোলে ফোর্-ডেক্টা মুখরিত করিয়া বলিল, তাহ'লে এমি জন্সনের মত উড়ে পালালে না কেন ?

তেমনই হাসিমুখে মিস্ রজাস' জবাব দিল, পাখাও ত' ভেঙ্গে যেতে পারত !

যোশী তখন মোহিতকে ডাকিয়া মিস্ রজাস'এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। বলিল, এটি আমার কয়েক ঘণ্টার বন্ধু, মিস্ রজাস', কাজেই লম্বা সার্টিফিকেট দিতে ভরসা হচ্ছে না....তবে ইনি এখনও বিদেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, একটা তীব্রতার ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

মোহিত যোশীর এই গায়েপড়া গোছের বক্তৃতায় বিরক্তি বোধ করিতেছিল। সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মিস্ রজাস' অভিবাদনসূচক একটা ভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বুঝি এই প্রথম দেশছাড়া ?

মোহিত সংক্ষেপে জবাব দিল, ইয়া।....কী-জানি-কেন মিস্ রজাস' এবং যোশীর উচ্চহাসি আর কৌতুক বিনিময় তাহার চোখে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকিতেছিল।

মেয়েটি নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন করিল, আপনার নিশ্চয়ই ভয়ানক মন খারাপ লাগছে, নয় কি ?

মোহিত অন্তোপায় হইয়া উত্তর দিল, একটু-আধটু লাগছে বৈকি।

সহানুভূতির সুরে মিস্ রজাস' বলিল, দুদিন ওরকম লাগবে, তারপর সেরে যাবে !....তা' ছাড়া সমুদ্রের হাওয়ার গুণ যাবে কোথায় ?

মোহিত ইহার কোন জবাব দিল না।

যোশী চুপ করিয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতোছিল। সে প্রতিবাদের সুরে বলিল, আমার সরল বন্ধুটির কাছে সমুদ্রের হাওয়ার

গুণব্যাখ্যান করতে হ'বে না এখন! তোমরা মেয়েরা হচ্ছ অগ্নিশিখার প্রতীক, নতুন কাউকে দেখলেই তোমাদের স্বভাবগত বৃত্তিগুলো জেগে ওঠে, তাকে তোমাদের আবেষ্টনীর মধ্যে টেনে আন্তে না পারলে তোমাদের তৃপ্তি হয় না।

মিস্ রজাস' বলিল, এ তোমার বড় অগ্রায়, যোশী। আমাদের স্বভাবগত বৃত্তিগুলো খুবই সহজ এবং ঋজু। তোমরা পুরুষেরাই সব জিনিষের একটা বন্ধিম ব্যাখ্যা ক'রে প্রমাণ করতে চাও যে তোমরা যা করো তার পেছনে থাকে একটা মহানুভবতা, একটা গভীর অনুবেদনা। কিন্তু ওরকম কৃত্রিমতার মুখোস পরে তা নিয়ে দাঢ়্য প্রকাশ করতে আমাদের সুরুচিত্তে বাধে।

মোহিত একমনে ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিল। মিস রজাস'এর হাস্যচপল লীলাভঙ্গী তাহার কাছে প্রীতিকর না ঠেকিলেও তাহার কথাগুলি শুনিয়া তাহার মন বেশ একটু আকৃষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এইসব মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তাহার জুরিস্ডিক্শনের বাহিরে, কাজেই নীরব শ্রোতা হইয়াই সে আনন্দ পাইতেছিল বেশী।

যোশী মিস্ রজাস' এর শ্লেষসূচক সুরে একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার এরকম একতরফা বিচার কি উচিত হচ্ছে মিস রজাস' ?

মিস্ রজাস' হাসিয়া জবাব দিল, একতরফা বিচার নয় যোশী, আমাদের সমর্থনে একটুখানি ওকালতী করছি মাত্র। তোমাদের কৃত্রিমতার ব্যতিক্রম যে দেখতে পাওয়া যায় না এমন কথা বলছি না। তবে ব্যতিক্রম আছে ব'লেই জোরগলায় বলতে পারি তোমরা সৰ্বদা মহানুভব নও।

যোশী চুপ করিয়া রহিল।

মিস্ রজাস্ এবার মোহিতের মৌনতা ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি নিশ্চয়ই এসব তর্ক শুনে মনে মনে হাসছেন, না ?

মোহিত ইহার কী জবাব দিবে বুঝিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে লজ্জাবিনম্রসুরে বলিল, আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম, তাই এসব মনস্তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করবার আশ্পর্ক আমার মনের কোণে স্থানই পায় না।

মুখে সুন্দর একটি হাসি ফুটাইয়া মিস্ রজাস্ বলিল, আপনি দেখছি ভয়ানক সীরিয়স লোক ! আমরাই বা কী আর জানি ? শুধু তর্কের খাতিরে, গল্প করবার অজুহাতে আর সময় কাটাবার অছিলায় এসব দার্শনিক আলোচনা পেড়ে বসি, নয় কি যোশী ?

যোশী সাহু দিয়া বলিল, সত্যি। তাহারপর মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, ওদেশে গিয়ে তুমি দেখবে, মোহিত, কলেজের কমনরুমটা হচ্ছে এ সব গভীর দার্শনিক আলোচনার একটা প্রকাণ্ড আড্ডা। ছেলেমেয়েরা যে কী গভীর উৎসাহ নিয়ে নব্য জার্মানীর সমস্যা বা রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তা দেখে তুমি সত্যি অবাক হ'য়ে যাবে—তোমার মনে হবে যেন সমস্ত জার্মানী বা রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কমনরুমের ঐ গবেষণাটুকুর ফলাফলের ওপর।

মিস্ রজাস্ তাহার হাতেব ঘড়িটার দিকে একবার তাকাইল, তাহার পর বলিল, আমায় এখন নড়তে হচ্ছে....সময়মত পোষাক পরে যদি তৈরী না হই তা হ'লে অভিভাবিকাটির কান্নার সুরে আমি পাগল হ'য়ে যাব !

যোশী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি আবার অভিভাবিকার সাথে এসেছ নাকি ? অবাক করলে যা হোক !

লজ্জিত হইয়া মিস রজাস বলিল, আমার স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করবার অনুমতি এখনও পাইনি, তাই এসব অত্যাচার সহ্য কর্তেই হয়। আমার বাবা তোমাদের দেশের উপর কী হাড়ে হাড়ে চটা তা তো জান না। ভাবেন, তোমরা সবাই বসি জংলী দেশের মানুষ, তাই আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি মনের স্বস্তি হারিয়ে বসেন !

মোহিত মিস রজাস'এর এই কথায় ভয়ানক ভাবে রুষ্ট হইয়া বলিল, আপনি তাহ'লে আমাদের মত জংলীদের সাথে কথাবার্তা ব'লে আপনার অপমানের বোঝা না বাড়ালেই পারেন।

মিস রজাস' আহতসুরে বলিল, আপনাদের সৌজন্ম আর উদারতার মর্যাদা যদি আমি না বুঝতাম তা হলে কি যেচে আপনাদের সাথে আলাপ করবার জন্ম এত উন্মুখ হতাম মিঃ সেন ?

বলিয়া আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ক্ষুদ্র একটি অভিবাদন করিয়া সে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল।

যোশী তাহার গতিশীল মূর্তিটির দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি মিস রজাস'কে ভয়ানক চটিয়ে দিলে, মোহিত।

তাচ্ছিল্যপূর্ণ কণ্ঠে মোহিত জবাব দিল, বেশ করেছি। ওরকম দেমাকভরা কথা আমার'মোটেই'সহ্য হয় না।

তাহারপর যোশীর উপর যেন প্রতিশোধ নিবার উদ্দেশ্যেই একটু তীব্রসুরে বলিল, তুমি ওদেশের আদবকায়দা ভাল ভাবে জান, যোশী, ওদের মিষ্টি হাসি, লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহি সুর তোমার কাছে উর্ধ্বশীতিলোভমাসস্তব ব'লে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ওদের হাসির পেছনে লুকানো অহমিকার ছবিটাই ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে।

যোশী একটু হাসিয়া মোহিতের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, তুমি আজ যে মস্তব্য প্রকাশ করলে, মোহিত, এর জন্মে দুদিন পরে নিজেই

অনুতাপ বোধ করবে, কাজেই এসম্বন্ধে বেশী আর কিছু বলব না। তবে এটুকু বলতেই হবে যে তুমি মিস রজাসকে মোটেই চেননি। যেদিন চিনতে পারবে সেদিন দেখবে ওর মিষ্টি হাসি লীলায়িত ভঙ্গী আর মিহি সুরের পেছনে শুধু অহমিকাই লুকিয়ে নেই, তার পেছনে একটা সরল উদার মনও ঊকিঝুঁকি মারছে।

মোহিত ইহার কোন জবাব দিল না, শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

তখন বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। যোশী আর মোহিত ডিনারের জন্ত তৈরী হইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজেদের ক্যাবিন অভিমুখে যাত্রা করিল।

সারাটি দিন মোহিত তাহার ঘরের ভিতর যায় নাই। যোশীর সঙ্গে পরিচয় হইবার পর আজ তাহার সময়টা যে কখন কী ভাবে কাটিয়া গিয়াছে সে টেরই পায় নাই। জাহাজের দোলানির সঙ্গে নিজের দেহটার ভারসাম্য রক্ষা করিতে করিতে সে অপ্রশস্ত করিডর্ দিয়া যখন নিজের কামরায় ঢুকিল তখন সেখানকার বন্ধ হাওয়ায় তাহার মেজাজের তীব্রতা আরও বাড়িয়া উঠিল।

ঘরে ঢুকিয়া স্নইচটা জ্বলাইতেই দেখিল তাহার সহযাত্রী একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক নীচের বার্থে শুইয়া আছে।

আলোটা চোখে পড়ায় সে একটু পাশ ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, গুড্ ঈভনিং....

মোহিত বলিল, গুড্ ঈভনিং—আপনি কী ভয়ানক কাতর বোধ করছেন ?

ছেলেটী—তাহার নাম চিদম্বরম্—একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, আর বলবেন না, যাত্রার সুরুতেই যা আরম্ভ হ'ল তাতে আর ভরসা হচ্ছে না।

মোহিত তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আদ্রসুরে বলিল, এ কালই সেরে যাবে আপনার। যা কিছু দুর্ভোগ আছে আগে শেষ হ'য়ে গেলেই ত ভালো!....তারপর দিব্যি চাঙা হ'য়ে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেতে পাবেন।

কাতরভাবে চিদম্বরম্ বলিল, দুর্ভোগের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপভোগের ক্ষমতাটুকু বেঁচে থাকলেই নিয়তিকে ধন্যবাদ দেব....

মোহিত একটু হাসিয়া তাহার চুল কয়টা ঠিক করিয়া নিল, তাহার পর চিদম্বরম্কে আর একবার গোটাকয়েক সাস্ত্যনাশ্চক কথা বলিয়া সুইচ্চা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।



\*

\* \*

ভোরবেলা মোহিতের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখনও ভালভাবে ফর্সা হয় নাই। পোর্টহোলটা খোলা ছিল, আর তাহার ভিতর দিয়া সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস চঞ্চল কিশোরীর মত ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার ছোট দুইটি হাতে কিছুতেই যেন নাগাল পাইতেছিল না। মোহিত বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া পোর্টহোলটার মধ্য দিয়া সমুদ্রের জলটা একবার দেখিবার চেষ্টা করিল।

তাহার চোখ তখনও ঘুমে ভারাক্রান্ত। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ যখন আবার ঘুমের আবেশে মুদিয়া আসিল তখন সে বালিশটা টানিয়া নিয়া শুইয়া পড়িল।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যোদয় দেখিবার তাহার ইচ্ছা ছিল তীক্ষ্ণ, সেটা নিজের অলসতার জন্ত মাটি হইয়া গেল! সে কোন ক্রমেই নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে মেঝেতে নামিল।

চিদম্বরম্ তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে—তাহার মুখে শান্তির রেখা। মোহিত কোন-রকমে ড্রেসিংগাউনটা গায়ের উপর চাপাইয়া দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেল।

পিছনের ডেকে তখন লোকের ভীড় কমিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের নীলিমা কখন আকাশে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার কিরণের প্রথরতা ক্রমশঃ

বাড়িয়াই চলিয়াছে !.....ছোট ছোট দলে যাত্রীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল।

যোশা ছায়ার নীচে এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। মোহিতকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া বলিল, এতক্ষণে বুঝি তোমার সূর্য্যোদয় দেখবার সময় হ'লো !

মোহিত লজ্জিতভাবে বলিল, আমি উঠেছিলাম অনেক আগেই, আবার হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলার ঘুমটা এত মিষ্টি লাগে !

যোশা বলিল, একটা জিনিষ দেখতে পেলেন না কিন্তু !

—কী ?

—মিস্ রজাস' তার আধ ঘুমন্ত চোখ আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলো চুল নিয়ে সূর্য্যোদয় দেখতে এখানে এসেছিল, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে !

মোহিত একটা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিল।

যোশা তাহা উপেক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, শুধু তাই নয়, তোমার খোঁজ করছিল !

মোহিত বিশ্বাস না করিয়া বলিল, কেন ?

—কেন আমি কী ক'রে বলব ? মেয়েদের অন্তরের রহস্য বোঝবার মত ক্ষমতা ত' আমার নেই !.....কালকে এমন খোঁচা দিলে তুমি, অথচ আজ ভোরবেলা প্রথম প্রশ্নটি আমাকে “তোমার সেই বন্ধুটি কোথায় ?”

মোহিত এবার হাসিয়া বলিল, তোমার মন বড় খারাপ, যোশা, সাধারণ ভদ্রতাসূচক একটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি গভীর অর্থ খুঁজবান্দ চেষ্টা করছ !

কাঁধটা বিচি ত্রভঙ্গীতে নাড়াইয়া যোশা জবাব দিল, গভীর অর্থ খুঁজবার

চেষ্টা কর্তুম না যদি তার পরই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না হ'ত, “উনি কি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন ?”

মোহিত একটু কুপিত হইয়া বলিল, তাঁকে বলো তিনি এমন কিছু রাশভারি লোক নন্ যে তাঁকে নিয়ে সারাদিন আমার মাথাব্যথা হ'বে !

যোশী মোহিতের কথায় আশ্চর্যান্বিত ও রুষ্ট হইয়া বলিল, ও রকম বর্করের মত ব্যবহার করলে তুমি নিশ্চয়ই পরে অনুতপ্ত বোধ করবে মোহিত !

এবার শান্ত হইয়া মোহিত জবাব দিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে এরকম মাথাব্যথা কেন তাঁর ?

—কেন তা' যদি জান্তে পার্তুম তা হ'লে কি এম্নি অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাক্তুম ? তা হ'লে এতক্ষণে যবনিকা ভেদ ক'রে নেপথ্যের দৃশ্যটিকে সম্মুখে টেনে নিয়ে আস্তুম !

যোশীর রূপকভরা কথা শুনিয়া মোহিত আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না । বলিল, বিলেত প্রবাসের ফলে বুঝি তোমার কল্পনাশক্তি এমন অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠেছে ?

তাহার কল্পনাশক্তি বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে সেটা সে যেন নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না, এই প্রকার একটা ভঙ্গীতে মাথাটি আন্দোলন করিয়া যোশী জবাব দিল, এ ত কল্পনাশক্তির খেয়াল নয়, মোহিত, এ যে ভয়ানক সত্য কথা !.....হেসো না মোহিত, আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে যে মিস্ রজাস' তোমাকে একটুখানি পছন্দ কর্তে আরম্ভ করেছেন । অবশ্য, এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছুই নেই !

মোহিত যোশীর মুখের গভীরতা হাসির এক ঝলকে উড়াইয়া দিয়া বলিল, তোমার এই গবেষণার জন্ত তোমাকে নোবেল প্রাইজ্ আমি দিতুম যোশী, কিন্তু আপাততঃ থিদেয় নাড়ী চুইয়ে যাচ্ছে, কাজেই আমি

প্রস্তাব করছি এখন বাস্তব জগতে ফিরে এসে ব্রেক্‌ফাস্ট্ খাবার বন্দোবস্ত করা যাক।

ব্রেক্‌ফাস্ট্ সারিয়া মোহিত আর যোশা যখন আবার ডেকের উপর আসিল তখন হাট বসিয়া গিয়াছে। সমুদ্র অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিয়াছে—দোলানিটা নাড়ীভূঁড়িকে কোন রকম পীড়া না দিয়া ঘুমপাড়ানি গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিদম্বরম্ উঠিয়া বসিয়াছিল। মোহিত আসিতেই সে হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিল। মোহিত যোশার নিকট বিদায় নিয়া চিদম্বরম্-এর কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল।

চিদম্বরম্ তাহাকে পাশের ডেক্‌চেয়ারটায় বসিতে বলিয়া তাহার কানের কাছে মুখটা নিয়া আসিয়া খুব চুপি চুপি বলিল, আপনার সাহায্য নিতান্ত দরকার মিঃ সেন, একটু আগে একজন স্প্যানিয়র্ড পাদ্রি ভয়ানকভাবে তর্ক আরম্ভ করেছিলেন খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য নিয়ে। এই মাত্র নীচে তাঁর ক্যাবিনে চলে গেছেন কী একটা বই আন্তে...আমি ত' ওঁর সাথে এঁটে উঠতে পারছি না....আপনি বসুন এখানে, এলেন ব'লে!

মোহিত ত' এই চায়! সে ভয়ানক উৎসাহের সুরে বলিল, ওর ধর্মাক্রান্তা যদি খানিকটা ঘোচাতে পারি তা হ'লে আমি ভয়ানক আনন্দ-লাভ করব, মিঃ চিদম্বরম্।

ততক্ষণে তাঁহার আভূমি বেশভূষা লুটাইতে লুটাইতে ফাদার মাদারিয়াগা একখানা বই হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যেন মস্ত একটা জেহাদ্‌এ নামিতেছেন এমন সুরে হাতের বইখানা চিদম্বরম্-এর চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, এই দেখুন....

চিদম্বরম্ নিতান্ত অসহায় শিশুর মত মোহিতের দিকে তাকাইল।  
মোহিত বলিল, আমি দেখতে পারি কি ?

চশমার ফাঁক দিয়া মোহিতের দিকে একটবার তাকাইয়া অবজ্ঞার  
সুরে ফাদার জবাব দিলেন, সমস্ত পৃথিবীর সামনে আমি এই সত্য প্রচার  
করতে পারি জোর গলায়....

মোহিত হাসিয়া বলিল, আমি সেই পৃথিবীরই এক কোণে আছি  
ব'লে আমার ধারণা !

বইটা হইতেছে এক পাদ্রীর লেখা, তাহার প্রথম সংস্করণ হইবে  
অন্ততঃ কুড়ি বৎসর আগে। বইখানার কাট্টি এমন যে তাহার পর  
প্রত্যেক এক বছর দুই বছর অন্তর নূতন মুদ্রণ হইয়াছে, এবং সংশোধন  
বা পরিবর্তন না করাতেও তাহার পাঠকপাঠিকার সংখ্যা কমে নাই।

মোহিত ফাদারের ঠনির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া  
উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, দেখলাম....এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে কী ?

জোর গলায় ফাদার মাদারিয়াগা বলিলেন, প্রমাণ হচ্ছে এই যে  
তোমাদের দেশে যে এমনি ধারা বালাবিবাহ আর শিশুমৃত্যু চলছে  
তার মূলে হচ্ছে তোমাদের ধর্মনীতির অন্ধতা। তোমরা একটা স্ববির  
নীতিহীন—শুধু নীতিহীন কেন, দুর্নীতিপ্রস্রয়ক—সংস্কৃতির মধ্যে ডুবে  
আছে বলেই আজ তোমাদের এমন দুর্দশা !

ব্যঙ্গপূর্ণ সুরে মোহিত প্রশ্ন করিল, তা হ'লে আপনি কি বলতে  
চান যে আমাদের এই দুর্নীতিপ্রস্রয়ক ধর্মটা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের  
স্বনীতি এবং সুরুচিসম্পন্ন ধর্মটা মেনে নিলেই আমাদের সব দুঃখ-  
দারিদ্র্যের অবসান হবে ?

জোর গলায় ফাদার বলিলেন, নিশ্চয়ই হবে ! তবে এর মধ্যেও  
একটা “কিন্তু” আছে....শুধু খৃষ্টধর্ম বললে ভুল করা হবে, হ'তে হবে

রোম্যান্ ক্যাথলিক্, যার প্রাচীনতা এবং সত্যতায় আজ পর্যন্ত কেউ সন্দেহ করেনি' এবং যার প্রতীক হয়ে রয়েছেন আমাদের পোপ্.... তোমাদের দেশে খৃষ্টধর্মের আলোক যে ভালোভাবে পৌঁছয় নি' তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে রোম্যান্ ক্যাথলিক্ প্রীচাররা উপযুক্ত সাহায্য বা সুবিধা পাননি' সেখানে। নইলে আজ পোপের সিংহাসন অধিষ্ঠিত হ'ত দিল্লীতে !

মোহিত ইতিহাসের ছাত্র, সে শ্লেষের সহিত বলিল, Inquisitionটা হিন্দুস্থানে খাটাতে না পেরে বুঝি মনে আফশোষ হচ্ছে ?

ছেলেটির তরলতায় রুষ্ঠ হইয়া ফাদার বলিলেন, যাদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব তাদের কাছে সত্য প্রচার করাটা বাতুলতা মাত্র !

মোহিত তেমন সুরেই জবাব দিল, আপনি বুঝি শুধু বিশ্বাসীদের নিয়েই একটা চার্চ গড়ে তুলতে চান, ফাদার ?.....সে মন্দ হবেনা কিন্তু !

ফাদার মাদারিয়াগা এবার চিদম্বরম্-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার আলোচনা হচ্ছিল তোমার সাথে, এর সাথে নয়....

পাছে আবার ভ্রাহাকে তর্কের গোলকধাঁধায় পড়িয়া বিব্রত হইতে হয় এই ভয়ে চিদম্বরম্ তাডাতাডি বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু এ আমার বহুদিনের পুরানো বন্ধু এবং এর চিন্তাধারা আর মতিগতি সব আমারই মত !....আমার শরীরটা তত ভালো নেই ব'লে এ আমাদের কথাবার্তায় যোগ দিয়েছে ।

গম্ভীরভাবে “অবিশ্বাসীদের সাথে আলোচনা যে করে সে মর্থ” এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফাদার মাদারিয়াগা সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন ।

চিদম্বরম্ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল,

আপনি আজ আমাকে এই ধর্মপাগলের হাত থেকে মুক্ত ক'রে যা' উপকার করলেন তা' আমি ভুলব না, মিঃ সেন....

মোহিত হাসিয়া জবাব দিল, আনন্দটা হ'ল আমার, মিঃ চিদম্বরম্, এবং তার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন আপনি ..কাজেই ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য থাকে তাহ'লে সে আপনারই ।

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল ।

যোশী তখন সেকেণ্ডক্লাশ ডেক্ হইতে চলিয়া গিয়াছে । কোথায় গেল ?....বুঝি বা সে মিস্ রজাস'এর সঙ্গে গল্প করিতে গিয়াছে । কী জানি কেন তাহার মনে হইতেছিল যোশীর হাসিখুসীভাব আর কৌতুকমিশ্রিত কথাবার্তার পিছনে লুকাইয়া আছে আর একটি মানুষ —সেটা হইতেছে প্রেমিকের মানুষ ! মিস্ রজাস'কে যে যোশীর ভালো লাগে এ বিষয়ে মোহিতের কোন সংশয়ই ছিল না ।

ফাষ্টক্লাশ ডেকের বিশাল প্রসারতার মধ্যে আসিয়া সে দেখিল সেখানে ফাদার মাদারিয়াগা জাতীয় কোন উৎসাহী কাহারও ধর্মপিপাসা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছেন না । শিথিল অঙ্গ এলাইয়া দিয়া সকলে ঈজিচেয়ারে শুইয়া আছে—জাহাজের চাকার ঘর্ষণ আর জলের উচ্ছ্বাস এই দুই মিলিয়া অরুচিকর একটা সুরের সৃষ্টি করিতেছে ।

মোহিতের উৎসুক চোখ দুইটী যোশীকে খুঁজিতেছিল । খানিকটা অন্তমনস্ক ভাবে সে যাইতেছিল, এমন সময় একটি মেয়ের মৃদু হাসির দীপ্তি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়ায় সে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল ।

ঘাড়টা একটুখানি ফিরাইয়া দেখিল মিস্ রজাস' একটা ছবিওয়াল ম্যাগাজিনের ফাঁকের মধ্য দিয়া অভিবাদনসূচক হাসি হাসিতেছে । তাহার

পাশে একটা বর্ষীয়সী ক্ষীণকায়া মহিলা বসিয়া গস্তীর ভাবে পশমের কী একটা বুনিতেন।

মুহূর্তের জন্ত মোহিতের মুখচোখ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।.....পরক্ষণেই সে কোন প্রকার শিষ্টাচার না করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে দেখে যোশী ফাষ্টক্লাশ স্পোর্ট্শ ডেকে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে। ক্রীড়াশীল ছেলেমেয়েদের হাসি আর কলরব মিশিয়া চাঞ্চল্যের একটা অদ্ভুত ঢেউ তুলিয়াছিল।

মোহিতকে দেখিয়া যোশী বলিল, ফাদারের সাথে ধর্ম্মালাপ শেষ হ'লো ?

মোহিত হাসিয়া বলিল, আর ব'লো না ভাই, এদের ধর্ম্ম হচ্ছে ছাঁচেঢালা, তা নিয়ে আবার বাগাড়ম্বর করতে আসে।.....আমার মন ত এদের উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ'ছে ধীরে ধীরে !

যোশী বলিল, ফাদারকে দিয়ে তুমি সমস্ত ইউরোপকে বিচার করতে যেয়ো না, মোহিত !.....আমাদের দেশের পুরুতদের দিয়ে যদি আমাদের ধর্ম্মকে কেউ বিচার করতে চায়, তাহ'লে সেটা তুমি মানবে কি ?

মোহিত এবার যোশীর উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। বলিল, আমি ইউরোপকে বিচার করছি না যোশী.....আমি শুধু ভাবছি যে এদের মত শিক্ষিত লোকও দেখতে পায় না যে যে-ধর্ম্ম সজীব মনের তত্ত্বের সাথে না মেলে তার দাম অকিঞ্চিৎকর, তা' কুশ্রী.....

যোশী কথার ধারাটা উলটাইয়া নিয়া বলিল, মিস্ রজাস'কে দেখলে ?

অগ্রসন্নস্বরে মোহিত জবাব দিল, দেখলুম। আমাকে দেখে তাঁর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে ছোট্ট একটা হাসি হাসলেন। 'ওজন করা



হাসির ফাঁক দিয়ে তাঁর ঝকঝকে দাঁতগুলো ঝলক্ দিয়ে উঠল, আমার মনে জাগল সেই টুথ্‌পেষ্ট্রের বিজ্ঞাপনের ছবিটা !

মোহিতের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া যোশী বলিল, তুমি কিন্তু ভয়ানক চপল হয়ে উঠছ, মোহিত...ভদ্র মেয়েদের সম্বন্ধে এরকম যা' তা' মস্তব্য প্রকাশ করা কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

একটুও না দমিয়া মোহিত বলিল, ম্যাগাজিনের পাতার ফাঁক দিয়ে বুড়ি অভিভাবিকার চোখ এড়িয়ে ওরকম ফিক্ ক'রে একটা হাসি যদি আমায় বিজ্ঞাপনের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় তাহ'লে সে কি আমার মনের দোষ ?

যোশী এবার মোহিতকে বাধা দিয়া বলিল, যথেষ্ট হয়েছে...তোমার মনের যা ছবি আমি দেখছি তাতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক্...সত্যি বলছি, মোহিত, মেয়েটা বড় ভালো—ওকে আমি ছয় সাত মাস ধরে দেখছি ত।

—কোথায় ? লগুনে ?

—হ্যাঁ, লগুনে। ওর পুরো নাম হচ্ছে শীলা রজাস'....ভারী মিষ্টি নামটা, না ?

—হবে....

—তুমি ভয়ানক বেরসিক। জানো আমি নামটা দেখেই ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছিলুম আর কি !

—পড়লে না কেন ?

হাসিয়া যোশী জবাব দিল, ভালো ভাবে পড়তে হ'লে দু'দিকেরই টান থাকা চাই যে—প্রেম হচ্ছে চুম্বকের মত আকর্ষণ বিকর্ষণের সার্থী....

মোহিত যোশীর প্রেমের সংজ্ঞায় না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

বলিল, তোমার কথাটা ভয়ানক মূল্যবান, ভাই...মনের খাতায় শাদা কালীতে আমি নোট ক'রে রাখছি।

তাহার উপহাসটা গায়ে না মাখিয়া যোশী বলিল, কিংস কলেজে ও পড়ে। আমার পাশেই বসেছিল। একটা কাগজে আমাদের সব নাম লিখতে হয়, ও লিখলে, তার পরেই আমার হাতে দিলে। আমি দেখলুম লেখা আছে, শীলা রজাস'। আমার নাম দস্তখত শেষ করেই মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলুম, তুমি কি হিন্দুস্থানে জন্মেছিলে?....অবাক হয়ে সে জবাব দিলে, না....। তারপর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু সে দেশটা দেখবার ইচ্ছে আমার খুবই আছে!....আমি ভাবলুম এটা বুঝি একটা ইঞ্জিত, ভয়ানক উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। তখন ত' প্রোফেসর এসে পড়লেন, তাই আলাপ আর বেশী অগ্রসর হ'ল না।...ক্লাশ শেষ হবার পর শীলার পেছনে পেছনে ছুটলুম, চায়ে নেমস্তন্ন পর্য্যন্ত করলুম, কিন্তু কী ভয়ানক সংযম মেয়েটার! হাসি খুসী ঠাট্টাতে সে অনেক ফ্লার্টকেও হারিয়ে দিতে পারে, তবু শীলতার সীমারেখার বাইরে ওকে কিছুতেই আনা যায় না।

মোহিত যোশীর গল্পে একটুখানি আকৃষ্ট বোধ করিতেছিল, প্রশ্ন করিল, লগুনে বুঝি শীলতার সীমারেখার বাইরে অনেকেই আস্তে রাজী হয় তা হ'লে?

• —সেটা নির্ভর করে শীলতার সংজ্ঞার উপরে। আমাদের দেশের অভিধানে যাকে শীলতা বলে তা নিয়ে ত' ওদের বিচার করা চলে না! কিন্তু ওরা যাকে শীলতা বলে তার দামও কম নয়, মোহিত!....তার বাইরে যে কেউ আসে না এমন নয়, কিন্তু সে হচ্ছে ব্যতিক্রম।....কলেজে যারা আসে তারা ভদ্র, শিক্ষিত—তারা ভয়ানক ভাবে রহস্যপূর্ণ, ছেলদের সাথে সেক্স নিয়ে কত তুমুল আলোচনা ক'রে চলেছে, কিন্তু তাদের মনের

মধ্যে কোন আলোড়ন বা চঞ্চলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না তা' বাইরে থেকে বুঝবার উপায়টি পর্য্যন্ত নেই !

—তুমি শীলাকে, মিস্ রজাস'কে, এই দলের মধ্যে ফেলতে চাও ?

—হ্যাঁ, এবং এর খুবই উঁচু স্তরে । মিস্ রজাস'এর সাথে আমার কত গল্পগুজব হয়েছে, কিন্তু আমাকে তার প্রথম নামটি ধরে ডাকবার স্বেচ্ছা একটীবারও দেয়নি । একদিন আমি এই নিয়ে বলেছিলুম, এত বড় গালভরা "মিস্ রজাস'" বলার চেয়ে শুধু "শীলা" বললে লোকের কণ্ঠের লাঘব হবে । তাতে উত্তর পেয়েছিলুম, জগৎ শুদ্ধ লোকের কণ্ঠেব লাঘব করতে হ'লে যে আমি একেবারে নিঃশব্দ হ'য়ে যাব । অথচ আমার নামের আগে "মিঃ"টা পছন্দ করে না ব'লে "যোশী" এই ডাকটুকু আদায় ক'রে নিয়েছে !

মোহিত হাসিয়া বলিল, একতরফা ডিক্রী ত হ'তে পারে না, যোশী.... বাকীটাও আসবে শীগ্গীরই !

ছুঃখসূচক একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া যোশী বলিল, এ ত' আর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নয় যে যতই টান মারবে ততই অফুরাণ হ'য়ে বেরিয়ে আসবে ।

উপমাটিতে ভয়ানক খুসী হইয়া মোহিত বলিল, নামটা! দিচ্ছে ভালোই.....তা' তুমি বুঝি অর্জুনের সাথে ডুয়েল লড়তে চাও ?

—অর্জুন থাকলে ত লড়ব !...এ পর্য্যন্ত কাউকে ও মন দিয়েছে বলে ত' আমার বিশ্বাস হয় না !...তোমার দিকে একটু ঝুঁকছে বলে মনে হচ্ছে, তুমি এবার হাত গুটিয়ে নাও, আমি তোমায় ছ'চারটে মন্তুর শিথিয়ে দিচ্ছি ।

যেন ভয়ানক ভয় পাইয়াছে এমন সুরে মোহিত বলিল, দরকার নেই যোশী, তোমার সাথে ডুয়েল লড়তে হলে আমার এই মাছভাত

থেকো শরীরটা চুরমার হয়ে যাবে একটি আঘাতেই ! তার চেয়ে বসে বসে সমুদ্রের শোভা দেখা অনেক ভালো ।

যোশী বলিল, কিন্তু তুমি ভুল বুঝছ, মোহিত ! তোমাকে যদি মিস্ রজাস' বরণ করে নেয় তাহলে আমি একটুও ঈর্ষ্যান্বিত হব না, আমার বরণ আনন্দ হ'বে এই দেখে যে আমারই একজন বন্ধু এই গর্বিতা মেয়েটিকে মাটিতে লুটিয়েছে ।

তাহারা কথা বলিতেছিল ইংরাজীতে । মিস্ রজাস'কে নিয়া আলোচনা করিতে দুইজনে যখন মশগুল তখন হঠাৎ কানের কাছে একটি মেয়েলি স্বর আসিয়া বাজিল, সুপ্রভাত, মিঃ সেন....

মোহিত চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল । যোশীও একটু লজ্জিত ভাবে তাকাইল । ছিঃ ছিঃ, মিস্ রজাস' বুঝিবা তাহাদের কথাগুলি শুনিয়াছে এবং মনে মনে না জানি কী ভীষণ ভাবে হাসিয়াছে !

মিস্ রজাস'এর সম্ভাষণের মধ্যে কিন্তু ইহার কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না । হাসি মুখে মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, আপনি আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়েছিলেন বুঝি ?

কথাটা খুবই সাধারণ—শুধু একটা কথোপকথনের অবতারণা করিবারই চেষ্টা । তবু মোহিত একটু ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, ছোট্ট ছেলের মত ভোর বেলায় উঠেই আকাশের লালিমা দেখবার জন্ত পাগল হওয়াটা আমি আমার বয়সোচিত মনে করি না মিস্ রজাস' !....

মিস্ রজাস' অবাক । তবু আবার হাসিয়া প্রশ্ন করিল, আপনার কালকের রাগটা বুঝি এখনও পড়েনি ?

মোহিত কোন জবাব দিল না । যোশী মোহিতের হইয়া বলিল, রোদ ষেরকম বাড়ছে তাতে আমার বন্ধুটির রাগ কমবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখছি না, মিস্ রজাস'....

মিস্ রজাস' একটু অনুতপ্ত সুরে বলিল, আসলে কিন্তু অগ্নায়টা হয়েছিল আমারই যোগে। বাবা যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা আমার মুখে আনাই উচিত হয় নি। আমাকে কি এর জগ্ন ক্ষমা করতে পারবেন না, মিঃ সেন ?

মোহিত মিস্ রজাস'এর কথায় বিব্রত হইয়া বলিল, আমি ঠিক রাগ করি নি' মিস্ রজাস', আমার মনের উপর সামান্য কালো ছায়া এসে পড়েছিল মাত্র। যা হোক, আমার মনের সব গ্লানি এখন কেটে গেছে।

মিস্ রজাস' ভয়ানক ভাবে খুসী হইয়া মোহিতের হাতটি ধরিয়া বলিল, তাহলে আমরা এখন বন্ধু, কেমন ?

মোহিত মিস্ রজাস'এর করম্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। স্বাধীন দেশের আদবকায়দা আবহাওয়ার সঙ্গে সে তখনও নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে নাই, তাই শীলা রজাস'এর আবেগপূর্ণ আহ্বানের যে কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিল না, অপ্রস্তুত হইয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিস্ রজাস' চকিতের মধ্যে মোহিতের মনের বিভ্রাটুকু বুঝিয়া নিয়াছিল। সে নিজের এই প্রগল্ভতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া হাতটা সরাইয়া নিয়া বলিল, অবিশি আপনি যদি এখনও রাগ ক'রে থাকেন তাহ'লে আমার বলবার কিছুই নেই।

মোহিত শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, না, না, আমি রাগ করিনি' এখন, তবে....

যোগে এতক্ষণ চুপ করিয়া উভয়ের কলহলালা দেখিতেছিল। সে মোহিতের কথাটুকু সম্পূর্ণ করিয়া বলিল, তবে বন্ধুত্ব মানে যদি এরকম প্রগল্ভতা হয় তাহ'লে মোহিতের আপত্তি আছে।

মোহিত আরও অপ্রস্তুত হইয়া মুখচোরার মত বলিল, না, না, আমি তা বলতে যাচ্ছিলুম না। আমি বলছিলুম এই যে “আমরা বন্ধু হব” এ রকম গৌরচন্দ্রিকা করবার ত কোনো দরকার নেই! আমাদের মধ্যে বন্ধুতা যদি সত্যি গ’ড়ে উঠবার হয় তা হ’লে তা উঠবেই, তার জন্মে কোনো রকম আয়োজন করবার দরকার হবে না।

মিস্ রজাস্ বললে, তা’ মানি। কিন্তু তার আগে কৃত্রিম ব্যবধানগুলো দূর ক’রে দেওয়া উচিত নয় কি?....ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত’ আছে, শুধু আছে কেন, হয়েছেও—তাই সে সব হবার সুযোগ আগে থেকেই বন্ধ ক’রে দেওয়া দরকার নয় কি?

মোহিত ইহার উত্তরে কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যোশী তাহার হইয়া জবাব দিল, সব ত’ এখন খোলাখুলি হয়ে গেছে, লাইন্স ক্লিয়ার, সিগ্‌ন্যাল্ ডাউন....বন্ধুত্বের রকেট্ চালিয়ে দাও....দেখ কোথায় গিয়ে ঠেকে!

মিস্ রজাস্ তর্জন করিয়া বলিল, তুমি ভয়ানক অসভ্য ছেলে, যোশী....আর একটু হলেই আমি তোমার সাথে ঝগড়া কর্তুম, কিন্তু তাহ’লে মিঃ সেন দুঃখিত হবেন বলে আজও সেটা মূলতুবী রাখলুম।

যোশী কুণ্ঠিত করার ভঙ্গীতে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, ধন্যবাদ, মাদামোয়াসেল....

সেদিন বিকালবেলা চা এর পর মোহিত চুপ করিয়া বসিয়া অল্ডাম্ হাক্কলির একটি নূতন উপগ্রাস পড়িতেছিল আর মনে মনে হাসিতেছিল।

যোশী গিয়াছিল জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে ভাব করিতে আর

জাহাজখানা আরবসাগরের কোন্ জলরেখা বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে। চিদম্বরম্ অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আর ফাদার মাদারিয়াগা বোধ হয় শীকারের উদ্দেশে ঘুরিতেছিলেন এদিক ওদিক কোথাও।

খানিকক্ষণ পরে শ্রান্তিবোধ করায় মোহিত বইটা মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারপর কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল একবার মিস্ রজাস'-এর সঙ্গে খানিকটা গল্প করিয়া আসা যাইতে পারে। সকালবেলার আলোচনার পর তাহার মনের মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে এই তরলভাষিণী হাস্যবিলাসনিপুণা মেয়েটির প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা কমিয়া আসিতেছিল।

ফাষ্ট'ক্লাশ ডেকে আসিয়া দেখে মিস্ রজাস'-এর প্রিয় স্থানটিতে কেহ নাই—তাইটা চেয়ারই খালি। একটুখানি হতাশ হইয়া সে ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কি মনে করিয়া পাশেই স্মোকিং-রুমে সে ঢুকিল।

দেখলে এক কোণে একটি টেবিল অধিকার করিয়া মিস্ রজাস' একমনে কী লিখিতেছে।

লেখার সময় বিরক্ত করা উচিত নয় এই ভাবিয়া সে বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় আছান শুনিতে পাইল, মিঃ সেন....

বিস্ময়ের সহিত মোহিত অনুভব করিল যে মিস্ রজাস'-এর এই আছানে তাহার মনের মধ্যে পুলকের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। সে আস্তে আস্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিস্ রজাস' হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধুর খোঁজে এসেছিলেন বুঝি ?  
ফস্ করিয়া মিথ্যা কথাটা মোহিতের মুখ দিয়ে বাহির হইল না।—  
সে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, না, এই আপনারই খোঁজে এসেছিলুম....



মিস্ রজাস'-এর মুখ আগ্রহে দাঁপ্ত হইয়া উঠিল : বলিল, ঠাট্টা করছেন না ত ?

—না, সত্যি....

— তাহ'লে বসুন....

মোহিত পাশে একটা চেয়ার টানিয়া নিয়া বসিল। মিস্ রজাস' তাহার সম্মুখের কাগজপত্রগুলি গুছাইতে গুছাইতে সেদিকে মোহিতের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এগুলো আমার অবসরের ছেলেখেলা, মিঃ সেন। যখন কিছু করবার থাকে না আর শরীর আলস্যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে তখন এই কাগজগুলোর উপর আঁচড় কাটি। আমার বকুরা অবশ্য এর মস্ত একটা গালভরা নাম দেন, বলেন এ নাকি আমার ডায়েরী....

মোহিত মিস্ রজাস'-এর কথার ভঙ্গী আর ছন্দ বেশ উপভোগ করিতেছিল। মেয়েটির ব্রীড়ার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ব্রীড়াহীনতার মধ্যে এমন একটা লালায়িত স্বাচ্ছন্দ্য আছে যাহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

বলিল, ডায়েরী লেখা ত খুবই ভালো জিনিষ, মিস্ রজাস'....

তাচ্ছিল্যের সুরে মিস্ রজাস' বলিল, ছাই ভালো !....আমার ডায়েরী ত' আর আসল ডায়েরী নয়, এ হচ্ছে এলোমেলো কতকগুলো কথা বা ভাবের সমষ্টি....

মোহিত হাসিয়া বলিল, ঐখানেই ত ডায়েরীর যথার্থ মর্যাদা ! যদি কাঠখোটা কতকগুলো ঘটনার সমাবেশ হ'লেই ডায়েরী হ'ত তাহ'লে জগতের বড় বড় চিন্তাশীলদের ডায়েরী আজ বিশ্বতির অতলগর্ভে ডুবে যেত !

ডায়েরীর কথাটা উল্টাইয়া নিয়া মিস্ রজাস' প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মিঃ



সেন, আপনাকে যদি গুটিকয়েক প্রশ্ন করি আপনি রাগ করবেন না ত' ?

—না, রাগ করব কেন ?

—তাহ'লে প্রথম প্রশ্ন করছি এই, আপনি আমাদের দেশের উপর এমন বিরূপ কেন ?

—বিরূপ বললে ভুল হবে, তবে আপনাদের সভ্যতার অনেকগুলো অভিব্যক্তিই আমার কাছে ভয়ানকভাবে কৃত্রিম ঠেকে। তাই যখন দেখি সে সব কৃত্রিম জিনিষ নিয়ে লোকে গর্ব করছে তখন আমার প্রতিবাদের স্পৃহা জেগে ওঠে !

খুব শান্ত অথচ গভীরভাবে মিস্ রজাস' বলিল, এ আপনার বড় অগ্রায় !

—অগ্রায় কিসে ?

—আপনি আমাদের দেশের কীই বা দেখেছেন বা শুনেছেন ! যা' কিছু আপনার অভিজ্ঞতা তা' পুঁথিপড়া, হয়'ত বা একটা বিশিষ্ট মতবাদের পোষক এক শ্রেণীর পুঁথি থেকে !....আপনি আগে থেকেই এ রকম সংস্কারাঙ্ক মন নিয়ে একটা দেশে যাচ্ছেন, এ কি আপনার শিক্ষা বা জ্ঞানের সহায়তা করবে ?

মোহিত জবাব দিল, আমি সঙ্কীর্ণতা নিয়ে যাচ্ছি না, মিস্ রজাস'.... তবে আমার মধ্যে অন্ধভক্তির ছায়া নেই এই অপবাদ আপনি অবশ্য দিতে পারেন।

হাসিয়া মিস্ রজাস' বলিল, তা' যদি হ'য়ে থাকে তাহ'লে আমার ঝগড়া করবার কিছু নেই—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনার গলদ কোথায় আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।....আপনি যাকে অন্ধভক্তির অভাব বলছেন তাকে আমি বলব অতি সুলভ রকমের একটা গোড়ামি !....

আমায় মাপ করবেন, মিঃ সেন, কিন্তু বেভার্লি নিকল্‌স্ যদি তাঁর বই সম্বন্ধে বলেন যে তিনি যা' বলেছেন তা' শুধু 'অন্ধভক্তির ছায়া তাঁর উপর পড়ে নি' এই মনোভাবের পরিচায়ক, তাহ'লে আপনার রক্ত কি গরম হ'য়ে উঠবে না ?

মোহিত এবার বলিয়া উঠিল, আপনি কার সঙ্গে কি তুলনা করছেন, মিস্ রজাস' ? বেভার্লি নিকল্‌স্‌এর পঞ্চল আবর্জ্যনাময় গালিগালাজের কি তুলনা হয় কখনও ?

—মেনে নিলুম না হয় আপনার কথা । কিন্তু বাইরে থেকে আপনার এই অনভিজ্ঞ মন থেকে উৎসারিত কথা শুনে যদি সাধারণ লোক—আমাদের দেশের লোক—আপনাকে সঙ্কীর্ণমনা ভাবে তাহ'লে তাদের কি অগ্রাঘ হ'বে ?

অন্য সময় হইলে হয়ত মোহিত ইহার তীক্ষ্ণ একটা জবাব দিত, কিন্তু আজ তাহার মুখ দিয়া সেরকম কোন কথা ফুটিল না । সে চিন্তিতসুরে বলিল, এটা অবশি আমি ভেবে দেখি নি', মিস্ রজাস'....

হাসিয়া মিস্ রজাস' বলিল, আচ্ছা আমার প্রথম প্রশ্নটির সমাধান ত একরকম হ'ল । এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি করছি...আপনাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

মুহূর্তের জন্ত মোহিতের চোখ দুইটা জলিয়া উঠিল, তাহার পর শান্ত অথচ দৃঢ়সুরে বলিল, মাপ করবেন, ওটা হচ্ছে আমাদের গভীর অনুভূতির বস্তু, তা নিয়ে আমি আপনার সম্মুখে মতামত প্রকাশ করতে চাইনে' !

মলিন হাসি হাসিয়া মিস্ রজাস' বলিল, আমার গায়ের রং আর নাড়ীর রক্ত বোধ হয় আপনার স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দিচ্ছে !....কিন্তু আপনাকে বলছি, যতই অপ্রিয় কথা আপনি বলুন না কেন, আমি

একটুও অসন্তুষ্ট হ'ব না !.....একটি কথা ভুলে যাবেন না, আমি স্বাধীন দেশেরই মেয়ে, স্বাতন্ত্র্য এবং সাম্যের দাম আমার কাছে অজ্ঞাত নেই।

মোহিত আগেরই মত শান্তভাবে বলিল, আজ থাক, আর একদিন বন্দ।

ছইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।.....অস্তায়মান সূর্যের লাল রশ্মি শ্বোকিং-রুমের জানালা দিয়া শীলা রজাস'-এর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, আর তাহার মুখ চোখ এক অপূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। মোহিত একটুখানি মুগ্ধভাবে তাহার দিকে ক্ষণেকের জ্ঞ তাকাইল, তাহার পর যেন-ভয়ানক-একটা-অশ্রয়-করিয়াছে এমন একটা ভঙ্গীতে তাহার দৃষ্টি সরাইয়া নিল।

শীলা রজাস' স্তব্ধভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। সূর্যের লালিমা দেখিয়া বোধ হয় তাহার মনে ও আবার লাগিয়াছিল..... ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফোলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মোহিতও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল। শীলা একটুখানি হাসিয়া বলিল, আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলুম, আশা করি কিছু মনে করবেন না।

মোহিত একটুখানি মৃদুহাসি হাসিল।



\*

\*

\*

শালার ডায়েরী হইতে :

বুধবার, সকালবেলা । আজ আমার এত ভালো লাগছে যে কী বলব ! জাহাজটার প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন মধুতে স্নাত বলে মনে হচ্ছে ।.... সূর্য্যোদয় ত রোজই দেখি, রোজই সুন্দর লাগে, কিন্তু আজকের সৌন্দর্য্য যেন অণু সব দিনের সৌন্দর্য্য-গরিমা ছাপিয়ে উঠেছিল । মনটা হ'য়ে উঠেছে খুঁতখুঁতে ছেলের মত, কিছুতেই শান্ত হ'তে চাচ্ছে না...অথচ একটুখানি চাঞ্চল্যের পরই কী জানি কেন ফেনিয়ে ওঠা মদের মত শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে পড়ছে ।

কাল ডিনারের পর নাচ হ'ল । নাচটা চিরকালই আমার ভালো লাগে....সূরের মূর্ছনা আর সমুদ্রের বাতাস এই দুই মিশে কাল ভারী রোম্যান্টিক্ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল । আমি সুন্দর নীলরঙের একটা গাউন পরেছিলুম, আর আমার গলায় ছিল নীল পাথরের ছোট্ট একটি টুকরো ।....কর্ণেল গ্রীণ ত সারাটা সময় আমাকে কম্প্লিমেন্ট দিতেই ব্যস্ত ছিলেন ! বুড়োকে আমার বড্ড ভালো লাগে, ভয়ানক আমুদে ও রসিক লোক কিন্তু ! আর কী ভীষণ হুইফি আর সোডা খেতে পারে ! আমি ওকে বলছিলাম, এবার কিন্তু তুমি আর টাল সাম্লাতে পারবে না, শেষে তোমার বাহতে বন্ধ হ'য়ে আমিও কি সমুদ্রের জলে পড়ে যাব ?....কর্ণেল তাতে একটুখানি হেসে বলেছিলেন, এ ওস্তাদ বহুদিন এর মধু খেয়ে খেয়ে নীলকণ্ঠ হ'য়ে গেছে, এ ভাঙবে তবু মচকাবে না !

নাচের মাঝখানে হঠাৎ একবার সেনের কথা মনে হয়েছিল। ভাবছিলাম, ও যদি আমায় এমনি ভাবে নাচতে দেখে তাহ'লে কী ভাবে?....ওর যা' মন তাতে হয়ত কুৎসিত একটা কিছু ভেবে বসবে, আর আমার সাথে জীবনেও কথা কইবে না! অবশি ওকে দোষও দেওয়া যায় না...নাচের মধ্যে না হোক, নাচের পর অনেক সময় যা' সব কাণ্ড হয় তাতে অনেকেই শক পেতে পারে!....প্যাটিশিয়ার যৌবন বোধ হয় প্রোড্‌য়ের কোঠায় এসে ঠেকেছে, তবু সে কী ঢলাঢলিটা না করলে! সবাই একটুখানি হাসলে তাদের উপরের ডেকে চলে যেতে দেখে। কর্নেল গ্রীণ আমার কানে অক্ষুটস্বরে বললেন, ওদের সী-সিকনেস্ হয়েছে..

কাল রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম হয়নি', বোধ হয় নাচের উত্তেজনার ফলে! বারোটোর সময় নাচ শেষ হবার পর অনেকক্ষণ আমি ডেকে দাঁড়িয়েছিলাম, কর্নেল গ্রীণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ইণ্ডিয়া কেমন লাগল।....আমি কী জবাব দেব বুঝতে পারছিলাম না। যেভাবে দেশটা দেখেছি তা' না দেখারই সমান। গেলুম একটা নতুন দেশ দেখতে, কিন্তু সব সময় রইলুম আমার রং এবং রক্তের আভিজাত্য নিয়ে দেশের লোকদের এড়িয়ে। মিস্ হিলকে কত ক'রে বললুম, চলো, এসব বড় বড় হোটেল ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটা সহরে দিশী কোন একটা ধর্মশালা জাতীয় জায়গায় গিয়ে থাকি।... শুনে মিস্ হিলের মূর্চ্ছা হয় আর কি! তাঁর ক্ষীণ বপু, ঝজু দেহ আর চশমার ভিতর দিয়ে জুল্জুল্ চাউনি নিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে ভূতে পেয়েছে নাকি?

সত্যি, এত বড়ো একটা দেশ, এর মধ্যে যে কোন মর্মভেদী বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমরা বাইরের পথিকেরা কতটুকুই বা বুঝতে পারি?

....আসি, বড় বড় হোটেলে থাকি, তাজমহল, উদয়পুর, দার্জিলিং আর কলকাতা দেখি, তারপর দেশে ফিরে একটা ইম্প্রেশন্স-এর বই লিখে বসি....রহস্যময় ভারতবর্ষ, ঐশ্বর্যশালী প্রাচ্যদেশ ! কিন্তু এই রহস্য, এই বৈভবের পেছনে যে কতো বড়ো যন্ত্রণা লুকানো আছে সেটা আমাদের চোখে আসে না, এলেও তার কুশ্রীতা আমাদের মনের ভারসাম্যকে এতখানি চঞ্চল ক'রে দেয় যে তা' থেকে কোন রকমে দূরে স'রে দাঁড়াতে পারলে বাঁচি !

কর্ণেল গ্রীণ যখন সাড়ে বারোটোর সময় আন্দাজ বিদায় নিয়ে তাঁর ক্যাবিনে শুতে চলে গেলেন তখনও আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রইলুম । কালো নিষ্ঠুর জল ভেদ ক'রে আমাদের জাহাজ চলছিল, আর ট্রপিক্যাল আকাশে তারার শোভা যেন শা'জাহানের হারেমের রূপসীদের হীরক-খচিত শাড়ীর আঁচলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল । আমি শুধু ভারতবর্ষের কথা ভাবছিলাম ; যতদিন সেখানে ছিলুম আমার মনের গোপন অন্তঃপুর মথিত ক'রে শুধু একটা অস্বস্তির ভাব জেগে উঠেছিল, কিন্তু তার বেশা কোন আলোড়ন হয়নি' ।....এখানে এসে সেনের সাথে দু' চারটি কথাবার্তা হওয়াতে যেন একটা বিপ্লবের নৃত্য শুরু হয়েছে ! তার শান্ত দৃঢ়তা আর আবেগময়ী দৃষ্টিতে দেশের সব অর্ধক্ষুণ্ট বেদনা যেন সবাকু ভাষা হ'য়ে ফুটে উঠেছে ।

আজ সকালবেলা যখন সেনদের ডেকে গিয়েছিলুম তখন কেউই ছিল না সেখানে । কাল একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল কিনা, তাই ডেকের উপর শোবার সাহস কেউ করেনি' এবং ভোরের আলো ফুটে ওঠা সত্ত্বেও কম্বলের স্পর্শ ছেড়ে কেউ বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় নি' ।

আমি প্রতীক্ষমানা মূর্তিতে ডেকের উপর একটা চেয়ার নিয়ে

রেলিংএর সাথে গালটি ঘেসে বসেছিলুম আর লাল আলো আগমনের ঔৎসুক্যে আমার সব ইন্দ্রিয় কয়টাকে সচেতন রাখবার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় শ্লিপারের মৃদুশব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালুম। দেখলুম, পাতলা এক কিমোনো পরে সেন এসেছে। চোখে তার তখনও ঘুমঘোর, ঠোঁট দুটো আলস্তে ভরা, চুলগুলো ছুঁ ছেলের মত বেপরোয়া।

বেশ কনকনে ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু সূর্য্য উঠবার আগে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার গীত করছে না? এরকম পাতলা একটা কিমোনো পরে আছেন!

সে আমাকে প্রথমে দেখতে পায়নি', আমার কথা শুনে চম্কে উঠে বললে, ওঃ, আপনি বসে আছেন.....না, ঠাণ্ডা আর এমন কি!

বেশ হাসি মুখেই সে কথাকয়টি বললে, কিন্তু তার পরই পলকের মধ্যে তার মুখ ভয়ানক ভাবে গম্ভীর হ'য়ে গেল, সে বললে, আমি ত সবু দিব্যি এখানে কিমোনো গায়ে দিয়ে ঘুরছি, কিন্তু আমার দেশের লোকেরা একটি ছেঁড়া কাঁধার অভাবে ঠক্কু ক'রে কাঁপছে!

মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সেনের কথার সুরে মনে হ'ল যেন আমাকে খোঁচা দেবার জেতাই ও এমনি ক'রে বললে। আমি ফুঁক হ'য়ে বললুম, আমার সাধারণ একটা কথার উত্তরে এরকম জবাব দেবার উদ্দেশ্য কি আমার রক্ত আর রংএর কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া, মিঃ সেন?

সেন এর উত্তরে বললে, সেটা সত্যি হ'ত, যদি একথাটি শুনতেন কাল বিকেলের আগে, মিস্ রজাস'। এখন যে এটা বললুম তা বিবাদ বা অভিযোগের অভিপ্রায়ে নয়, আপনি আপনার সমবেদনা দিয়ে বুঝতে পারবেন এই বিশ্বাসে....

মুহূর্তের জগৎ অবগুণ্ঠন অপমৃত হ'য়ে গেল! বিহ্যুতের আলোকে আমি যে ছবিটি দেখতে পেলুম তার জগ্রে নিয়তিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাই আমার মন আজ সকালবেলায় এত খুসীতে ভরে আছে!

বুধবার, চায়ের আগে। মিস্ হিল কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না? কাল থেকেই লক্ষ্য করছিলুম তাঁর মুখখানা যেন শ্রাবণ-মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন। আজ লাঞ্চের পর আমি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে যাব এমন সময় আমায় ডেকে গুরুগস্তীরস্বরে প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

আমি জবাব দিলুম, এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

ক্রকুটিকুটিল চক্ষে প্রশ্ন করলেন, সেই ভারতীয় ছোকরা দুটো বুঝি?

তাঁর কথার ভঙ্গীতেই আমার মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল। আমি সোজা জবাব দিলুম, যদি তাই হ'য়ে থাকে তাহ'লে ক্ষতি আছে কি?

হঠাৎ পায়ের সামনে সাপ দেখলে মানুষের মুখের চেহারা কেমন হয় কেউ দেখেছ কি? মিস্ হিলের মুখের বর্ণবৈচিত্র্যও ঠিক তেমনি হ'ল। আমার মত শান্ত সুবোধ মেয়ের কাছ থেকে বোধ হয় এরকম জবাব তিনি স্বপ্নেও আশা করেন নি'....তিনি স্তব্ধ হ'য়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন....তাঁর সে সময়কার দৃষ্টি আমি কখনও ভুলতে পারব না!

পরে একটু ক্রুর হাসি হেসে বললেন, সাগরজলের হাওয়া লেগেছে কি না, তাই একটুখানি স্বেচ্ছাচারের স্পৃহা জেগে উঠেছে, না?....তা' মন্দ নয়, যদি সীমানা ছাড়িয়ে না যায়!



মিস্ হিলের এই বক্র ইঙ্গিতে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললুম। তীব্রকণ্ঠে বললুম, নিজের স্বৈরিতার মাপকাঠিতে অপর লোকের ব্যবহারকে বিচার করতে যাওয়াটা তোমার মত ইতর মেয়েরই পরিচায়ক!

রাগে আমার মাথার শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছিল। মিস্ হিলের সামনে আর দাঁড়াতে পারছিলাম না, কেবলই ভয় হচ্ছিল হয়ত অসম্ভব একটা চীৎকার ক'রে একটা সীন্ ক'রে বম্ব!

মনটা বড্ড অবসন্ন হ'য়ে গেছে। মিস্ হিল যে বাবার কতখানি বিশ্বাসের পাত্রী তা' আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। লগুনে পৌছবার সাথে সাথেই ত সব ঘটনা বাবার কাছে রিপোর্ট হ'য়ে যাবে, আর তাঁর স্বভাব ত আমি জানি! গাটি ব্রিটিশার ছাড়া আর কারো ছায়া মাড়ালেও যার আভিজাত্যের গর্ভ ক্ষুণ্ণ হয় তিনি আমার এই যোশা আর সেনের সঙ্গে বন্ধুত্বকে কখনই সদৃশক্ষে দেখতে পাবেন না!

দূর হোক্গে ছাই। কী সব আজ্গুবি ব্যাপার ভাবছি!....লগুনে পৌছে কী হ'বে তা' নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? যা ভালো এবং সম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে তা' ক'রে যাই, পরের ভাবনা পরে হ'বে!.... অনুতাপ করাটা আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কাজেই মিস্ হিলের সাথে আজকের এই বচসা বা সেনের প্রতি আমার একটুখানি আকর্ষণ এর কোনটার জন্যেই অনুশোচনা আমার কোনদিন হ'বে না! বার্গার্ড শ' না কে যেন বলেছিলেন, অনুতাপ করে মূর্খেরা, যাদের মনের দৃঢ়তা নেই, সত্যে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের অভাব যাদের অগুপরিমাণে।

বুধবার ডিনারের পর। সবাই সিনেমা দেখতে চলে গেছে, আর আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখছি। মিস্ হিলের শ্রোনদৃষ্টির বিভীষিকা

থেকে কয়েকটি ঘণ্টার জন্ত যে বেঁচেছি এই আমার আনন্দ ! এমন নীরস, কল্পনাবোধহীন মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি'....আমার এ ডায়েরী লেখাকে মিস্ হিল ছ'চক্ষে দেখতে পারেন না, বোঝেন না যে এ আমার মনের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, এর মধ্যে যুক্তি বা বুদ্ধি নেই। রক্ত যখন যুক্তির নিগড ছাড়িয়ে উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে এবং তার উপর সাগরের দোলা এসে লাগে তখনই আমি আমার এলোমেলো কাগজের টুকরোগুলো নিয়ে বসি।

সাগরদোলার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা উচ্ছ্বল বঁশীর সুর আছে। নইলে সেনের মত লোকও আস্তে আস্তে আমার পাশে সোফাটির উপর এসে বসলে ! সন্ধ্যার ঠিক আগে ফাষ্টক্লাশ ডেকে একবার দু'মারাটা যেন ওর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হ'য়ে গেছে।....আজও সে স্মোকিংকমে ঢুকেছিল, চলে যাবার ছলও করেছিল, কাজেই আমাকে ডাকতে হ'ল। সে ফিরে এল, এসে খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলে ; তারপর ছোট্ট একটি কম্প্লিমেন্ট দিলে, আপনাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে !...তার পর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে আমার ডান পাশে সোফার উপর বসে পড়লে।

আমি একটু খুসী যে হলাম তা' বলাই বাহুল্য। এতদিন যেন ওর ধরা-ছোঁয়া পাচ্ছিলুম না, ওর মনের আলো-আধারের ইসারায় আমার বুদ্ধি ধাঁধার মধ্যে ঘুরছিল ; আজ সন্ধ্যায় ইসারাটা যেন অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে উঠল।

এরপর ঘণ্টাখানেক যা' হ'ল তাকে সোজা ভাষায় বলব—tete-à-tete. মপাসাঁ যখন এর মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা করেছিলেন তখন আমি হেসেছিলুম মনে মনে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনের পাশাপাশি বসে আমি ওর প্রাণের প্রত্যেকটি স্পন্দন যেন অনুভব

করছিলুম, ওর কথার মূর্ছনায় আমার মন নেচে উঠছিল তালে তালে।

সে কথা বলে কম, একটু লাজুক স্বভাব কি না! কিন্তু ছ' একটু টুকরো যা' বলে তাতেই মনের বাঁধন খসে যায়। মাঝে মাঝে তার চোখে অস্বাভাবিক এক দীপ্তি ফুটে ওঠে। দেশকে ও যে কী প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তা' ওর সাথে খানিকক্ষণ নিবিড়ভাবে আলোচনা না করলে বোঝা অসম্ভব; ও হচ্ছে অথই জলের মাছ, ভাসাভাসা স্তুতি বা উচ্ছ্বাস 'ওর মনের গভীরতার কাছে সাগরজলের বুদ্ধদের মত।

মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। সে বোধ হয় আমার সান্নিধ্যের ফলে। কিন্তু সে কখনই আমায় ভুলতে দেয়না যে আমি হচ্ছি তার শাসকদেরই জাতের মেয়ে....তাই নিবিড়তা আস্বার পথে বাধা ফুটে ওঠে, ব্যবধানের পাঁচীল এসে সহজতার মাঝেও একটা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে।

আমি সেনকে তার আগের দিনকার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলুম। সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। আমি বললুম, আপনি আপনার দেশের কথা আমাকে বলবেন কাল প্রতিশ্রুতি করেছেন, আজ বলতেই হবে....

সে কথাটি এড়িয়ে জবাব দিলে, আপনি ত' নিজেই দেখে এসেছেন, আমায় আবার প্রশ্ন করছেন কেন?

আমি বললুম, আমি কিছুই দেখিনি' আপনার দেশের। আমি দেখেছি শুধু গুটিকয়েক প্রাসাদ আর স্তূপ....আপনাদের জীবন্ত দেশ একেবারে এড়িয়ে এসেছি!

মলিন হাসি হেসে মোহিত বললে, আমাদের দেশ জীবন্ত নয়, ও হচ্ছে মৃত্যুপথের যাত্রী....

আমি নাছোড়বান্দা হ'য়ে আবার বললুম, তারই কয়েকটা কথা আমায় বলুন না !

বোধ হয় আমার কণ্ঠের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহের সুর ফুটে উঠেছিল, সে আর কোন বিধা করলে না। অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথায় আমার চোখের সামনে এমন একটি ছবি এঁকে তুললে যে আমি ওর ক্ষমতাকে মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারলুম না।... কথা যখন শেষ হল তখন দেখলুম সে যেন কেমন শান্ত হয়ে পড়েছে !

আমি প্রশ্ন করলুম, ক্লান্তি লাগছে ? আপনাকে কষ্ট দিলুম ?

বললে, না... একটুখানি বিষয় বোধ করছি মাত্র—আপনার কাছে এসবকথা এমন আগ্রহভরে বলব এ আমি কখনও ভাবিনি' কিন্তু !

আমি ভয়ানক ভাবে পুলকিত হ'য়ে উঠলুম, জয়ের গৌরবে আমার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

\* \* \* \* \*

মিস্ হিল সিনেমা দেখে ফিরে এসেছেন, মুখখানি খুব হাসিহাসি ! কর্ণেল গ্রীণ বোধ হয় ওঁর গাউনটার প্রশংসা করেছেন আজ !... কর্ণেল গ্রীণ খুব লোকভুলানো পুরুষ বটে !

আমি মিস্ গ্রীণকে প্রশ্ন করলুম, কেমন ছবি দেখলে ?

—বেশ হয়েছিল, তুমি গেলে না, কর্ণেল এবং আরো অনেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

—আরও অনেকের মধ্যে কারা আছেন ?

—জিমি, ব্ল্যাকি এরা সবাই !

জিমিকে আমি বেশ ভালো রকমই জানি। আমার দুর্ভাগ্য হয়েছিল দিল্লীতে ওর ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম, তারপর থেকে সেই যে

আমার পেছনে লেগেছে আমার একদণ্ডও শাস্তি নেই। আমারই জন্তে নাকি সে ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে!...কিন্তু কাল ওকে আমি বেশ শক্তরকম দাবড়ানি দিয়েছি, তার ফলে আজ সারাদিন আমায় বিরক্ত করতে আসেনি'।

মিস্ হিল আমার মৌনতায় খুব প্রসন্ন হলেন না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, ওরা তোমার কথা নিয়ে যেন একটু হাসিহাসি করছিল বলে মনে হল...আর ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না!

আমি বুঝতে পারলুম মিস্ হিল কোন্ বিষয়ে ইঙ্গিত করছেন।

তার সাথে এসব নিয়ে তর্ক করাটাও আমার কাছে অপমানজনক বলে মনে হচ্ছিল, আমি কিছু জবাব দিলুম না।

মিস্ হিল আপন মনে অস্ফুটস্বরে গজ্গজ্ করতে লাগলেন, কিন্তু দেখলেন আমার গাঙ্গীর্ষ্য অটল এবং ছুর্ভেঁজ। শোবার পোষাক পরে আমাকে প্রশ্ন করলেন, রাত হ'ল, শোবে না?

আমি বুঝলুম, আলোটাতেই মিস্ হিলের আপত্তি। আমি বেড্‌সুইচের আলোতে লিখছিলাম, কিন্তু ঝাল মেটাতে হ'লে একটা বস্তু চাইত! মিস্ হিলের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল আমার শিয়রের কাছের বাতিটার উপর।

সারাদিন ডায়েরী লিখে লিখে আমার চোখও জড়িয়ে আসছে, আমি আর কিছু না ব'লে বাতিটা নিবিয়ে দিচ্ছি।

বিষুৎবার, সন্ধ্যার পর। আজ সারাটি দিন ডায়েরী লিখবার অবসর পাইনি'। সকালবেলায় যখন শুনলুম যে আমরা আজ বিকেলে এডেন্ পৌছব তখনই মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। এতদিন শুধু জলের

রাশি দেখে আর সাগরের দোলা খেয়ে মনটা ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছিল। তাই মাটির স্নেহস্পর্শ পাবার আশায় খেয়ালী আমি আনন্দোন্মুখ হ'য়ে উঠলুম।

সারাটা সকাল ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি। খানিকক্ষণ কর্ণেল গ্রীণ-এর সাথে গল্প করলুম। কর্ণেল গ্রীণ বেশ একটুখানি চোখের ভঙ্গী ক'রে আমাকে প্রশ্ন করলেন, নতুন বন্ধুদের কেমন লাগছে ?

আমি ঠাঁর ইঙ্গিত বুঝলুম। কর্ণেলের কথার ভঙ্গীটির মধ্যে কিন্তু কোনই বিষ নেই, তাই হাসিমুখে বললুম, মন্দ লাগছে না, কর্ণেল, তবে 'জানইত', পুরাণো জিনিষ হচ্ছে, সব চেয়ে সেরা, তার সাথে কিছুই তুলনা হয় না।

কর্ণেল হেসে বললেন, কথাটা কিন্তু মাত্র আংশিকভাবে সত্যি! এই ধর না, যদি আমার ছেলেবেলাকার একটি মিসেস্ গ্রীণ এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহ'লে কি আর আজ তাঁর সাথে প্রেম করতে পারতুম?....তরুণী যুবতী শালা রজাস' যতখানি মিষ্টি, প্রোটা বর্ষীয়সী মিসেস্ গ্রীণ কি তেমন মিষ্টি হতে পারতেন?

এখানে বলে রাখি, কর্ণেল গ্রীণ হচ্ছেন কুমার। তাই তাঁর মুখে রসের ফোয়ারার কখনও কন্মতি নেই। আমি কর্ণেলের কথায় একটুখানি তর্জ্জন ক'রে বললুম, তুমি তরুণী যুবতীদের মধুই দেখছ, কর্ণেল, মধুর পেছনে যে ছল আছে সেটা ভুলে যেয়োনা যেন!

কর্ণেল বললেন, কিন্তু মধুভরা ছল ত? মধুর খাতিরে সে ছলটুকু সহ করা যায়।

আমি দেখলুম কর্ণেলের সাথে কথায় পার্বার যো নেই। তাঁর আগেকার প্রশ্নের সোজা উত্তর দেই নি' সেটা মনে হ'ল। বললুম, কর্ণেল, তোমরা ভারতীয় ছেলেদের সাথে আমাদের মিশ'তে দেখলে এমন আঁকে ওঠ কেন, বল ত?

কর্ণেল আমার প্রশ্নে খুবই প্রীত হ'লেন বলে বোধ হল। বললেন, যারা বুদ্ধিমান্ তারা কখনই তাঁকে উঠবে না.... কারণ এদেশের শিক্ষিত ছেলেরা যথার্থ ভদ্রতায় আমাদের শিক্ষিত ছেলেদেরও ছাড়িয়ে যায়। তবে কি জানো, আমাদের একটা কম্প্লেক্স আছে, সেটা হচ্ছে রংএর, রক্তের, মিথ্যা আভিজাত্যের। পাছে তার কোন হানি হয় এই ভয়ে আমরা সর্বদাই সজাগ থাকি যেন! বুদ্ধি, এরকম কম্প্লেক্স অন্তায়, অন্ধ...কিন্তু সংস্কারের স্বভাবই এই, বুদ্ধি দিয়ে মানুষ তার বিচার করে না, তার বিচার করে নিজের কতকগুলো প্রবৃত্তি দিয়ে!

—কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত তারাও যদি এমন করি তাহ'লে আমাদের শিক্ষার দাম কতটুকু?

হেসে কর্ণেল বললেন, সেইজন্মই ত আমি বলি, আমরা ব্রিটিশাররা সব চেয়ে বেশি অন্ধ-শিক্ষিত জাত!

কর্ণেল ভয়ানক চালাক কিন্তু! কোন একটা সমস্যা উঠলেই ভারী চমৎকারভাবে সেটা এড়িয়ে যান। অথচ এমন ভাবে সেটা করেন যে কেউ তাতে রাগ করবার অবকাশও পায়না, তাঁর আমুদে কথায় প্রীত হয় বেশী।

কর্ণেল গ্রীণের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গেলুম সেকেণ্ডক্লাশ ডেকে। যোশা আর অন্ট একটি ছেলে দাঁড়িয়ে কী যেন গল্প করছিল। আমাকে দেখে যোশা একটু হাসলে, কিন্তু তখ'নই সরে এল না। বুঝলুম অভিমান হয়েছে।

চোখের ইঙ্গিতে ডাকলুম, আমার ভাষা যোশা বুঝলে। ছেলেটির কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এল।

প্রশ্ন করলে, মিস্ রজাস'-এর লুকুম?

যোশার কথা বলবার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার—ওর মধ্যে প্রাচ্যের



লজ্জা বা আড়ষ্টতা নেই, অথচ মাধুর্য্য আছে বেশ।...লগুনে ও আমার সাথে ভাব জমাবার জগ্রে কি কম চেষ্টা করেছিল! মুশ্কিল হচ্ছে এই যে এরকম ভাব জমানো আমার ধাতে নয় না। আমি চাই সবারই বন্ধু হ'তে—যারা আমার সংসর্গ এবং সাহচর্য্য কামনা করে তাদের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করাটা আমার ভয়ানক খারাপ লাগে।

আমি যোণীর কথার জবাব দিলুম, বহুদিন তোমার দেখাশুনো নেই, ভাবলুম এডেন পৌছবার মুখে সী-সিক্‌নেস্ হ'ল নাকি?

যোণী বললে, যদি হ'ত তাহ'লেও কি আর মিস রজাস' দয়া করে এই রোগীকে দেখতে আসতেন?

আমি ওর বাহুতে একটা ঠোনা মেরে বললুম, তুমি ভয়ানক আছরে হ'য়ে উঠ'ছ, যোণী। তুমি ভুলেই যাচ্ছ যে আদর পাবার যোগ্য তুমি মোটেই নও!...উচ্ছৃঙ্খলতার শিখা যাদের রক্তের শিরায় শিরায় তারা আদর চাইবে কেন?

আমি জানতুম ঔখানেই যোণীর দুর্বলতা। ওকে যদি কেউ উচ্ছৃঙ্খল বলে তাহ'লে সে ভয়ানক মুষ্‌ড়ে পড়ে। অথচ মনে প্রাণে আমি জানি যাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে ও তা' নয়, ও হচ্ছে খেয়ালের একটু চরম সুরে গাথা।

যোণী মুখখানা একটু ভার কবলে। আমি প্রশ্ন করলুম, তোমার সুবোধ বন্ধুটি কোথায়?

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যোণীর মধ্যে শেষ রিপোর্টার বিষ খুবই কম। ও আমাকে খানিকটা ভালোবাসে তা' আমি জানি, কিন্তু এটা ও জানে যে আমি ওর বন্ধুকে পছন্দ কবতে আরম্ভ করেছি। তার জগ্রে একটুও ঈর্ষ্যান্বিত সে হয়নি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, কুকের গাইড্ দেখ'ছে—এডেন সম্বন্ধে।



প্রশ্ন করলুম, কোথায় ?

—উপরে, স্পোর্ট্‌শ্ ডেকে ।

বললুম, এসো না, সেনকে দেখে আসি....

যোশী ভারী সুন্দর একটি হাসি হাসলে, তারপর বললে, আমার এই বন্ধুটির সাথে গল্প করছিলাম, তা' শেষ হয়নি' ত এখনও !

কী সহজ ও সরলভাবে যোশী নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে । আমি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলুম না !

স্পোর্ট্‌শ্ ডেকে সেন গভীর অভিনিবেশের সহিত কুকের বই পড়ছিল—আর ঘণ্টা কয়েক পরেই জাহাজ ডাঙায় ভিড়বে কি না ! কিন্তু ওর মুখের ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে মনের সঙ্গে বইএর আলাপ পুরোপুরি ঘনিয়ে উঠছে না !

আমি যে এগিয়ে আসছি সেটা ওর চোখ এড়ায়নি', যেন আমারই অপেক্ষায় বসেছিল । পবিচিত হাসি হেসে সে আমাকে অভিনন্দন জানালে ।

আদবকায়দা যে এখনও শেখেনি' তার পরিচয় পেলুম এইতে যে আমাকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালে না ।....আমার কিন্তু সেনের এই সহজ স্বাভাবিক অভদ্রতাটুকুই ভালো লাগে ।

আমি কাছে গিয়ে রেলিংটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম । বললুম, এডেন দেখতে যাবেন ত ?

—হ্যাঁ, সেইজগুই ত আগেই একটুখানি খবর সংগ্রহ ক'রে রাখছি ।....আপনাদের বাহাধুরি আছে যা'হোক—পথের আনাচে-কানাচে আপনারা ঘাঁটি বেঁধে রেখেছেন, আপনাদের নিশানের কাছে একবার মাথা না মুইয়ে যাবার যো কি আর আছে ?

কথার মধ্যে একটুখানি শ্বেষের স্বর বোধ হয় ছিল, কিন্তু এতদিনে সেটা আমার গা' সওয়া হ'য়ে গেছে, কাজেই আমি রাগ করলুম না। আমার মনের ক্ষোভ বা বিরক্তি যা' কিছু ছিল তা' আগেই স্থির হ'য়ে জমে গিয়েছে কি না। বললুম, আপনার জন্তু দুঃখ হচ্ছে...কিন্তু কাজের কথা বলছি, আমি যদি আপনার সহযাত্রী হই তাহ'লে কি আপনার আপত্তি হবে ?

পলকের জন্তু সেনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, সে কী বলবে যেন ভেবে পেল না। আমার সহযাত্রী হবার প্রস্তাবটা শুনে সে কী ভাবলে সেই জানে। মনে হ'ল আমার উপর ওর শ্রদ্ধা অনেকখানি কমে গেল। আশু আশু সে বললে, যোশী যাচ্ছে ত ?

আমি বললুম, জানিনে—যেতেও বা পারেন! আর যোশী না গেলে কি আপনার সাপে আমার যাওয়ায় কোন বাধা হ'তে পারে ?

আমি খুব তীক্ষ্ণভাবে সেনের মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম....যেন একটা নতুন গ্রহের মধ্যে এসে পড়েছে সে, সেখানকার আলোছায়ার লুকোচুরি যেন পৃথিবীর নিয়মে চলে না, বাতাসের গুরুত্ব যেন সেখানে কম, মাটির আকর্ষণ যেন নতুন ছাঁদে বাঁধা !

অবশেষে বললে, বাধা হ'তে যাবে কেন ?

আমার মনটা শঙ্কায় ঝাপসা হ'য়ে উঠছিল, সেনের একটি কথায় আলোর প্রবাহ এসে সব আবিলতা ধুইয়ে দিলে।

\*

\*

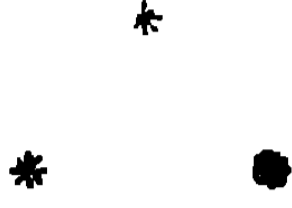
\*

\*

জাহাজ যখন এডেনে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'তে আরম্ভ করেছে। ....এডেনে সেনের সাথী ছিনুম শুধু আমিই। এই সন্ধ্যাটির কথা আমি

ডায়েরীতে লিখব না, কারণ এ ডায়েরী হচ্ছে সাগরের দোলার ছোট্ট একটি ঢেউ, এর তুলনায় এই সন্ধ্যাটি হচ্ছে অনেক বড় অমর্ত্য জগতের একটা অব্যক্ত ধ্বনি।





মোহিত একদৃষ্টিতে লোহিত সাগরের ঘোলাটে জলের দিকে তাকাইয়াছিল।.....এডেনের নিকট বিদায় নিয়া আবার তাহারা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে.....অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখীর মত তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল সন্মুখের দিনগুলির দিকে। এডেনের স্মৃতি তাহার মনে যতই জাগিতেছিল ততই তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত সে চেষ্টা করিতেছিল।.....যেন স্বপ্নোখিত সে, স্বপ্নের স্পর্শটুকুর মাধুর্য অপেক্ষা তাহার অস্বাভাবিক অতান্দ্রিয়তায়ই যেন সে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

এডেনের গুফ কঠোর পাহাড়ের মধ্যে কী মাদকতা ছিল মোহিত জানেনা, তবে যে কাণ্ড ঘটয়া গেল তাতে সে বিশ্বয়ের চেয়ে ব্যথা অনুভব করিতেছিল বেশ। ব্যথা হইতেছিল এই ভাবিয়া যে সে নিজেকে বিসর্জন দিয়া ফেলিয়াছে একটি বিদেশিনী মেয়ের হৃদাস্ত উচ্ছ্বাসের সন্মুখে।

শালা আর মোহিত আঁকিয়া বাঁকিয়া এডেনের মরুপাহাড় ধরিয়া উঠিতেছিল। শালা ছিল আগে, আর পিছনে ছিল মোহিত। শালা বর্ষার সছোজাত ঝরণার মত উচ্ছ্বসিত ভাবে আপন মনে বকিয়া চলিয়াছিল, আর পিছনে পিছনে মোহিত শুধু দুই একটি “হঁ—হঁ” বালিয়া কথোপকথনটাকে বাচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল।

অনেকখানি উঁচুতে উঠিয়া তাহারা একবার সমুদ্রের দিকে তাকাইল। দেখিল, তাহাদের জাহাজের বাতিগুলো জ্বলিতেছে.....যেন বহুদূরে কোন

গ্রহের অপরিচিত অধিবাসীরা সঙ্কেতের নিশান উচাইয়া রাখিয়াছে—  
পৃথিবীর পণিকের পদধূলির প্রতীক্ষায়।

শীলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, কী সুন্দর।

মোহিত প্রথমে কোন কথা বলিল না।.....দেশ ছাড়িয়াছে সে মাত্র  
পাঁচ দিন, ইহারই মধ্যে যে সে একটি বিদেশিনী মেয়ের সঙ্গে এইভাবে  
ঘুরিয়া বেড়াইবে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর!.....অতর্কিতে তাহার মুখ  
হইতে বাহির হইয়া আসিল, তোমার নামের চেয়েও সুন্দর কি?

শীলা মোহিতের নিকট হইতে এমন জবাব মোটেই প্রত্যাশা করে  
নাই। ক্ষণেকের জন্ত তাহার মধ্যে একটা ইচ্ছা অশান্ত হইয়া উঠিল,  
সে বলিল, তাহ'লে সুন্দরকে উপেক্ষা কর কেন? আমার নাম ধরে  
ডাকলেই ত পার।

দিনের পর দিন নীরবে চলিয়া যায়, কিন্তু মনের রুদ্ধ ভাষা যখন  
ছুয়ারে আসিয়া আঘাত করে তখন তাহার আকস্মিকতায় নিজেই বিস্মিত  
হইয়া যাইতে হয়।.....মোহিত গভীর ভাবে বলিল, তাই ডাকুব, শীলা.....

পুলকে শীলার মন নাচিয়া উঠিল। সে বলিল, তোমার নামটিও  
আমায় বলতে হবে সেন।.....একতরফা স্বাধীনতায় আমি কিন্তু কিছুতেই  
রাজী নই।

নামটি জ্ঞানিয়া নিয়া শীলা যখন পাহাড় হইতে নামিল তখন সমস্ত  
পৃথিবীকে ডাকিয়া তাহার খবর দিতে ইচ্ছা হইতেছিল, ওগো, তোমরা  
সবাই শোন, আমি মোহিতের মনের একটু স্পর্শ পেয়েছি.....তার স্থির  
অটল গান্তার্যের মধ্যেও দোলার চাঞ্চল্য এনেছি.....

মোহিত এই ঘটনাটির কথাই ভাবিতেছিল, এবং ইহার পর শীলার  
সম্মুখীন কি করিয়া হইবে এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিতেছিল!.....গভীর  
একটা অবসাদ, নিবিড় একটা নৈরাশ্রে তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল।

যোশী আসিয়া প্রশ্ন করিল, কাল এডেন কেমন দেখলে ?

যেন অপরাধ করিয়াছে এমন ভাবে মোহিত নতমুখে জবাব দিলে,  
মন্দ নয়।

যোশী হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তা' অমন গস্তীর যে? শীলা রজাস'এর  
সাহচর্য্য কি ভালো লাগল না ?

মোহিত প্রথমে কোন জবাব দিল না। তাহার মনে হইতেছিল  
যোশী সব কথাই জানে....হয়ত বা শীলা রজাস'ই কৌতুকপূর্ণ স্বরে  
যোশীকে মোহিতের পরাভবের কথা বলিয়াছে! একটু তীব্রকণ্ঠে সে  
বলিল, তোমার নিজের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কী বলে ?

তাহার কথার তীব্রতায় যোশী অবাক হইয়া বলিল, হঠাৎ এমন  
ধারা চট্ছ কেন?....আমার অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে ত তোমার  
আনন্দ বা বিষাদের বিচার হ'বে না।

একটুখানি নরম হইয়া মোহিত জবাব দিল, কাল একটা কাণ্ড হ'য়ে  
গেছে. যোশী....মিস্ রজাস' আর আমি আমাদের পরস্পরের নাম ধরে  
ডাকিব এরকম একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলেছি।

যেন কিছুই হয় নাই এমন একটা তাচ্ছিল্যের স্বরে যোশী বলিল,  
ওঃ, এই! আর এরই জন্তে তুমি এতখানি ভাবছ!....তোমার মনের  
শুচিতায় আঘাত লেগেছে বুঝি ?

আসলে কিন্তু যোশী একটু বিস্মিতই হইয়া উঠিয়াছিল। যে শীলা  
রজাস' সহজে কাহাকেও তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবার অধিকার দেয় না সে  
মাত্র তিন চারদিনের পরিচয়েই কী করিয়া মোহিতকে এতখানি আপন  
করিয়া নিল তাহা ভাবিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সাগর সম্মোহনে  
অনেক কিছু সম্ভব হয় সে জানিত, কিন্তু এতকাল শীলা রজাস'কে সে  
সেই সম্ভাবনীয় সমষ্টি হইতে পৃথক করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছিল।

মোহিত কিন্তু ভয়ানক ভাবে অস্বস্তিবোধ করিতেছিল।....অলঙ্ঘনীয় এক নিস্তরতা যেন তাহার আর যোণীর মধ্যে প্রাচীর তুলিতেছে, সমস্ত শক্তি সংহত করিয়াও মোহিত তাহাকে ভাঙিতে পারিতেছে না! খানিকক্ষণ পরে সে হাই তুলিয়া বলিল, বড্ড বুঝ পাচ্ছে আজ যোণী....

যোণী বুঝিল মোহিতের চিন্তা একটু বিক্ষিপ্ত, ভাবিবার অবসর চায় সে। কিছু না বলিয়া সে চিদম্বরম্‌এর খোঁজে চলিয়া গেল।

মোহিত চোখ মুদিয়া অসাডের মত পড়িয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে কালের প্রবাহ যেন ধামিয়া গিয়াছিল, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্যন্ত যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

চিদম্বরম্ তখন মহোৎসাহে ব্রিজ খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যোণী খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার খেলা লক্ষ্য করিল, তাহারপর বিরক্ত হইয়া ফাষ্ট ক্লাশ ডেকের দিকে চলিয়া গেল।

শীলা রজাস' যোণীর প্রতীক্ষায়ই যেন ছিল। যোণীকে আসিতে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, এসো, তোমাকে ভয়ানক দরকার কিন্তু....

যোণী কাছে আসিয়া বসিল। বলিল, আমার বকুটির কী অবস্থা তুমি করেছ তা' একবার ভেবে দেখেছ কি মিস্ রজাস' ?....এডেনে তাকে নিয়ে গিয়ে কি যাছবিছা ফলিয়েছ তার উপরে ?

শীলা মোহিতের সংবাদের প্রত্যাশায়ই বসিয়াছিল। সে আগ্রহের সুরে বলিল, কেন, কী হয়েছে ?

—হবে আবার কী। যা' হবার তা' হয়েছে !....ছিল বেশ, কী মোহিনী-শক্তিতেই যে তুমি ওকে ভুলিয়েছ, সে এখন চূপটি ক'রে

চোখ মুদে স্বপ্ন দেখছে।...বোধ হয় শীলা রজাস'এর মুখখানি ধ্যান করবার চেষ্টা করছে।

কথাটা শীলার বিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছিল না, কিন্তু মনের মধ্যে কোতুহল তাহার দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।...ঘরে যদি নানা জিনিষ ভিড় করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার মধ্যে সুন্দর একখানা ছবিও একখানা আন্বাবের চেয়ে বেশী মর্যাদা পায় না; কিন্তু রিক্ততার মধ্যে ছবির সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে।...শীলা কল্পনা করিল, ঠিক তেমনি বোধ হয় মোহিতের মনের অন্তঃপুরে তাহার মুখছবির জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে।

যোশীকে প্রশ্ন করিল, আমার কথা কিছু বললে সে ?

—ঐখানেই ত গলদ, মিস রজাস'...যদি কিছু বলত তাহ'লে না হয় বুঝতুম ব্যাধি কোথায়, প্রতীকারের চেষ্টাও দেখতুম। কিন্তু হতভাগা যে মনের মধ্যে গুম্বরে গুম্বরে মরতে চায়, কাউকে তার অংশটুকুও দিতে সে ভয়ানক ভাবে নারাজ।

—কিছুই বলেনি' মোহিত ?

—বলছিল, কালকে নাকি কী একটা কাণ্ড হয়েছে তোমাদের...তোমরা পরস্পরের সম্বোধনটাকে নাকি একটু সংক্ষিপ্ত এবং সু-উচ্চারণ ক'রে নিয়েছ।

হাসিয়া শীলা বলিল, যদি শুধু এই ঘটে থাকে তাহ'লে এর জন্তে এতখানি ব্যাকুলতার প্রয়োজন যে কী আমি বুঝতে পারছি না, যোশী...

—ব্যাকুলতা আমার হ'তনা, যদি সেন আমার মত ছন্ন-ছাড়া উদাসী হত !

প্রতিবাদ করিয়া শীলা বলিল, নিজের প্রতি অবিচার ক'রোনা যোশী... তুমি যদি ছন্ন-ছাড়া উদাসী, তাহ'লে ভোগকামী কে ?



কথোপকথনে তাহাদের উপস্থিত সমস্যা অর্থাৎ সেনের মনেব রহস্য উদ্ঘাটনের কোনই সমাধান হইল না। অবশেষে শীলা বলিল, আমি একবার দেখে আসিগে মোহিতের কী হয়েছে, কী বল ?

যোশী বলিল, কী আর বলব ?... ওষুদ ও তুমি, বিষ ও তুমি ; তোমার একটা বিষে যদি আরেকটা বিষ ছাড়ে তাহলে আমি আমার বন্ধুর হ'য়ে তোমার কাছে চিরদিনের জন্তে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকব।

হাসিয়া শীলা বলিল, শুধু বিষে বিষ ছাড়ে না, যোশী, ওষুদও বিষ ছাড়ে।

পথে মিস্ হিলের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। এডেনে সে যে কালো ছেলেদের একজনের সঙ্গে গিয়াছিল তাহা মিস্ হিলের নজর এড়ায় নাই। রাত্রিবেলা শীলা খুব দেরীতে শুইতে আসায় এবং ভোরবেলায় সকালের আগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া যাওয়ায় মিস্ হিল শীলার সঙ্গে একবারও বোঝাপড়া করিতে পারেন নাই। এখন শীলাকে দ্রুতগতিতে সেকেণ্ড-ক্লাসের দিকে যাইতে দেখিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মিস্ হিল বলিলেন, শীলা, তোমার সাপে আমার খুব দরকারী এবং জরুরী একটা কথা আছে।

কথাটা যে কী শীলা তাহা মিস্ হিলের মুখভঙ্গী হইতেই খানিকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। শ্রাবণ গগনের জমাট মেঘভরা মিস্ হিলের মুখ—যেন একটা বর্ষণে নিজেকে নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচেন !

শীলা প্রতীক্ষমানা মুখে তাকাইল।

মিস্ হিল প্রশ্ন করিলেন, কাল এডেনে কার সাপে যাওয়া হয়েছিল শুনি ?

খুবই শান্তস্বরে গম্ভীর ভাবে শীলা বলিল, আমার এক ভারতীয় বন্ধুর সাথে....

মিস্ হিল দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিয়া বললেন, তোমার হয়ত আত্ম-সম্মান বোধ না থাকতে পারে, শীলা, কিন্তু চোখের সামনে আমি আমাদের সকলের এই অপমানজনক প্রহসনের খেলা ঘটতে দেব না।

দৃঢ়স্বরে শীলা জবাব দিল, অপমান বোধ যদি তোমাদের থাকত, মিস্ হিল, তাহ'লে নির্লজ্জের মত এমন কথা আজ তুমি বলতে না। আমার ব্যবহারের মধ্যে তুমি অগ্রায়টা দেখলে কোপায় গুনি ?.... যোশী, সেন এরা তোমার জিমি আর ব্ল্যাকির চেয়ে কোন্ অংশে ছোট ? আমি যদি আজ সারারাত জিমির সাথে ঢলাঢলি করি তাতে আমার বা তোমার মর্যাদা ও হুঁ একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না, অথচ যোশী বা সেনের সাথে খানিকক্ষণ বেডালে বা গল্প করলে তোমাদের সবার হুখে চূণকালি পড়বে।

রাগে মুখ চোখ লাল করিয়া মিস্ হিল বলিলেন, সাবধান হ'য়ে কথা ব'লো, শীলা....কাদের সাথে কাদের তুলনা করছ একবার ভেবে দেখো।

তীব্রকণ্ঠে শীলা জবাব দিল, তুলনায় ভুল হয়েছে সে আমি স্বীকার করছি !....মানুষের সাথে বাদরের তুলনা কখনও শোভা পায়না !

বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শীলা গট্ গট্ করিয়া তাহার গম্ভব্যপথে চলিয়া গেল।

মোহিত তখনও ডেক্চেয়ারে নিমীলিত চোখে গুইয়াছিল। শীলা আসিয়া মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ মোহিতের তন্দ্রালস মুখটির দিকে

তাকাইয়া রহিল, তাহারপর আস্তে আস্তে তাহার কপালে হাত দিয়া ডাকিল, মোহিত....

মোহিতের কাছে এই আহ্বান ঠেকিল দূরগত বাণীর ডাকের মত। সুরের রেশটি তাহার অর্দ্ধচেতন মনের রক্তে রক্তে মৃদু এক নৃত্য সুরু করিয়া দিল।

শীলা আবার ডাকিল, মোহিত....

এবার মোহিতের তন্দ্রা ভাঙ্গিল। চোখ খুলিয়া সম্মুখে শীলাকে দেখিয়া সে প্রথমে একটুখানি চমকাইয়া উঠিল, আর তাহার দৃষ্টি গেল ডেকটার একটা দ্রুতপর্যবেক্ষণে....কেহ শীলার এই স্নেহপূর্ণ ডাক শুনিয়াছে কিনা!

ডেক্‌ লোকের ভীড়ে জম্‌কালো না হইলেও দর্শক এবং শ্রোতার অভাব ছিলনা। মোহিত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক্ ওদিক্ তাকাইল, কিন্তু শীলা একটুও ক্রক্ষেপ না করিয়া মোহিতের পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল, শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে কি, মোহিত?

মোহিত ইহার কী জবাব দিবে বুঝিতে পারিল না। ঘাড়টি নাড়িয়া জানাইল যে শারীরিক সে বেশ সুস্থই আছে।

শীলা আবার প্রশ্ন করিল, তাহ'লে কি মন অশান্ত হয়েছে তোমার? দেশের কথা মনে পড়ছে?

শীলার এই প্রশ্নে মোহিতের চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিল। সে কোনক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, আমাকে প্রশ্ন ক'রোনা, শীলা....

শীলা দরদমাথা ভঙ্গীতে তাহার মাথার উপর হাত রাখিল, তাহার অসম্বৃত চুলগুলির মধ্যে চাপার কলির মত আঙ্গুলগুলি একবার চালাইয়া দিল।

মোহিত খানিকক্ষণ নীরবে শীলার স্পর্শটুকু উপভোগ করিল, তাহারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমার মন যে এত কোমল তা' আমি জানতুম না....

শীলা তেমনিই সুরে, যেন আর কেহ শুনিতে না পায় এমন ভঙ্গীতে, বলিল, তাতে লজ্জার কি আছে মোহিত ?

একটি অদ্ভুত হাসি হাসিয়া মোহিত বলিল, লজ্জার কিছু আছে তা' ত' আমি বলিনি', শীলা ।....আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি শুধু এই ভেবে যে এ কয়দিনের পরিচয়ে তুমি কী ক'রে আমায় এতখানি আপন ক'রে নিলে ।....আর যে আমি তোমাদের জাতকে কখনও ভালোবাসতে পারব এই কল্পনাটাকেই স্বপ্নেরও অতীত ব'লে ভাবতুম সেই আমিও কী ক'রে তোমার কাছে এত শীগগির ধরা দিলুম !

মৃদুকণ্ঠে শীলা বলিল, সাগরের দোলানিতেই এসব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে, মোহিত । তুমি ভেবোনা, দোলানি যখনই থামবে-তোমার মনের নৃত্যও বন্ধ হবে !

আহতকণ্ঠে মোহিত বলিল, তুমি ভুল বুঝছ, শীলা, দোলানিকে আমি খারাপ বলছি না মোটেই, শুধু ভাবছি, দোলানি ত বন্ধ হ'বে, কিন্তু মনের নৃত্য যদি বন্ধ না হয় ।

হাসিয়া শীলা বলিল, তোমার মনের স্পন্দনের উৎস হচ্ছে এই দোলানি ; উৎস যখন শান্ত হ'য়ে যাবে, স্পন্দন বন্ধ হ'তে বাধ্য ।

ছপুরবেলা সেকেণ্ডক্লাশ স্মোকিং-রুমে এককোণে খুব রুটলা হইতেছিল । শীলা আর মোহিতের নিবিড় কথোপকথনের দৃশ্যটুকু অনেকের চোখই এড়ায় নাই । এরকম ঘটনা সেকেণ্ডক্লাশ ডেকে

সচরাচর ঘটে না, তাই আলোচনা আর মন্তব্যের প্রস্রবণ ছুটিয়াছিল  
অবাধে।

ডাক্তার বস্মণ খুব বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিতেছিলেন, অভিনয় এ  
জাহাজে অনেক দেখেছি, মশাই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এমন  
সাদাসিধে গোবেচারীকে এমন ফাঁদে পড়তে কখনও দেখিনি।

আহম্মদ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সাদাসিধে বলবেন না, ডাক্তার...  
ওর পেছনে অনেকখানি ছুঁটবুদ্ধি লুকানো আছে এ আমি জোর ক'রে  
বলতে পারি।

চিদম্বরম্ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। একটা নূতন কিছু বলিবার  
জগ্রে তাহার মন উৎসুক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ও  
ত আমারই ক্যাবিন্-মেট, আমি ওর খবর বেশ জানি। কাল দু'জনে  
একা গিয়েছিল এডেনের পাহাড়ে বেড়াতে ...

ডাক্তার বস্মণ একটু ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, শুধু বেড়াতে নয়,  
মশাই!...বলুন, চোখ টিপ্তে, তরল হাসি হাসতে, মাথায় হাত বুলাতে,  
স্মারো কত কি।

সকলে ডাক্তার বস্মণের কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ডাক্তার বস্মণ বলিলেন, আর একটা ছোকরা আছে, যোশা না  
ফোশা কী নাম ওর, সে ভয়ানক ধুরন্ধর কিন্তু!...ওর চেহারা দেখলেই  
বোঝা যায় বেশ কিছু স্মৃতি ক'রে নিয়েছে মেয়েটার সাথে, তারপর  
বুদ্ধিমানের মত সরে পড়েছে!

চিদম্বরম্ বলিল, তাইত সেনের জগ্রে হুঃখ হয়, মশাই! যোশার  
সাথে আমারও আলাপ আছে, সেনের গভীর বন্ধু সে, তাই ওর কাছ  
থেকে কথা বার করা মুশ্কিল।...কিন্তু আগুন তো আর লুকানো থাকে  
না। যোশার সাথে মেয়েটার পরিচয় বহুদিনের...

আহম্মদ হাই তুলিয়া বলিল, সে যাই হোক, সেনকে একটু হিংসে না ক'রে পারছি না, ডাক্তার বস্মণ । এই ত আমরাও যাচ্ছি, আমাদের ভাগ্যে ত এমন তুষারনিন্দিত শুভ্রকোমল হাতের স্পর্শ জুটল না !

ডাক্তার বস্মণ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, ভারী ত ভাগ্য! এমন ভাগ্যের মুখে আগুন!.....কোথাকার কোন্ এক ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে, সে আমার প্রেমে পড়ল না ব'লে বুঝি আমার ঘুম হবে না?.....ছোঃ!.....

চিদম্বঃম্ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, ওখানে ভুল করলেন, ডাক্তার । ও ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে যে নয় তা' ওর চালচলন থেকেই বোঝা যায় । তাছাড়া যোশা আমায় বলেছে, মেয়েটার সাথে তার আলাপ হয় কলেজে, যেখানে যোশা পড়ত ।

আহম্মদের এই প্রথম বিলাত যাত্রা, ইহার পূর্বে সে কখনও বিলাত-ফেরত সমাজের সংস্পর্শে আসে নাই । ল্যাণ্ডলেডী এবং অভিজাতের মধ্যে তফাৎটা কোথায় তাহা তাহার বিচারের অতীত ।

সে চুপ করিয়া রহিল ।

ডাক্তার বস্মণ আগেরই মত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, আপনিও যেমন, যোশীর কথা বিশ্বাস করেন!.....আমি নিজেই কতবার আমার মেয়ে-বন্ধুদের সম্বন্ধে বলে বেড়িয়েছি যে তারা অমুক ব্যারন্ বা নাইট্‌এর দৌহিত্রী বা ভাইঝি ! তাই ব'লে কি সত্যি তারা তাই ছিল ?

অকাট্য যুক্তি!.....নিজের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতার দোহাই, ইহার বিরুদ্ধে আর তর্ক চলে না !

আহম্মদ বলিল, মেয়েটির চেহারার মধ্যে লালিত্য আছে কিন্তু বেশ !

ডাক্তার বস্মণ জবাব দিলেন, ওরকম চেহারা অনেক দেখতে পাবেন,

মশাই ; একবার বিলিতি ডাঙায় পা' দিন। তখন আপনাকে খুঁজে পেনে হয় !....ভাড়া ত' চেহারা, যেন মোমের পুতুল আর কি !

সিদ্ধেশ্বরম্ সায় দিয়া বলিল, আর কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে ! আমি এ ঠুঁথানি শুন্ছিলুম, সাগর দোলা সম্বন্ধে কা যেন বলছিল !

প্রাজ্ঞের মত ডাক্তার বস্মণ বলিলেন, বলছিল বোধ হয়, আমাদের এই ভাবটুকু সাগর দোলারই মত....তোমাকে খানিকটা চঞ্চল ক'রে রেখে আমি অত্র নৌকায় দোল দিতে যাব !

শীলা চলিয়া যাইবার পরও মোহিত চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। তাহার অস্পষ্ট ভাবনাগুলির উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল সমুদ্রের ছলছল শব্দ.... নবিড় তরুশল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট ছোট একটি ঘাপের মত সে সর্বান্তঃকরণে নিজেকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল।.... শীলার স্নেহস্পর্শে তাহার মনের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল.... তাহার সমস্ত অণুর ছাপাইয়া একটি ঘনীভূত অনুভব জাগিয়া উঠছিল, যাহার নাম দেওয়া যায়, তৃপ্তি। অনবচ্ছিন্ন এক গভীর আনন্দে তাহার মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

চুপটি করিয়া সে লোহিত সাগরের বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলির খেলা দেখিতেছিল। রূপে, রং-এ, আলোয় সেগুলি তাহার মনের অক্ষুট অপ্রচ পরিপূর্ণ ভাষার প্রতাক বলিয়া মনে হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সংসার কি বিচিত্র ! যে বিরাট শূন্যতা তাহার মধ্যে এতদিন ছিল, যাহার সন্ধান সে এতদিন একেবারেই নেয় নাই, তাহা যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের কল্লোলে পূর্ণ এবং সমগ্র হইয়া উঠিতেছিল। সমুদ্রের

এই দুঃসাহসিক স্পন্দায় তাহার মনে গভীর বিস্ময়ের সুর বাজিয়া উঠিতেছিল।

যে ব্যথার ভাবটা তাহাকে এতক্ষণ পীড়া দিতেছিল তাহা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল। শীলার সঙ্গে তাহার মনের সম্বন্ধটা সে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। শীলার সাহচর্য তাহার ভালো লাগে ইহা মনের কাছে স্বীকার করিতে সে আর বিধাবোধ করিতেছিল না।.....এই ভালো লাগাটা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে তাহা নিয়া এখনই গবেষণা করাটা সমীচীন নয় এ সিদ্ধান্তে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। ভালো লাগে, ইহাই যথেষ্ট নয় কি? মানুষ ত' আর একটা জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না—প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ের দ্বার সে উদ্ঘাটন করিতে থাকে।

মনকে স্তব্ধ এবং স্বাভাবিক করিয়া নিয়া মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। রেলিং-এর সম্মুখে আসিয়া একবার ঝুঁকিয়া জলের দিকে তাকাইয়া দেখিল মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রথর কিরণ-সম্পাতে জলটা ঝলসাইয়া উঠিয়াছে।

শীলা যখন মোহিতের কাছে চলিয়া গেল তখন যোশী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া শীলার চেয়ারে বসিয়া রহিল। অগ্ৰমনস্কভাবে সে শীলার পরিত্যক্ত একখানা মাসিক কাগজের পাতা উল্টাইতেছিল এমন সময় কর্ণেল গ্রীণ আসিয়া হঠাৎ বলিলেন, মাপ করবেন, আপনার সাথে একটু আলাপ করতে পারি কি?

যোশী মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল আগস্তুককে সে চেনে না। একটু বিস্ময়বিষ্ট হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই.....

—আমার নাম হচ্ছে কর্ণেল গ্রীণ, আমি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে দেশে ষাচ্ছি.....আপনি বোধ হয় এট প্রথম ইণ্ডিয়া ছাড়ছেন?



যোশী ইহার আগে কর্ণেল গ্রীণের নাম শোনে নাই....শীলা তাঁহার কথা গল্পছলেও কখনও বলে নাই। বলিল, ওঃ না, আমি দু'বছর বিলেতে ছিলাম, ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেছিলাম, আবার ফিরে যাচ্ছি....আমার নাম হচ্ছে যোশী....

কর্ণেল যেন একটু দমিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনার সঙ্গে শীলা রজাস' বলে একটি প্যাসেঞ্জারের পরিচয় আছে ?

যোশী ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। বলিল, সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা কর্তে আমি বাধ্য কি ?

কর্ণেল দেখিলেন যোশী খুব সোজা ছেলে নহে। বেশ মোলায়েম স্বরে বলিলেন, আপনি নিশ্চয়ই বাধ্য নন, তবু জিজ্ঞেস করছি এই জন্তে যে মেয়েটি আমাদেরই সহযাত্রিনী, আমি তার একপ্রকার অভিভাবক বললেই চলে এবং আইন অনুসারে সে এখনও নাবালিকা....

যোশী খুবই শান্তস্বরে বলিল, এসব বলার তাৎপর্য ?

—তাৎপর্য বিশেষ কিছুই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মিঃ যোশী, মেয়েটির বাবা যদি শুন্তে পান যে সে তার অভিভাবকদের কথা শুচ্ছে না, আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহ'লে তার অনেক দুর্গতি হ'বার সম্ভাবনা আছে।

যোশী বেশ শান্তস্বরে বলিল, তার মানে আপনি বলতে চান যে মিস রজাস' আমার এবং আমার বন্ধুর সাথে মাঝে মাঝে আলাপ করেন ব'লে তাঁর বাবা তাঁকে লাঞ্ছনা এবং অবমাননায় ফেলবেন, এবং প্রকারান্তরে তার জন্তে আমরাই হব দায়ী ?

কর্ণেল গ্রীণ মনে মনে যোশীর বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। বলিলেন, আপনি সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ঠিকই বর্ণনা করেছেন, মিঃ যোশী....

যোশী বলিল, মিস্ রজাস' এর অবমাননা বা লাঞ্ছনার কারণ আমরা কেউই হ'তে চাইনে, কর্ণেল গ্রীণ, এটা আপনি তাঁকে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে তাঁকে অপমানের মুখে ফেলতে আমাদের কারোরই আগ্রহ নেই। তার চেয়ে সময় কাটাবার মত উপযোগী কাজ আমাদের অনেক আছে।

শান্তভাবে কথাটা বলিলেও তাহার মধ্যে খোঁচা ছিল অনেকখানি।

কর্ণেল গ্রীণ একটুখানি লাজ্জিত হইয়া বলিলেন, আপনারা ইচ্ছা ক'রে মিস্ রজাস'কে অপমানের মুখে ফেলতে চাচ্ছেন এমন ইঙ্গিত আমি করিনে', মিঃ যোশী।....সত্যি কথা বলতে কি, মিস্ রজাস' যদি আমার মেয়ে হ'ত তা'হলে আমি এরকম ভাবে আপনার কাছে এ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উপস্থিত হতুম না।....মানুষে মানুষে সঙ্কল্পের মর্যাদা আমিও একটু বুঝি, মিঃ যোশী; কেবল মেয়েটার ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার কথা ভেবেই আপনার সাথে এ আলাপটুকু করলুম, আপনি কিছু মনে করবেন না।

যোশী হাসিমুখে বলিল, মনে কিছু করি আর নাই করি, কর্ণেল, আপনাদের এই বর্ণ-সমস্যার সমাধান ত' তাতে হ'বেনা !

ফাষ্টক্লাশ স্মোকিং রুমেও আলোচনা হইতেছিল মন্দ নয়। মিস্ ছিল ছিলেন তাহার উদ্বোধক। বেন ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটানোছে এই ভাবে জল্পনা হইতেছিল আর প্রতীকার নির্ধারণের চেষ্টা চলিতেছিল ! জিমি আর ব্যাকি দলের মধ্যে যে ছিল সেটা বলাই বাহুল্য....আর অপবিত্রতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্ত ছিলেন দুইজন মেয়ে মিশনারী ষাত্রী।

শীলা রজাসকে যে কিছুতেই উচ্ছ্বের পথে যাইতে দেওয়া হইবে না এ বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কী করিয়া স্রোতকে রোধ করা যায় তাহা তাহারা কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

মিস্ হিল বলিলেন, আমি ওকে অনেক ভয় দেখিয়েছি বাপু, কিন্তু এমন লক্ষীছাড়া মেয়ে, একটুখানিও কাঁপে না!

জিমি বলিল, আমার মনে হয় এর মধ্যে সেই কালো ছেলে ছটোর যোগ আছে। শীলাকে আমি খুব ভালো রকমই জানি, নিজে ওর এতখানি সাহস হ'বে না যে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে যায়।

ব্র্যাকি প্রস্তাব করিল, একবারটি ওদের একটুখানি নাকানিচুবানি দিলে কেমন হয়?...বলিয়াই সে আশ্তিন গুটাইল, তাহার ক্ষীত মাংসপেশাগুলির দিকে প্রশংসাসূচক কয়েক জোড়া চোখ পড়িবে এই আশায়।

জিমি দুঃখপূর্ণ সুরে বলিল, মু'স্কল হচ্ছে এই যে এটা একটা জাহাজ, এবং এর মধ্যে যা' কিছু করবার সাবধানে কর্তে হ'বে।

ঠিক এইসময় কর্ণেল গ্রীণ যোশীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করিয়া তাঁহার ক্যাবিনের দিকে যাইতেছিলেন। মিস্ হিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, কর্ণেল, এখানে এসো, বড্ড জরুরী কাজ আছে।

কর্ণেল আসিলেন। মিস্ হিল বলিলেন, আমরা বড্ড সমস্যার মধ্যে পড়েছি শীলাকে নিয়ে, কর্ণেল। তুমি ত' অনেক ফন্দাটন্দী জান, কী ক'রে ওকে ঠিক আগেরটির মত ক'রে নেওয়া যায় বলো দেখি!

খুবই গম্ভীরভাবে কর্ণেল গ্রীণ বলিলেন, মিস্ হিল, আমার উপদেশ আপনারা গুনবেন না জানি....তবু আমি বলছি, শীলা রজাস'এর এই

ব্যাপারে আপনারা হস্তক্ষেপ না ক'রে তাকে তার স্বাধীনতাসহ ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় স্কুচিসঙ্গত হ'ত !

তাহার উপদেশ কাহারও মনঃপূত হইবেনা তাহা কর্ণেল জানিতেন। মিস্ হিলের আহ্বানের জবাব দিয়া তিনি আর কোনপ্রকার আলোচনার অপেক্ষা না রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ভিজিল্যান্স্ কমিটির সভা ভাঙ্গিল লাক্ণের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে।

কর্ণেল গ্রীণের সঙ্গে যে কথোপকথন হইল তাহা মোহিতকে বলা সঙ্গত কিনা যোশা বার কয়েক ভাবিল। তাহারপর স্থির করিল সব ঘটনা মোহিতকে জানাইয়া রাখাই ভাল। ঘটনার সমাবেশ যাহা হইয়াছে তাহাতে কখন কী হয় বলা যায় না, তখন যদি মোহিত বেচারীকে ঘিধা এবং ছন্দের মাঝখানে পড়িতে হয় তাহার জ্ঞ হইত সে দায়ী করিবে যোশাকে।

মোহিত খুব গম্ভীরভাবে যোশার কথাগুলি শুনিল। প্রথমে কর্ণেল গ্রীণের উপর সে অনেকখানি রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। অবশেষে সে স্থির করিল যে যাহা হইবার হইয়াছে, বোশাদুর আর সে অগ্রসর হইবেনা..... মিস্ রজাস্ এর সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিবে।...এ ত' সাগরদোলার ঢেউ, বাতাসের গতি বদলাইয়া গেলে ঢেউএর উত্থান পতনও হয়ত নূতন এক দিকে ছুটিবে !

মনকে বোঝান কিন্তু শক্ত। সারাটি দিন মনের সঙ্গে তাহার বোঝাপড়া চলিল। যোশার কথার এক ধাক্কায় তাহার মনের বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দেখিল, এতদিন সে যাহাকে ভাবিয়াছিল শুধু

ভালোলাগা, তাহা তাহার অজ্ঞাতে কোন্ এক ফাঁক দিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহার সমস্ত সজ্জাকে—বেদনা এবং আনন্দ নিবিড়ভাবে মিশিয়া মনটাকে করিয়া দিয়াছে বিপর্যাস্ত ।

ঈজিপ্ট্ হইতে বন্ধু শোভনলালকে কলিকাতায় সে চিঠি লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল । সে লিখিল :

“ ভাই শোভনলাল,

যদিও দেশের মাটি ছেড়েছি আজ হস্তাখানের বেনা হয়নি’, তবু যেন মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে এসেছি যুগযুগান্তর আগে । একটা ধূমকেতুর ধাক্কায় দেশের বুক থেকে ছিটকে পড়েছি, মাধ্যাকর্ষণটা কেটে গেছে, তাই ফিরবার আর পথ খুঁজে পাচ্ছি না ।.....মাটির বাঁধন ত’ খুলেই গিয়েছিল, চলার বাঁধনও বুঝি এবার খুলতে চলল । পথহারা আমি ভাবছি মিশরের মরুত্বানের মধ্যেই আমার আস্তানা গাড়ব কি না !

তুমি তোমার নৃতন্ত্রের রসের মধ্যে বসে বসে হাসবে তা’ আমি জানি । এসব বাঁধনের খবর তোমার পাথরে গড়া মনের ত্রিসাঁমানার মধ্যেও পৌঁছায় না ! আমি মিশরের যেখানেই বাসা করিনা কেন, তুমি ভাববে, ভালোই আছে মোহিত সেখানকার মামি এবং ফারাওদের মধ্যে ।.....এদের বাদ দিয়ে শুধু আমার কথাটি যদি কখনও তোমার মনে উঁকি মারে সে আমার সৌভাগ্য !

তুমি ভাবছ, বন্ধুটির আমার হ’ল কী ?.....হ’বার মত যদি কিছু হ’ত তাহ’লে তবু একটা সাস্তনা থাকত !... না হওয়ার অতৃপ্তি আমায় পেয়ে বসেছে, শোভনলাল ! বাঁশীর সুর কানে এসে পৌঁচেছিল, সুরের অধিনায়িকার স্পর্শটুকু কিন্তু পেলুম না ।

কানে না আসতে আসতে এই হারিয়ে যাওয়ার জগ্রে দুঃখ একটু হচ্ছে বৈ কি । তুমি বলবে, মেলানেশিয়ার অনেক ঘাঁপপুঞ্জই

সেখানকার আদিম অধিবাসীদের কানে এমন অনেক সুর এসে লাগে, আবার হারিয়ে যায়....তাতে তারা ক্রক্ষেপও করে না ! তারা নিজেদের প্রাণের স্পন্দনে চলতে থাকে, মনের গানের তালে তালে—বাইরের সুরের প্রতীক্ষায় নয় ।

সে যাই হোক, বন্ধু, এই আলো ছায়ার মাঝখানে অস্পষ্ট আঘাতেরও দাম আছে, তাই আমি ব্যথার মধ্যেও আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি ।

মনে কী হচ্ছে তা' বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারলুম না ।....তোমার ল্যাবরেটরী হচ্ছে বিশ্বজোড়া মানুষের মন আর তার ব্যাপকতা হচ্ছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে । আমার চিঠিখানা তোমার ল্যাবরেটরীর মধ্যে যদি তোমার সাধনায় একটুও বিঘ্ন ঘটায় তাহ'লে আমার আনন্দ হবে অপরিমিত ।

---তোমার মোহিত ।”

চিঠি লেখা ত শেষ হইল, কিন্তু স্ক্রিপ্টে পৌঁছিবার যে তখনও আরও আড়াই দিন বাকী । চিঠিখানা নিয়া মোহিত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তাহারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইয়া ষ্ট্রিমারের ডাক বাজে ফেলিয়া দিল ।... যদিও সে জানিত, ইচ্ছা করিলেই ষ্ট্রুয়ার্ডকে বলিয়া সে চিঠিখানা আবার তুলিয়া নিতে পারে, তবু সেটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এক স্বস্তির নিঃশ্বাস বাহির হইল, যেন সে তাহার মনের বন্ধ আবেগ পরিচিত কাহারও কাছে বলিতে পারিল ।

সারাটা দিন মোহিত একটু অগ্ৰমনস্বভাবে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইল । যোগী মোহিতকে খানিকটা ভাবিবার অবসর দিয়া অগ্ৰ কোথাও চলিয়া গিয়াছিল । চিদম্বরম্, ডাক্তার বর্ষণ প্রমুখ সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে খুব হাসি ঠাট্টা করিতেছিলেন....বোধ হয় মোহিতকে নিয়াও খানিকটা !



\*

\*

\*

পরের দিনও অভ্যাসমত মোহিত সেকেণ্ডক্লাশের ডেকের নির্দিষ্ট কোণটিতে বসিয়াছিল—সূর্যোদয় দেখিতে। লোহিত সাগরে পড়িয়া অবধি সূর্যোদয়ের দিক্ গিয়াছিল বদলাইয়া, ফাষ্ট ক্লাসের ঘাত্রীরা তাই বড একটা সেকেণ্ডক্লাশে আসিত না। গরমের জন্ত মোহিত সেদিন ডেকের উপরই শুইয়াছিল। ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখনও আঁধার অনেকখানি রহিয়াছে—দূর হইতে প্রভাতী তারার আলোক তখনও বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

চুপচাপ বিছানায় শুইয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। তাই উঠিয়া সে রেলিংটার পাশে বসিল। আধ-আলোর ছায়ায় সাগরের জল মথিত করিয়া চলিয়াছিল বিশাল জাহাজ....মালার মত জাহাজের আলোগুলি জ্বলিতেছিল, যেন মানুষের ইতিহাসের প্রতীক ধারাবাহিক একটা সমাবেশ।

হঠাৎ দেখিতে পাইলে অদূরে ফাষ্টক্লাশ ডেকের উপর বসিয়া রেলিং ধরিয়া একটি নারীমূর্তি এক দৃষ্টিতে সাগরের জলে তাকাইয়া আছে—যেন ঢেউ গুণিতেছে !

মুহূর্তের জন্ত মোহিতের বুকটা ধব্ধু করিয়া উঠিল। একটু ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত দেখিল মেয়েটি আর কেহ নয়—শীলা রজাস....

মোহিতের একবার খেয়াল হইল শীলাকে ডাকে। নিস্তব্ধ জলরেখা তাহার মধ্যে এঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ আর বিদার্যমান সাগরের চাপা কান্নার সুর। একটুখানি সাহস করিয়া ডাকিলেই হয়ত উত্তর দিবে !



শীলা কিন্তু মোহিতকে দেখে নাই। সে আপন মনে স্তব্ধনেত্রে জলের ফেণারাশির উচ্ছ্বাস এবং বিকাশ লক্ষ্য করিতেছিল।.....মিস্ হিল আগের দিন রাত্রিতে তাহাকে তাঁহাদের তরফের চরম-বাণী শুনাইয়া দিয়াছিলেন এবং খুবই গন্তীর ভাবে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, যদি সে তাহার স্বভাব না শোধ্রায় তাহা হইলে যে শুধু তাহার বিপদ হইবে তাহাই নয়, যাহাদের উপলক্ষ করিয়া এই বিপ্লব তাহাদেরই লাঞ্ছনা হইবে সবচেয়ে বেশী এবং সকলের আগে।

এই শেষের কথাটিতেই তাহার মন এত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যৌশীর সহজ কথাবার্তা তাহার অপছন্দ হয়না, আর মোহিতের সলজ্জ অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী তাহার কাছে বেশ মধুর বলিয়াই ঠেকে, কিন্তু তাহার এই ভালো লাগার জন্ত যদি তাহাদের বিপদ বা লাঞ্ছনার সুরু হয় তাহা হইলে সে কি নিজের তুচ্ছ একটা আনন্দকে বড় করিয়া দেখিতে পারে? তাহার চোখের দুই কোণ ছাপাইয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সে তাহার মনের দৃঢ়তা দিয়া তাহা রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

অন্যমনস্ক ভাবে শীলা একবার সেকেণ্ডক্লাশ ডেকের দিকে তাকাইল। তাহার চোখ কিন্তু মোহিতের দিকে গেল না। মোহিতকেও অতিক্রম করিয়া সে দেখিতেছিল শাদা ঢেউগুলি, যাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাদের জাহাজ চলিয়াছে মিশরের পথে.....কূলহীন সমুদ্রে যেন উদয়রশ্মি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপনার মুখ তুলিয়া ধরিয়াছে!

ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া শীলা রজাস' সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হৃপূর বেলা মোহিত ভাবিল, দূর হোক্গে ছাই, এমন ক'রে চূপচাপ বসে থাকি কি আমার শোভা পায়?....খুব গস্তীর ভাবে সে অল্ডাস্ হাক্কলির উপন্যাসের মধ্যে মনোনিবেশ করিবার প্রয়াস করিল।

কাহিনীর রসের মধ্যে তাহার মন ডুবিয়া আসিতেছিল এবং তাহার অন্তর্নিহিত বুদ্ধি চলিয়াছিল হাক্কলির সঙ্গে সঙ্গে মানব মনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে, এমন সময় যোশী আসিয়া বলিল, চল মোহিত, আজ জাহাজটার টপোগ্রাফী একবার ভালো ক'রে দেখে নেওয়া যাক্।

জাহাজের খুঁটিনাটি দেখা এবং সে সম্বন্ধে মস্তব্য প্রকাশ করা যোশীর একটা বাতিক। বিলাতে সে অনেক বড় বড় জাহাজের অভ্যন্তর সুদক্ষ অভিঞ্জের মত পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, উচিত-অনুচিত মত প্রকাশ করিতে একটুও কার্পণ্য করে নাই সে। আজ ছোট এবং সাধারণ এই জাহাজখানার টপোগ্রাফী জানিবার জন্য তাহার হঠাৎ এমন আগ্রহ কেন মোহিত বুদ্ধিতে পারিল না।

কিন্তু সে আপত্তি করিল না। চূপচাপ বসিয়া থাকিয়া এবং একই বিষয় নিয়া চিন্তা করিয়া তাহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল : এখন এই অলস কর্মহীনতা হইতে খানিকক্ষণের জন্তেও মুক্তি পাইবার স্বেযোগ পাইয়া সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অল্ডাস্ হাক্কলিটা হাতেই রাখিয়া সে উঠিয়া বলিল, চলো....

প্রথমে তাহারা ঢুকিল এঞ্জিন-রুমে। যোশী অনেক রকমের এঞ্জিন দেখিয়াছে—তাহার খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও সে অনেক কিছু জানে। বেশ অভিজ্ঞ চোখ দিয়া সে এঞ্জিনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল আর প্রশ্নে সেখানকার লোকদের বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। মোহিতের

কাছে এসব দুর্কোষ্য ; এঞ্জিন-রুমের শব্দে এবং কলকজাগুলির বিশালতায় তাহার মনে হইতেছিল আরব্যোপন্যাসের সেই দৈত্যের কথা যে প্রদীপাধিকারীর একটি মাত্র আদেশে সব মূল পদার্থকে বাধিয়া রাখিতে পারিত...দূর দূরান্তর হইতে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যাকে আনিয়া দিত আলাদিনের সন্মুখে, আবার নিমেষের মধ্যে তাহাকে গিরি পর্বতের উপর দিয়া উড়াইয়া নিয়া চলিয়া যাইত অনায়াসে ।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ইট্যালিয়ান্ এঞ্জিনিয়ারটি যোশীকে জানাইল যে তাদের লাইনে এইটাই হইতেছে সবচেয়ে নতুন এঞ্জিন ; ইহার গতি বেশী ইহাই ইহার একমাত্র গুণ নয়, ইহার প্রতিবন্ধক সাধারণ এঞ্জিনের চেয়ে ভাল ।

যোশী খুব গম্ভীরভাবে মস্তব্য প্রকাশ করিল, কিন্তু ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক লাইনে আপনাদের এবং জার্মান কোম্পানীর যে সব ষ্টীমার আছে সেগুলোর তুলনায় এ এঞ্জিন খেলার কল ছাড়া আব কিছুই নয় ।

ইট্যালিয়ান্ যুবকটি খুবই সঙ্গমভরা সুরে স্বীকার করিল যে যোশীর কথা সত্য ।

এঞ্জিন রুম হইতে তাহারা খালাসীদের থাকিবার জায়গা, তাহাদের বান্নাঘর, জাহাজের সার্জাবী প্রভৃতি দেখিয়া ফাষ্টক্লাশ করিডব দিয়া ফাষ্টক্লাশ লাউঞ্জ এ ঢুকিল । সেখানে বসিয়াছিলেন কর্নেল গ্রীণ, মিস্ ছিল এবং আরও অনেকে । কর্নেল যোশীকে দেখিয়া একটু স্মিতহাসি হাসিলেন, যোশীও মাথাটি হেলাইয়া তাহাকে অভিবাদন জানাইল ।

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রলোকটি কে ?

—সেই কর্নেল, যার কথা তোমায় বলেছিলাম ।

মোহিত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ণেল গ্রীণের দিকে তাকাইল। মুখখানা বেশ শান্ত আর হার্সিভরা। মোহিত ভাবিয়াছিল তাহাকে দেখিয়াই তাহার মনে বিজাতীয় একটা ঘৃণার উদ্বেক হইবে, কিন্তু আসলে কর্ণেলের স্বির্ভহাসিটি তাহার কাছে বেশ ভালই লাগিল।

হঠাৎ যোশী বলিল, ওই যাঃ—আসল জায়গাটাই যে দেখা হ'ল না!

—সে আবার কি?

—নীচে, এঞ্জিন-রুমের পাশ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে ডেক-প্যাসেঞ্জাররা থাকে।

এই জাহাজে যে ডেকপ্যাসেঞ্জার বলিয়া এক শ্রেণীর যাত্রী আছে তাহা মোহিত জানিত না। সে বলিল, এখানে আবার ডেকপ্যাসেঞ্জার আসবে কোথেকে?

যোশী বলিল, আছে হে, মোহিত, আছে....। সবাই ত আমাদের মত পয়সাওয়ালা নয়, ডেককে আশ্রয় ক'রেই অনেকের গতি।

চকিতের মত মোহিতের মনে ভাসিয়া উঠিল শরৎবাবুর বর্ণিত রেঙ্গুনষ্টীমারে ডেক প্যাসেঞ্জারদের কোলাহলের ছবি....। মনে হইতেই তাহার সাম্যবাদী মনও একটুখানি শিহরিয়া উঠিল। বলিল, কী আর হ'বে ওসব দেখে, তার চেয়ে আমাদের নিজেদের ডেকে ফিরে যাই।

যোশী বলিল, সে কি হয়?....ওখানে অনেক কিছু দর্শনীয় জিনিস মিলতে পারে! চাই কি, কিছু দিশী হালুয়া আর পুরীও পেতে পার!

হালুয়া বা পুরীর প্রতি মোহিতের বিশেষ লোভ ছিল না। তবু, বন্ধুর অনুরোধে এবং ডেকযাত্রীদের অবস্থাটা নিজের চোখে পরীক্ষা করিয়া নিবার কৌতূহলে সে যোশীর অনুগমন করিল।

অতি অপ্রসন্ন সিঁড়ি বাহিয়া তাহারা সোজা নীচে নামিয়া চলিয়া গেল। লোটারকম্বল নিয়া একজন বিশালকায় সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোক

হেলান দিয়া শুইয়াছিলেন, যোশী আর মোহিতকে আসিতে দেখিয়া একটু সম্ভ্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

যোশী হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, এখানে আপনার কেমন লাগছে, জী ?

সিন্ধুদেশীয় ভদ্রলোকটি, নাম তাঁহার রূপালানি, বলিলেন, আপনাদের মত আলোবাতাস পাইনে বটে, বাবুজী, কিন্তু কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছেনা—সমুদ্র শান্ত আছে ব'লে।...তা' ছাড়া ষ্টয়ার্ডের সাপে ভাব ক'রে নিয়েছি, মাঝে মাঝে ডিম আর আলুসদ্ধ দিয়ে যায়, তাতে মন্দ খাওয়া হয় না।

মোহিত বলিল, ঝড় উঠিলে আপনার ভয়ানক কষ্ট হ'বে কিন্তু।

হাসিয়া রূপালানি বলিলেন, ওরকম কষ্ট আমাদের সওয়া আছে, বাবুজী!...তবুত দিবি্য আরামে পা' ছাড়িয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের দেশে যারা করাচী থেকে বম্বে বা বম্ভ্রা যায় তাদের অবস্থা কি দেখেছেন কখনও ?

মোহিতের অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে দেখে নাই। কিন্তু তাহার চোখেব সম্মুখে আবার ভাসিয়া উঠিল সেই রেশুনগামী জাহাজের ছবি....সেই মুরগীগুলির কঁকাকঁক শব্দ, টগরের কলহ, জাহাজের আবদ্ধ খোলের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ হইতে আগত যাত্রীদের মহা-সঙ্গীতের সমবেত অনুশীলন....

যোশী রূপালানির সঙ্গে বেশ জমাইয়া নিল। তাহার লোটা-বাসন সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সে তাহার কবলটার উপর দিবি্য আঁটসাঁট হইয়া বসিল।

রূপালানি যাইতেছে দক্ষিণ ফ্রান্সে, সেখানে তাহার জাতভাই কয়েকজন আছে তাহারা মুক্তার ব্যবসা করে। সেখানে সে তাহার ভাগ্যপরীক্ষা করবে। ইংরেজী ভাষার উপর দখল তাহার সামান্য,

ফরাসীর বিন্দুবিসর্গও সে জানেনা, তবু সে চালিয়াছে অনিশ্চিতের ডাকে, কারণ তাহার কাছে নিশ্চয়তাও অনিশ্চয়তার মতই দুর্কোষ্য এবং চঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মোহিত চূপ করিয়া আগ্রহপূর্ণ চোখে কৃপালানির কথাগুলি শুনিতেছিল। কিছুক্ষণের জন্ত তাহার সমস্ত মনটি হইয়া উঠিয়াছিল আচ্ছন্ন, এই ভাবিয়া যে তাহার নিজের দেশেও অনাগতের আহ্বানে উত্তর দেয় এমন লোকের অভাব নাই! শ্রদ্ধায় সম্মুখে তাহার চিত্ত ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল।

কৃপালানি ডেকের অপর প্রান্তে অশ্লি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই যে ওদিকে দুটো লোক শুয়ে আছে, বাবুজী, ওরা আসছে বিহার থেকে। ওরা এসেছিল খুবই উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু জাহাজের দোলানি খেয়ে ওদের মন গিয়েছে ভেঙ্গে। ওরা যাচ্ছিল জার্মানিতে, হাম্বুর্গ না কোথায়; এখন বলছে পোর্ট সেডে পৌঁছেই ওরা দেশে ফিরে যাবে.....এসব কষ্ট নাকি ওদের সহ হয় না!

ষোশী কৃপাপূর্ণ চক্ষে লোক দুইজনের দিকে তাকাইল। কম্বলমুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া তাহারা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিয়াছিল।

কৃপালানি বলিতে লাগিলেন, আরে দেশ থেকে যখন বেরিয়েছি তখন এরকম সোখীন হ'লে কি চলে? সাথে কি আর আমাদের দেশের নাম খারাপ?.....কিছু মনে করবেন না, বাবুজী, এক পঞ্জাব আর সিন্ধু ছাড়া কোথাও মরদকা-বাচ্চা ত দেখলুম না!

কথাটা হয়ত সত্য নয়, কিন্তু এমনই আগ্রহ এবং বিশ্বাসের সুরে কৃপালানি কথাটি বলিলেন যে মোহিত বা ষোশী কেহই প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আনিতে পারিল না।

কৃপালানি বলিলেন, বাবুজী, তোমরা এসেছ, আমি ভারী খুসী

হয়েছি কিন্তু ।.....তোমাদের কি দিয়ে যে অভ্যর্থনা করব বুঝতে পারছি না ; আমার সাথে আমার বহু'র দেওয়া কিছু মেওয়া আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভালো লাগবে না । তবে, কিছু মশলা আছে, খাবে কি ?

যোশী এবং মোহিত আগ্রহপূর্ণ সুরে বলিল, মশলা খানিকটা পেলে ত বেঁচে যাই, কুপালানিজী !.....এখানকার বিলিতি খাবার খেয়ে অকুচি ধরে গেছে, একটুখানি মুখগুঁড়ি হওয়া দরকার !

কুপালানি বলিলেন, ঐ ত তোমাদের দোষ, বাবুজী ; তোমরা বড্ড উচ্ছাসভক্ত, যেই আমি মশলার নাম উল্লেখ করলুম অমনি এমন ক'রে তোমরা তার স্তুতিগান আরম্ভ ক'রে দিলে যে কেউ শুন্লে মনে করবে এর অভাবে তোমাদের সারারাত ঘুম হচ্ছিল না !.....অথচ, আমি জানি, এই মশলার কপা থাক, দেশের কথাটি একটিবারও তোমাদের মনে হয়নি' !

যোশী কী যেন বলিতে যাইতেছিল, কুপালানি বাধা দিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না, বাবুজী, এ হচ্ছে এই সমুদ্রের গুণ । কী যে আছে এর মাঝে বলা শক্ত, কিন্তু এর হাতে পড়ে আমরা যেন হয়ে যাই এর খেলনার মত, আমাদের মন, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের সমস্ত সত্ত্বাকে নিয়ে সমুদ্র ছিনিমিনি খেলে.....অনুভূতির গভীরতা কমে যায়, তার প্রসারতা বেড়ে ওঠে....

মোহিত কুপালানির কথাগুলির মধ্যে তাহার নিজের মনের সুরের ছন্দ দেখিতে পাইতেছিল । এই নিরঙ্কর ব্যবসায়ীর বিচারক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি দেখিয়া সে বিস্ময়ে আপ্ত হইয়া উঠিতেছিল ।

যোশী বলিল, কুপালানিজী, আমি দেশ-বিদেশ একটু আধটু ঘুরেছি, নানাদেশের লোকের সংস্পর্শ আসার সৌভাগ্যও আমার



হয়েছে...আমি দেখেছি আমাদের দেশের লোক যদি অবসর পায় তবে যেমন ভাবতে পারে অনেক দেশের লোকই তেমন ভাবতে পারেনা।

রূপালানি হাসিয়া বলিলেন, ঐখানেই ত আমাদের মস্ত দোষ, বাবুজী। ভাবতে আমরা জানি বেশ, ভাবুক ব'লে আমাদের খ্যাতিও আছে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের শক্তির অবসান হয় ঐখানেই! ভাবতে আমরা এতখানি পারি বলেই কাজ করবার সময় যখন আসে তখন একেবারে গুলিয়ে যায় সব, কাজের বিশালতা আর জটিলতা দেখে আমাদের মন হয়ে যায় বিকল!

বলিতে বলিতে রূপালানি তাঁহার পুটুলী খুলিয়া একটা শিশি বাহির করিয়া খানিকটা মশলা মোহিত আর যোশীর হাতে দিলেন। অভ্যাসমত মোহিত আর যোশী তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইতেছিল, রূপালানি বাধা দিয়া বলিলেন, বিলিতী সুরে ঐকথাটি বলে আমার এই তুচ্ছ জিনিষটুকুর মর্যাদার হানি ক'রোনা, বাবুজী।...সত্যি বলতে কি, বাবুজী, এদের অনেক কিছুই আমার ভালো লাগে, কেবল এই ছলে-অছিলায় ধন্যবাদ দেবার বাড়াবাড়িটা ছাড়া!

এই কথা যদি রূপালানির মুখ হইতে না বাহির হইয়া ডাঃ বস্মণ বা চিদম্বরম্‌এর মুখ হইতে বাহির হইত তাহা হইলে যোশীর সঙ্গে তাহাদের একপ্রস্থ খণ্ডবুদ্ধির অভিনয় হইয়া যাইত, কিন্তু রূপালানির গভীরতা এবং সরলতার সম্মুখে যোশীর মুখ হইতে কোন প্রতিবাদ বাহির হইল না।

মোহিত বলিল, ধন্যবাদ দেওয়াটা আমিও পছন্দ কর্তুম না, রূপালানিজী, কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি জিনিষটা আগে যতটা শ্রুতিকটু ঠেকত আজকাল যেন আর তা' মনে হয়না। এর পেছনে



যে সৌজন্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে তা' আমাদের মনকে একটু স্পর্শ করে বৈ কি !

রূপালানি সায় দিয়া বলিলেন, সে কি আমি বুঝিনা, বাবুজী ?  
....তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে ওটার প্রয়োজন নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।....মুখের ভাষাতে আমাদের মধ্যে মনের আদানপ্রদান হয়না, তার চেয়ে বড়ো আমাদের চোখের ভাষা, আমাদের অঙ্গভঙ্গী গতিটুকুর তাৎপর্য....

এইপ্রকার কথাবার্তায় কখন যে লাঞ্চার সময় হইয়া আসিল তাহা ছুইজনের কাহারওই খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ উপরে সতর্ককারী ঘণ্টার শব্দে তাহারা একটু আত্মস্থ হইয়া উঠিল। রূপালানি বলিলেন, আপনাদের সময় হ'লো, বাবুজী...ঘড়ি বলছে, খিদের সময় হয়েছে, খেতে এসো....

যোশী আর মোহিত উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আপনাকে মাঝে মাঝে এরকম বিরক্ত করতে আসব হয়ত, আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।

অভিবাদন করিয়া রূপালানি বলিলেন, বলো কি বাবুজী ? তোমরা এরকম মাঝে মাঝে আসলে যে কী আনন্দ পাই তা কী ক'রে বোঝাব ? তোমাদের তরুণ সরল মনের সংস্পর্শে এলে বুঝতে পাই যে জরা আমায় এখনও এসে ধরেনি' !

ডাইনিংরুমে যাইতে যাইতে যোশী জিজ্ঞাসা করিল, রূপালানিকে কেমন লাগল, মোহিত ?

উচ্ছ্বসিত স্বরে মোহিত বলিল, ভারী চমৎকার লোক, যোশী।

আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকদের মাঝেও যে এমন সুষ্ঠু অথচ সরলমনা লোক আছে তা' আমি জানতুম না।...দেশটাকে আজ নতুন ক'রে ভালোবাসতে ইচ্ছা হচ্ছে রূপালানির মত লোককে জন্ম দিয়েছে বলে !

যোশী বলিল, আমি ত এই পথে এবার নিয়ে চারবার আনাগোনা করছি ; প্রত্যেকবারই এই ডেকপ্যাসেঞ্জারদের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, আর আশ্চর্যের বিষয় এই প্রত্যেকবারই এদের মধ্যে এমন লোকের সাথে আলাপ হয় যে আমার মনে গভীর একটা দাগ রেখে যায় !

মোহিত সায় দিয়া বলিল, তোমার কথা একটুও অবিশ্বাস হচ্ছেনা, যোশী...রূপালানিকে যে ভাবে আমরা আবিষ্কার করলুম তাতে আমার মনে হয় আমাদের আশেপাশে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অনেক রূপালানি পড়ে আছে যাদের কোন খবরই আমরা রাখিনা বা খোঁজ নেই না ।

যোশী বলিল, তাহ'লে ডেক্বাত্রীদের আস্তানাটা দেখতে যাওয়া নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি' ?

গভীর সুরে মোহিত জবাব দিল, পাগল !....

লাঞ্চার পর অল্ডাস্ হাক্কলিটা খুলিয়া মোহিত ঈজিচেয়ারে শুইয়া বিমাইতেছিল । সকালবেলাতেও যে অবসাদ তাহার তরুণ মনকে পীড়া দিতেছিল তাহা ধীরে ধীরে যেন কাটিয়া আসিতেছিল । বেদনার বিরাট পুঞ্জীভূত যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বাস্তবের নানা জিনিষের সংঘাতে আস্তে আস্তে হাল্কা হইয়া আসিতেছিল—অল্প

কয়েকদিনের অতীতকে হঠাৎইয়া দিয়া অগ্রকমের একটা নিবিড় বর্তমান তাহার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। ....বন্ধুবর যোশী পাশেই বসিয়া ছিল, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের মনের লীলা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল।

যোশী বলিল, ফাষ্টক্লাশের ছ' একটা জিনিষ কিন্তু আজ সকালে দেখা হ'ল না!

—কী?

—সেখানকার জিম্‌গাসিয়াম আর সুইমিং বাথ...

জিম্‌গাসিয়াম সম্বন্ধে মোহিতের ধারণা খানিকটা ছিল, কলিকাতার কলেজে সে জিম্‌গাসিয়ামে মাঝে মাঝে ডন-বৈঠকও করিয়াছে। ধরিয়া নিল যে জাহাজের জিম্‌গাসিয়ামও সেই জাতীয় একটা জিনিষেরই ছোটখাট সংস্করণ হইবে।....সুইমিং বাথের সম্বন্ধে কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতার চেয়ে কল্পনাই ছিল বেশী, আমেরিক্যান ফিল্ম-এর কল্যাণে। কল্পনা যাহা ছিল তাহাতে সে খুব উৎসাহিত বোধ করিল না, বলিল, কী হবে আর ঐসব ছাইভস্ম দেখে? ..তার চেয়ে না হয় কুপালানির সাথে একটু গল্প করিগে....বেচারী একলাটি পড়ে আছে!

যোশী বলিল, সেখানে ত যাবই, তার আগে একটা অছিলায় ফাষ্ট-ক্লাশের এই ছোটো জিনিষ দেখে নিতে পারলে মন্দ হত না!

মোহিত জানিত সম্মতি আদায় করিতে যোশী সিদ্ধহস্ত। কাজেই সে আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

চা'এর পর যাইবে স্থির হইল। মোহিত আবার অল্ডাস্ হাক্সলিতে মনোনিবেশ করিল।

চা'এর ঘণ্টা যখন পড়িল তখন মোহিতের বই প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এক নিঃশ্বাসে উপন্যাসটা শেষ করিয়া তাহার মনে গভীর তৃপ্তি হইতেছিল—যোশীকে দুই একটা জায়গা সে পড়িয়াও শুনাইয়াছিল। মোহিতের মনের অবস্থা সাধারণ গতিতে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া যোশীও একটু আশ্চর্য বোধ করিতেছিল, এবং ফাষ্টক্লাশ ডেকে একবার শীলা রজাস' এর সম্মুখীন হইয়া মোহিতের মনের এই প্রকৃতিস্বভাৱটা দৃঢ় করিয়া তুলিবে কিনা ভাবিতেছিল।

চা'এর পর দুপুরবেলার প্রোগ্রাম মত তাহারা গেল ফাষ্টক্লাশ জিম্‌ন্যাসিয়াম্ আর স্নুইমিং বাথ দেখিতে। জিম্‌ন্যাসিয়াম্ ছিল তখন খালি, মোহিত আর যোশী মহা উৎসাহে সেখানকার সাজসরঞ্জাম নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল।....কলের ঘোড়া দেখিয়া মোহিতের অত্যন্ত হাসি পাইল। বলিল, সমুদ্রের বুকে বুঝি এমনি ক'রে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়?

তাহারপর স্নুইমিং বাথ এর পালা। যোশী বলিল, এবার হস্ত কিছু রঙীন জিনিষ চোখে পড়বে।....মোহিত একটু বিরক্তিসূচক ক্রভঙ্গী করিল।

আসলে কিন্তু সেরকম রঙীন কিছুই চোখে পড়িল না। স্নানের পালা আরম্ভ হয় সন্ধ্যার ঠিক আগে, তাই তখন স্নানার্থী-স্নানার্থিনী বড় কেহ ছিল না। মোহিত আর যোশী কাছেই একটি রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল।

মোহিত বলিল, চল, এবার কুপালানির কাছে যাই।

যোশী বাধা দিয়া বলিল, আর একটু অপেক্ষা কর....বেশ সুন্দর বাতাস বইছে এখানে....

খানিকক্ষণ পর তাহারা যখন নীচের ডেকের দিকে রওনা হইবে এমন সময় পথে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটয়া গেল।

সুইমিং ডেকের সিঁড়ি দিয়া উভয়ে নীচে আসিতেছিল, মোহিত আগে আর যোশী পিছনে। এমন সময় তাহারা দেখিল সিঁড়ির পায়ে কাছ দাঁড়াইয়া একজন পুরুষ এবং একটি মেয়ে—দুইজনেরই পরিধানে সুইমিং কষ্টিউম্। মেয়েটি আর কেহ নয়—শীলা রজাস'। সুইমিং কষ্টিউম্ এর উপর একটা বাথ্ গাউন জড়ান—নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে।....কষ্টিউম্-এর আঁটসাঁট বাঁধুনীতে তাহার দেহের প্রত্যেকটি রেখা যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল অগ্নিশিখার মত....আর তাহার হাঁটবার লীলায়িত ভঙ্গীটি মোহিতের মনে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছিল।

সম্ভের লোকটিকে মোহিত চিনিতে পারে নাই কিন্তু যোশী দেখিয়াই চিনিয়াছিল—সে ছিল কর্নেল গ্রীণ। খুব হাসিতে হাসিতে কর্নেল গ্রীণ শীলার পাশাপাশি আসিতেছিলেন।

শীলা আর কর্নেল সিঁড়ি দিয়া উঠিতে যাইবে এমন সময় লক্ষ্য করিল দুইটি ছেলে সিঁড়ির অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া আছে—নামিবার প্রতীক্ষায়।

মোহিত পলকের জগু খতমত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যোশী তাহার বাহুটি ধরিয়া তাহাকে সিঁড়ির একপাশে টানিয়া আনিল, আগস্তুক এবং তাহার সহচরীকে পথ ছাড়িয়া দিবার জগ্বে।

শীলা মোহিত এবং যোশীকে দেখিয়া মুহূর্তের জগু রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল....হয়ত বা তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল সাহসের সহিত মোহিত ও যোশীকে সম্ভাষণ করে। তাই সিঁড়ি দিয়া উঠিবার আগে সে একটু দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

কর্ণেল গ্রীণ শীলার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অবস্থাটা যে একটু অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে তাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষু এড়ায় নাই। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া নিবার প্রয়াসে তিনি শীলার বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, দেৱী হ'য়ে যাচ্ছে, মিস্ রজাস', চটপট উঠে পড়ো....

কর্ণেলের কথায় এবং স্পর্শে শীলার চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। দম্কা একটা হাওয়ার মত সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সে স্নাইমিং বাথের দিকে ছুটিয়া পলাইল।... যোশী বা মোহিতকে একটা সম্ভাষণ করিবার সাহস পর্যন্ত তাহার হইলনা, অশান্ত মন নিয়া সজোজাত ঝরণার গতিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কর্ণেল গ্রীণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে সিঁড়ি দিয়া উঠিলেন। যোশীকে দেখিয়া সাক্ষ্য-সম্ভাষণ জানাইলেন। যোশী অস্ফুটস্বরে তাহার প্রতি-উত্তর করিল।

মোহিত এতক্ষণ যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ণেল গ্রীণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেই সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া শীলার উদ্দেশে উচ্চারণ করিল, ছিঃ !

ডেকপ্যাসেঞ্জারদের আস্তানায় যাইবার সিঁড়ির সন্মুখে আসিতেই মোহিত হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, একা যাও এখন, যোশী, আমি একটু পরে আসছি।

যোশী বুঝিল মোহিত খানিকক্ষণের জন্তে নিজের মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়। সে আর কোন আপত্তি না করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

রুপালানি তাঁহার আগের জায়গাটিতে ছিলেন না। তাঁহার লোটা-

কম্বল পুরাণো জায়গায়ই পড়িয়া ছিল, কিন্তু তিনি গিয়াছিলেন জাহাজের সম্মুখভাগে। যোশী তাঁহাকে অতি সহজেই খুঁজিয়া নিল।

যোশীকে আসিতে দেখিয়া কৃপানালির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটা লোহার নঙ্গরের উপর চাদর বিছাইয়া বসিয়াছিলেন, যোশীকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আইয়ে বাবুজী....

যোশী বলিল, বেশ জায়গাটি খুঁজে বার ক'রে নিয়েছেন কিন্তু!

হাসিয়া কৃপালানি বলিলেন, আমাদের ত সৌখীন আরাম কেদারা আর অর্কেষ্ট্রার গান জুটবেনা, বাবুজী, আমাদের কোন রকমে টিকে থাকলেই হ'ল! তবে ভগবানের দয়ার কণা থেকে আমরাও বঞ্চিত হইনে....সমুদ্রের জল, ফুরফুরে হাওয়া আর আকাশের গায়ে হোরিখেলার ছবি কারোই একচেটে নয় ব'লে এই জায়গায় বসেও তার আশ্বাদ আমরা মাঝে মাঝে পাই!

জায়গাটা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, এদিকে ওদিকে নঙ্গর, লোহার শিকল, দড়িদড়া, অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চি প্রভৃতি ছড়ানো.... কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে, সেখানকার গভীর নীরবতা ভাঙ্গিতে কোন লোকেরই সমাগম ছিল না। দূরে উপরে ফাষ্টক্লাশ ডেক হইতে হাসির লহরী ভাসিয়া আসিতেছিল বাতাসের সঙ্গে।

কৃপালানি একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিলেন, ওরা চোখের উপর দূরবীণ লাগিয়ে মেঘ আর জলের বিশ্লেষণ করছে, বাবুজী, আর আমি আমার শাদা চোখ দিয়ে দেখছি ঝাপসা একটা রেখা! ওদের মনে কৌতূহল আছে প্রচুর, সময়ের দামও ওদের বেশী—আর আমি আমার নিরবচ্ছিন্ন অবসর নিয়ে মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিয়ে চলেছি একটি আকাশকুম্বের দিকে তাকিয়ে, বিশ্লেষণ করবার উত্তেজনা আমার মনের ত্রিসীমানায় ঠাঁই পাচ্ছেনা!

যোশী চুপ করিয়া শুনিতেছিল... রূপালানির কথার স্রোতে বাধা দিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না।

রূপালানি প্রশ্ন করিলেন, তোমার সেই বন্ধুটী কোথায় গেল, বাবুজী ?  
—ও আমার সাথেই আসছিল, হঠাৎ কী মনে হওয়ায় থমকে দাঁড়াল, বললে, একটুখানি পরে আসবে !

একটুখানি চিন্তিতসুরে রূপালানি বলিলেন, ছেলেমানুষী ভাবটা তোমার বন্ধুর মন থেকে এখনও যায়নি' বাবুজী !...ওর সর্কাজে যেন একটা উচ্ছ্বাস—এতদিন ছিল যা' বন্ধ, জাহাজে উঠে বোধ হয় সাগরের বাতাস লেগে তা' উঠেছে ফেনিল হ'য়ে !...মনের উপর যে কৃত্রিম একটা আবরণ ছিল সেটা গেছে সরে, তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে তার কল্পপ্রবণতা, নয় কি বাবুজী ?

যোশী রূপালানির চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল, বলিল, আপনি কী ভীষণ লোক চেনেন, রূপালানিজী !

হাসিয়া রূপালানি বলিলেন, পাগল !...আমি কতটুকুই বা দেখেছি বা পড়েছি ?...তোমাদের জ্ঞান আমাদের চেয়ে কত বেশী !

গভীরসুরে যোশী বলিল, অমন কথা বলবেন না, রূপালানিজী !... আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু এই ভেবে কেন এতদিন আপনাকে খুঁজে বার করিনি'...ক'টা দিন শুধু শুধু নষ্ট হ'য়ে গেছে !

যোশীর হাতের উপর একটা চাপড় মারিয়া রূপালানি বলিলেন, তুমিও ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে, বাবুজী !...নতুনের মাধুর্য্য বড় ভয়ানক—সেটা তোমায় পেয়ে বসেছে এখন।

কথাটা আংশিকভাবে হয়ত সত্য, তবু যোশী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কিন্তু এমন অনেক নতুনত্ব আছে যা' কখনও পুরাণো হয় না !

হাসিয়া রূপালানি বলিলেন, সেটা বিচার করবার সময় এখনও



আসেনি, বাবুজী...পুরাণো হবার মুহূর্ত্ত যখন আসবে তখন সেটা পরখ ক'রে দেখো !

কী একটা কথা মনে হওয়ায় যোশী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনার বয়স কত, রূপালানিজী ?

—আন্দাজ কর দেখি....

—পঞ্চাশ ?

—আমাকে কি ততখানি বুড়ো দেখায়, বাবুজী ?

একটুখানি লজ্জিত হইয়া যোশী বলিল, না, ঠিক নয় ...আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে বোধ হয়, নয় কি ?

হাসিয়া রূপালানি বলিলেন, হ'লনা, বাবুজী...আমার একটি ধমকেই তুমি কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে গেলে !...আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে...দেশে আমার বড় ছেলে আছে, দোকান করছে, তার বয়সই ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ হ'তে চলল !

সম্ভ্রম এবং বিষয়পূর্ণ চোখে যোশী বলিল, আপনি আমায় কক্ষভ্রষ্ট করেছেন বলে আমার একটুও লজ্জা হচ্ছে না, রূপালানিজী...আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ লোককেও আপনি কক্ষচ্যুত করতে পারেন ।

এমন সময় হাসিমুখে মোহিত আসিয়া উপস্থিত হইল । রূপালানির দিকে তাকাইয়া বলিল, মনটা একটু বেপরোয়া হ'য়ে গিয়েছিল, রূপালানিজী, তাই খোলা বাতাসে সেটাকে স্তম্ভ ক'রে আনলুম....

রূপালানি সম্মেহদৃষ্টিতে মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার জন্ম কেন যেন আমার ভয়ানক ভয় হয়, বাবুজী ! তোমাকে দেখলে আমার নাতিটার কথা মনে পড়ে, সে তোমারই বয়সী হবে, কিংবা হয়ত

তোমার চেয়ে বছরখানেকের ছোট.....তোমার মত অশ্রুমনস্ক কল্পনাপ্রবণ  
মন তারও....

মোহিত বলিল, জানইত, রূপালানিজী, এ হচ্ছে বাতাসের দোষ....  
বাতাস যদি মনকে চঞ্চল ক'রে দেয় তবে আমি আর কী করতে পারি ?

তিরস্কারসূচক কণ্ঠে রূপালানি বলিলেন, এ আমি কখনই মানতে  
রাজী নই, বাবুজী...বাতাস ত বইবেই, সমুদ্রের দোলা গায়ে এসে ত  
লাগবেই, তাই ব'লে কি তাতে মন এলিয়ে দিয়ে থাকাটা খুব সমীচীন ?

মোহিতের তর্কের স্পৃহা চাপিয়া উঠিয়াছিল। রূপালানির মনের  
স্বচ্ছতা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তর্ক  
যদি সে করে তবুও রূপালানির মনের স্বচ্ছ স্নেহ তাহাতে একটুও  
কমিবেনা। বলিল, আপনি আগে থেকেই ধরে নিচ্চেন, রূপালানিজী,  
যে বাতাস এবং সমুদ্রের এই চঞ্চল-করিয়ে-দেওয়া স্বভাবটা খারাপ,  
অস্বতঃ কৃত্রিম—তাই আপনি উপদেশ দিচ্ছেন, সাবধানে চলো !....আমি  
যদি সেটা না মানি ?

রূপালানি বলিলেন, তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারছি, বাবুজী,  
তোমার কথাযে একেবারে ভুল এমন কথা আমি বলতে পারিনে, কারণ যা'  
স্বভাবজ তার সাথে আমার ঝগড়া কোনদিনই নেই।....তবু আমার মনে  
হয় তুমি যখন আকাশ-বাতাসের এই ছরস্তুপনা থেকে নিজেকে মুক্ত  
করবার চেষ্টা করছ তখন এই চেষ্টাটাই তোমার স্বভাব, চঞ্চল-হয়ে-  
যাওয়াটা তোমার স্বভাবের বাইরে !

হাসিয়া মোহিত বলিল, কিন্তু এমনও ত' হ'তে পারে যে আমার  
স্বভাব হচ্ছে দুটো এবং তাতে সংঘাত লেগেছে আজ !....তাদের সামঞ্জস্য  
করতে পারছি না বলেই নিজের খেয়ালমত একটাকে বড় ক'রে আর  
একটাকে নিশ্চূর্ণ করবার চেষ্টা করছি !

সন্ধ্যার ছায়ায় মোহিত এবং যোশী যখন উপরে নিজেদের ডেকে ফিরিয়া আসিল তখন মোহিতের মন অনেকখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সারাটা পথ সে যোশীর সঙ্গে কৃপালানির কথা আলোচনা করিতেছিল... কৃপালানির সঙ্গে পরিচয় তাহার মনের একটা অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছিল। ...শিল্পীর অনুভূতি নিয়া এই অভিজ্ঞতাটুকু সে নানা রংএ রঞ্জিত করিয়া দেখিতেছিল, এক অননুভূতপূর্ব অনুবেদনার সঞ্চার সে উপলব্ধি করিতেছিল।

\* \*  
\*

\*

\* \*

সোমবার জাহাজ স্নেহে যখন পৌঁছিল তখন ভোর হইয়া গিয়াছে । ইহার আগের সোমবারটিতে মোহিত দেশের মাটির নিকট হইতে বিদায় নিয়াছিল—এবার তাহাকে বিদায় নিতে হইবে শুধু দেশের নিকট হইতে নহে, সমস্ত প্রাচ্যভূমির স্নেহ-আলিঙ্গনের বন্ধন হইতে ।....অজানা দেশে সে চলিয়াছে—কতদিনের জন্ত কে জানে ?....জলে ভাসা অবধি জাহাজের দোলানি থামে নাই, উত্থানপতনের বেগ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয় নাই একবারও ।

শীলার সঙ্গে এ কয়দিন তাহার দেখা হয় নাই । সেই যে সেদিন সুইমিং-বাথের সিঁড়ির কাছে একটা খণ্ডদৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল তাহার পর সে যেন একেবারে চিরদিনের জন্ত নেপথ্যে সরিয়া গিয়াছিল, ভুলিয়াও সে সেকেণ্ডাক্সের সীমানায় আর পা' দেয় নাই ।

যোশীর এক একবার তীব্র ইচ্ছা হইতেছিল শীলা রজাস'এর কাছে ষাইয়া কথা বলে, মোহিতের প্রতি তাহার ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বেগ কোথায় অন্তর্হিত হইল প্রশ্ন করে । কিন্তু সে যে সেদিন তাহাদিগকে না চিনিবার ভাণ করিয়া সম্ভাষণটুকু পর্য্যন্ত করে নাই তাহার অপমানবেদনা তাহার মনে ভীষণভাবে বাজিয়াছিল । তাহার পর যখন সে দেখিল মোহিতের বিক্ষুব্ধ মনও শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখন সে ভাবিল, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা নিয়া আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া কী লাভ ? ক্ষতকে নাড়িয়া চাড়িয়া নূতন করিয়া দেওয়ায় ত কোন সার্থকতা নাই !

বিক্ষুব্ধ চিত্ত যদি সত্য সত্যই শান্ত হইয়া গিয়া থাকিত তাহা হইলে কোন কথাই ছিলনা, কিন্তু মোহিত নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না তাহার

মন শান্ত হইয়া গিয়াছে কি না। বাহিরের সমতাতে ত আর অন্তরের সমতার পরীক্ষা হয়না, আর অন্তরের সমতা বিচার করিবার মত শক্তিও যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল!...সাগর দোলায় যে ঢেউ ওঠে তাহা কি শুধু জলের উপরেই খেলে, না দোলানির সংঘাতে অভ্যন্তরেও একটা ফল্গুশ্রোত প্রবাহিত হয়?

সে নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে তাহার মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নাই। তাই যোশী যখন কৃপালানির কাছে প্রস্তাব করিল মিশরের পিরামিড স্কিফ্‌স্ দেখিয়া না আসাটা ভয়ানক একটা নিরুদ্ভিতার কাজ হইবে তখন সে গভীর উৎসাহে তাহাতে সম্মতি দিল।

কৃপালানি বলিলেন, বাবুজী, আমি মুখখু সূখখু মানুষ, তোমাদের বিজ্ঞা নিয়ে ত' ওসব জিনিষ আমি দেখব না, আমি দেখব আমার সহজ বুদ্ধি দিয়ে। আমার সাধারণ চোখ দিয়ে দেখব একটা সভ্যতার বিকাশ যার আলো বহু শতাব্দী আগে আমাদের দেশের মত আরেক দেশে ফুটে উঠেছিল।...তবে তোমাদের সংসর্গ এই বৃডো বয়সে ভালো লাগে দেখতেই পাচ্ছ...লোভ সামলানো দায়!

সুয়েজ্ হইতে পোর্ট সেড্ পর্য্যন্ত জাহাজ ষাইতে আঠার ঘণ্টা লাগে। ঠিক হইল, যোশী, মোহিত আর কৃপালানি তিনজনে ট্যাক্সি করিয়া ষাইবে মরুভূমির ভিতর দিয়া। প্রথমে কায়রো সহরটা দেখিয়া সেখানে কোন একটা রেস্ট'রায় লাঞ্চ খাইয়া বিকালের দিকে ষাইবে পিরামিড্ আর স্কিফ্‌স্ দেখিতে...কায়রোর উপকণ্ঠে। সেখান হইতে ট্রেনে করিয়া তাহারা আসিবে পোর্ট সেডে, জাহাজ ধরিবে সেখানে।

সুয়েজে জাহাজ ভিড়িবার আগেই যোশী ষ্টুয়ার্ডকে তাহাদের প্রোগ্রাম জানাইল। ষ্টুয়ার্ড বলিল, ট্যাক্সি পাইতে তাহাদের কোন অসুবিধা

হইবেনা, তাহারা যদি বড় একটা পার্টি করে তবে মোটরবাস্‌এরও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

মোহিত প্রশ্ন করিল, পথে যদি কোন ব্রেক্‌ডাউন্ হয় তাহ'লে কী উপায় হবে?...ষ্টুয়ার্ড একটু হাসিল। বলিল, তার উপায় করবে ড্রাইভার....আমাদের জাহাজ নির্দিষ্ট সময়টিতে পোর্ট সেড্‌ ছাড়বেই!

মোহিত ক্ষণেকের জন্ত একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ষ্টুয়ার্ড হাসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ব্রেক্‌ডাউন খুব ক্‌চিৎ হয়, আর যদিও বা হয় তার জন্তে কারো পোর্ট সেডে জাহাজ ধরাটা আটকে থাকেনা।

কৃপালানি কথোপকথনের মন্ত্‌ গুনিয়া বলিলেন, ব্রেক্‌ডাউন হ'লে কোনই ভয় নেই, বাবুজী....আমি কলকজ্‌জার বিষয় একটু আধটু জানি.... আর যদি কপালে মিশরের ভাত লিখে থাকে তাহ'লে না হয় তার স্বাদটুকু নেওয়া যাবে....কী বল?

ট্যান্‌কি করিয়া তাহারা রওনা হইল মরুভূমির মধ্য দিয়া। কৃপালানির নিকট মরুভূমি নূতন জিনিষ কিছুই নহে, রাজপুতানা আর সিন্‌ক্‌এ ইহার খানিকটা আভাষ সে দেখিয়াছে। যোশী আর মোহিত কিন্তু দেখিয়া ভয়ানক পুলকিত হইয়া উঠিল।

একটা ছোটখাট ওয়েসিস্‌এর পাশ দিয়া তাহারা যখন যাইতেছে যোশী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আজ অনেকগুলো দল কিন্তু এপথ দিয়ে যাবে, মোহিত....আমাদের শীলা রজাস্‌এর সাথে যদি হ'য়ে দেখা যায় তাহ'লে চম্‌কে উঠো না কিন্তু...

তাচ্ছিল্যপূর্ণ স্বরে মোহিত জবাব দিল, তুমিও যেমন!....যেন শীলা রজাস্‌এর ভাবনায় আমার ঘুম হয়না!

রূপালানি ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, ঐৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন, শালা রজাস'টী কে ?

যোশী কিছু বলিবার আগেই মোহিত বলিল, একটি মেয়ে, পশ্চিম দেশের প্রতীক বললেও চলে...বিদ্যুৎ আছে যথেষ্ট অন্ততঃ তার গুণগুলো তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিद्यমান...

রূপালানি ঠিক বুদ্ধিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলেন, তার মানে ?

—মানে আর কিছুই নয়—তিনি বিদ্যুতের মত একটুখানি চমক দেখান মাঝে মাঝে, ভাবেন তাঁর ঝলকে সবাই উদ্ভাসিত হ'য়ে যাবে !... কিন্তু তাঁর ক্ষণিক ঝলকের ফল হয় এই যে মুহূর্তের আলোর পর সবই হ'য়ে আসে অন্ধকার। যারা উদ্ভাসিত হন তাঁদের চোখে তাঁর ছবি কতক্ষণ থাকে জানা যায়নি', তবে অনেকের মধ্যে তা' স্থায়ী হয়না একথা আমি শুনেছি !

মোহিতের কথার তীব্রতা দেখিয়া যোশী একটু হাসিল। রূপালানি গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

কায়রোর দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখিয়া তাহারা ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিল, একটা মিশরীয় কোন রেস্ট'রায় নিয়া যাইতে। প্রস্তাবটা আসিল রূপালানির নিকট হইতে। বলিলেন, যে দেশের এত সব প্রাসাদ, দুর্গ আর মস্জিদ দেখলুম সেখানকার আহাৰ আর পানীয় কেমন দেখা যাক্।

কায়রোর বাজারের বিসর্পগতি গলিগুলির মধ্য দিয়া আকিয়া বাঁকিয়া একটা মিশরীয় রেস্ট'রায় যাইয়া তাহারা উপস্থিত হইল। যোশী একটু আধটু ফরাসী জানিত, সে অর্ডার দিবার ভার গ্রহণ করিল।

বিচিত্র মিশরীয় পোষাকপরিহিত ওয়েটার আসিয়া জানাইল যে খাবার তৈরী হইতে প্রায় আধঘণ্টা দেবী হইবে।

যোশী ভয়ানক বিরক্ত হইয়া বলিল, এরাও কি আমাদের দেশেরই মত ? সামাগ্র খাবার তৈরী হ'তে লাগবে একঘুগ ?

রূপালানি সাস্তনার সুরে বলিলেন, রাগ ক'রোনা, বাবুজী, পূবদেশের আবহাওয়ার শেষ ত এখানেই, সেটুকু না হয় প্রসন্ন মনে মেনে নাও ! তারপর যখন উদ্দাম গতির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়বে তখন এই আলস্ত-ভরা গতিহীনতার অভাব অনুভব ক'রে হয়ত মনে দুঃখও পাবে !

মোহিত বাহিরের জনপ্রবাহ এবং তাহার কোলাহল লক্ষ্য করিতেছিল। খাবার তৈরী হইতে দেরী হইবে শুনিয়া সে প্রস্তাব করিল যে ইতিমধ্যে মিশরের বাজারের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসা যাইতে পারে !...তাহারপর একটুখানি আরক্ত মুখে সে বলিল, তা'ছাড়া এদের মেয়েদের অবগুষ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কালো চোখের যা' চাউনী দেখছি তাতে আমার মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে সেটা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।

যোশী আর রূপালানি কিন্তু তখনই সেখান হইতে উঠিতে রাজী হইলনা। বলিল, মিশরসুন্দরীদের কটাফ আর মিশরসুন্দরদের বাজার ত এখনই শেষ হ'য়ে যাচ্ছে না, ফেরবার পথে সে সব ভালো ক'রে দেখা যাবে !

মোহিতের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বলিল, আমি একটু ঘুরে আসি, যোশী...আধঘণ্টা শেষ হবার আগেই ফিরে আসব অবশি !

যোশী এবং রূপালানি বলিল, দেখো, পথ হারিয়ে যেয়োনা কিন্তু... এখানকার সুন্দরীদের মানুষ ভুলাবার সুনাম আছে মোহিত....

মোহিত হাসিয়া বলিল, যদি পথ হারিয়েই যাই তাহ'লে পিরামিডের মরুর সম্মুখে দেখা হবে নিশ্চয়ই !



কথাটা সে বলিয়াছিল উপহাসের সুরেই....সেটা যে সত্য সত্যই ঘটবে তাহা সে কল্পনা ও করে নাই।

রেশুরা হইতে বাহির হইয়া মোহিত সোজা বাঁ-দিকে চলিয়া গেল। খানিক দূরে যাইয়াই প্রকাণ্ড বাজার, তাহার গোলক ধাঁধার মধ্যে সোজা ঢুকিয়া পড়িল সে, কোন প্রকার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই।

একটা দোকানের মো-কেস্‌এর বাহিরে সে মিশরের গৃহশিল্পের অর্ঘ্যসস্তার মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিল এমন সময় ভিতর হইতে একজন লোক আসিয়া পরিষ্কার ইংরাজীতে তাহাকে বলিল, দয়া ক'রে একবার ভেতরে আস্বেন কি?....আপনার ভালো-লাগুতে-পারে এমন ছ'একটা জিনিষ আপনাকে দেখাতে পারি....

প্রথমে মোহিত ভাবিল যে দোকানের ভিতর ঢুকিলেই অসম্ভব রকম দেরী হইয়া যাইবে, ওদিকে রেশুরায় হয়ত খাবার সম্মুখে নিয়া যোশী আর কুপালানি বসিয়া থাকিবে। কিন্তু কতকটা নিজের কৌতূহলে, কতকটা দোকানদারের আগ্রহে সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

দোকানি ছোটখাট নানা জিনিষ তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। মোহিত প্রশংসমান চোখে সে সব পরীক্ষা করিতেছিল এবং মনে মনে ভাবিতেছিল আরক স্বরূপ ছোট একটা কিছু কিনিয়া নিয়া যাইবে কিনা, এমন সময় সে ভয়ানক ভাবে চমকাইয়া উঠিল তাহার বাঁ-পাশে একটি মেয়ে-কণ্ঠে সস্তাষণ শুনিয়া : কেমন আছ, মোহিত ?

পাশ ফিরিয়া দেখিল, শীলা রুজাস'....একা....

মুহূর্তের মধ্যে মোহিতের মনের এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ হাল্কা হইয়া গেল—অভিমান এবং বিরক্তির ছায়া অপমৃত হইয়া অত্যন্ত

নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান তাহার মর্শ্বের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ফুটাইয়া তুলিল। একটা অস্বাভাবিক এবং অসাময়িক ঘুম হইতে যেন সে জাগিয়া উঠিল।

কী যে বলিবে মোহিত প্রথমে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। শীলা বোধ হয় তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই প্রথম প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার প্রশ্ন করিল, কিছু কিন্তে চাচ্ছ বুঝি ?

এবার মোহিত কথা বলিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাইল, অর্ধক্ষুণ্ট কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ.....এতগুলো জিনিষ সম্মুখে ফেলে দিচ্ছে, এর কোনটা যে নেব ঠিক করতে পারছি না...

শীলা ডানদিকে একটু ঝুঁকিয়া জিনিষগুলি গভীর উৎসাহের সহিত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।....সিগারেটের নল, সিগারেটের কেস, কলম, ছুরী, প্রবালের এবং কাচের মালা, পাউডারবক্স, আয়না, মেয়েদের ভ্যানিটি-ব্যাগ, রং-বেরংএর পাথর, টাই, মোজা—অসংখ্য এবং অগুণ্টি, সবগুলোর মধ্যেই মিশরের কোন বিশেষ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক ছাপ....

শীলা হাসিয়া বলিল, আমার পছন্দ কি তোমার মনে ধরবে ?

—কেন ধরবে না ?

—তাহ'লে এটি নাও।....বলিয়া সে ক্রমে বাঁধান ছোট একটি পিরামিড আর ফ্লিক্সস্‌এর ছবি তুলিয়া ধরিল।....মিশরীয় এক আর্টিষ্টএর আঁকা, মরুভূমির আকাশ হইয়া আসিয়াছে কালো, বাতাসে ধরিয়াছে গুমোট্...যেন প্রলয়ের আবাহন। আর তাহারই মাঝখানে ফ্লিক্সস্‌এর ক্রকুটি-কুটিল মূর্তি পথ আগুলাইয়া বসিয়া আছে বিশ্বস্ত প্রতিহাবীর মত... মিশর-সম্রাটদের সমাধিগুলি পাহারা দিতে।

ছবিটি মোহিতের খুবই পছন্দ হইল। সে দাম জিজ্ঞাসা করিতে ষাইতেছিল, এমন সময় শীলা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, এবার তোমার পালা, মোহিত...তুমি আমার জন্মে একটা উপহার বেছে দাও দেখি...

মোহিত ভয়ানক মুস্থিলে পড়িল, বলিল, কিন্তু তোমার কোন্টা পছন্দ-অপছন্দ হ'বে তা যে আমি জানিনে...

যেন ভয়ানক ছেলেমানুষের মত মোহিত প্রতিবাদটা করিয়াছে এমন একটা ভাব দেখাইয়া শীলা বলিল, বাঃ রে!...আমি তোমার জিনিষটা পছন্দ করলুম কী ক'রে?

সত্যই ত! এই কথার জবাব দিবার কিছু মোহিতের ছিল না। সে নতশিরে জিনিষগুলি নাড়াচাড়া করিয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া ছোট একটা পাউডার-বক্স শীলার সম্মুখে ধরিল। তাহার ঢাকনার উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবিওয়ানা ভাষায় লেখা দুইটা লাইন, আর নাইল্ নদের ছবি—সবটা এনামেলেব কাজ করা।

শীলা প্রস্তাব করিল যে মোহিতের ছবিটির দাম দিবে সে, আর মোহিত দিবে তাহার পাউডার-বক্সটির দাম। মোহিত তাহার প্রস্তাবে অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

—একটুখানি খুসার কাছে আত্মসমর্পণ এ...

মোহিত আর কোন আপত্তি করিল না।

দাম চুকাইয়া দিয়া দুইজনে যখন দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল তখন মোহিতের মনে পড়িল যোশী আর কৃপালানি তাহার অপেক্ষায় রেস্ট'রায় বসিয়া আছে। তাড়াগাড়ি ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিল দোকানের হাওয়ায় এবং শীলার সংসর্গে কখন যে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে সে টেরও পায় নাই।

শশব্যস্তে সে বলিল, আমায় এখনুনি যেতে হবে, শীলা, যোশী আর আর একটি বন্ধু আমার জন্তে এক রেস্ট'রায় বসে আছে...

শীলা বলিল, রেস্ট'রায়? কোথায় সেটা?

—এই বাজারের বাইরেই—একটা মিশরীয় রেস্ট'রা।

—বাজারের বাইরেই ত? একটা জুয়েলারের দোকানের পাশে?  
আমার ট্যাক্সিও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, চলো...

—তুমিও কি সেখানেই যাচ্ছ, শীলা?

—হ্যাঁ, তোমার আপত্তি নেই ত?

মোহিত একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, না, না, আপত্তির কথা বলছি না... তোমার সঙ্গীসার্থীরা সব কোথায়?

ভারী চমৎকার একটি হাসি হাসিয়া শীলা জবাব দিল, আজ আমি সঙ্গীসার্থীর বন্ধন এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি, মোহিত... মরুভূমির মাঝ থেকে একটি সহচর খুঁজে নিতে, বেহুইন বা কৃষক যেই হোক সে...

বাজারের গোলকর্ধাধার মধ্য দিয়া শীলা রজাস' যখন তাহাকে জুয়েলারের দোকানের পাশে এক মিশরীয় রেস্ট'রার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল তখন মোহিত দেখিল যোশী আর কুপালানি যেখানে ছিল এ সে রেস্ট'রা নয়।... কায়রোর বাজারে জুয়েলারের দোকানের পাশে যে এত মিশরীয় রেস্ট'রা রহিয়াছে তাহা কে জানিত?

সে শীলাকে জানাইল যে সে ভুল জায়গায় আসিয়াছে।

—তাই ত, এখন কী করা যায়?

ট্যাক্সিওয়ালাকে মোহিত প্রশ্ন করিল। ট্যাক্সিওয়ালা বলিল বাজারের

আশেপাশে এরকম অন্ততঃ পঞ্চাশটা রেস্টুরা আছে, রাস্তার নাম না জানিলে খুঁজিয়া বাহির করা মুশ্কিল।

মোহিত রাস্তার নাম মুখস্ত করিয়া রাখে নাই, সে অসহায় ভাবে শীলা রজাস'এর দিকে তাকাইল। শীলা চিন্তিতসুরে বলিল, আমারই অগ্রায় হ'য়ে গেল, মোহিত....তোমার বন্ধুরা ভাববেন কী?

মোহিত বলিল, এস, একটু খোঁজা যাক, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে তাহ'লে দেখা মিলেও যেতে পারে ত।

টোক্লিওয়াল তাহাদের নির্দেশমত এদিক ওদিক প্রায় আধ-ঘণ্টাখানেক ঘুরিল, কিন্তু মোহিতের পরিচিত রেস্টুরার সন্ধান আর মিলিল না! ঘুণাঙ্করেও মোহিতের মনেই হইলনা যে তাহারা খুঁজিতেছে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, যোশী আর কুপালানি বসিয়া আছে বাজারের অপর সীমান্তে।

শীলা বলিল, তাহলে কী করবে, মোহিত?

মোহিত বর্তমানের শ্রোতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিল, কী আর করব?....ওরা ত পিরামিড্ দেখতে যাচ্ছেই....আমিও একটা টোক্লি নিয়ে সেখানে চলে যাই—দেখা সেখানে নিশ্চয় মিলবে....

শীলা একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, আমার সাথে আসতে তোমার আপত্তি আছে, মোহিত? আমিও ত সেখানে যাব....

মোহিত জবাব দিল, আপত্তি থাকলেও আপত্তি করবনা, শীলা। যার উপর হাত নেই সেই ভবিতব্য ব'লে পদার্থটা যখন আমায় এমন ঘোরাচ্ছে তখন তার সাথে সন্ধি করাই ভালো....

শীলা প্রস্তাব করিল, তাহ'লে কোথাও খেয়ে নেই, কী বল?.... তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়....

—খিদে ত বেশ পেয়েছে, শীলা, তবে খুব বেশী দেৱী করা উচিত

হ'বেনা, ওদের সাথে দেখা হওয়া চাইই কিন্তু.....নইলে বিষম একটা গোলমাল হ'য়ে যাবে !

—বেশী দেবী হবেনা, মোহিত । আর তোমার বন্ধুরা কি রোদ্‌টা একটু না পড়লে সেই মরুভূমির মাঝখানে যাবেন ?.....শুনেছি সেখানে আশেপাশে এক বিন্দুও জল নাকি নেই, সব ওয়েসিস্ শুকিয়ে গেছে বালুর ঝড়ে....

কথাটা সঙ্গত । পোর্ট সেডে পৌঁছবার ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যায়....এত শীগ্গীর তাহারা নিশ্চয়ই পিরামিড্ দেখিতে যাইবেনা....হয়ত বা বাজারের মধ্যে তাহার সন্ধান একটু ঘোরাফেরাও করিবে !

রেন্ড'রায় বসিয়া মোহিত অবাক হইয়া ভাবিতেছিল কী করিয়া এমন আচম্কা দেখার পরও তাহার আর শীলার কথাবার্তা এত সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া আসিল । যেন কিছুই হয় নাই....দুইজন বন্ধু যেন অপরিচিত কোলাহলের মধ্যে পরস্পরের সুর চিনিতে পারিয়া নিজেদের নিগূঢ় বন্ধনটিকে নিবিড় করিয়া নিয়াছে !

হঠাৎ শীলা রজাস' প্রশ্ন করিল, তুমি আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছিলে মোহিত, নয় কি ?

স্বপ্নোথিতের মত তন্দ্রাজড়িতসুরে মোহিত বলিল, ভয়ানক করেছিলুম কি না বলতে পারিনা, শীলা, তবে একটু করেছিলুম....এবং সেটা বোধ হয় রাগ নয়—বেদনা-মেশানো অভিমান....

খুবই খোলাখুলিভাবে মোহিত নিজের মনটি শীলার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল । এইভাবে তুলিয়া ধরিতে আর কেহই বোধ হয় পারিতনা. অন্ততঃ সাহস হইতনা অনেকেরই ।....শীলা গভীরসুরে বলিল, অভিমান কখন হয়, জানো ?

—জানি....

ছোট একটি উত্তর। ইহার মধ্যে না আছে উচ্ছ্বাস, না আছে দীপ্তি। কিন্তু অনুভূতির গভীরতার রঙীন আলোকে ছোট কথাটি ঠিকরাইয়া যেন স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছিল।

শীলা তাহার পাউডার-বক্সটি নিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, তোমার এই উপহারটি আমার কাছে চির-অমূল্য হ'য়ে থাকবে, মোহিত....

মোহিত কোন জবাব দিল না।

শীলা বলিতে লাগিল, জানি তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভেবেছ। সেসব প্রতিবাদ করবার মত শক্তি বা সাহস আমার নেই।.... তবে একটি অনুরোধ, সে সব আজকের কয়েকটি ঘণ্টার মত ভুলে যাও.... হঠাৎ-পাওয়া এমন অবসরটুকু নিশ্চল এবং ক্লেশহীন ক'রে তুলো না।

মোহিত বলিল, তোমার প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধা এবং প্রীতি যদি অটুট না থাকত, শীলা, তবে অভিমানের রেখাটুকু পর্য্যন্ত আমার মনে স্থান পেতনা, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

শীলার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল।

লাঞ্ছের পর ট্যাক্সি করিয়া তাহারা পিরামিড্ অভিমুখে রওনা হইল। ট্যাক্সিওয়ালা তাদের নির্দেশমত নাইলের পাশ দিয়া গাড়ী চালাইয়া নিয়া গেল। নয়নাভিরাম ঘনসবুজ গাছের শ্রেণী দুইধারে, পাশে নাইলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

শীলা মুগ্ধভাবে বলিল, কী সুন্দর!

মোহিত বলিল, এদেশের লোকে নাইলকে দেবতার মত পূজা

করে—এর জল হচ্ছে চাষীদের প্রাণ, এর গভীরতা আনছে বাণিজ্যের সম্ভার....

ট্যাক্সি নাইলের উপর বিশাল ব্রিজ অতিক্রম করিয়া চলিল পিরামিডের দিকে—মরুভূমির পথে। মোহিত বলিল, বেজায় গরম লাগছে না ?

—হ্যাঁ....এদেশে যদি এই নাইল না থাকত তাহ'লে এদের কী অবস্থা হ'ত !

মরুভূমির মধ্য দিয়া ট্যাক্সি চলিয়াছে। হঠাৎ ট্যাক্সিওয়ালার বলিয়া উঠিল, ঐ দেখুন, বাঁ-দিকে একটা জলের রেখা বলে মনে হচ্ছে, ওখানে আসলে কিন্তু সবটাই বালু....ও হচ্ছে মরীচিকা !

মরীচিকা !—ছেলেবেলায় ভূগোলে উহার সংজ্ঞা পড়িয়াছে, কল্পনার চোখে তখন কত কী ছবিই না আঁকিয়াছে !....এই সেই !

শীলা প্রশ্ন করিল, সত্যিই ওখানে জল নেই, মোহিত ?....আমি যে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি জলের উপর ঢেউএর রেখা !

মোহিত হাসিয়া বলিল, তোমার দিব্যচক্ষুও যে নির্ভুল নয় তার প্রমাণ হচ্ছে এখানেই....

—তুমি আমায় খোঁচা দিতে পারলে খুব খুসী হও, না মোহিত ?.... শীলা মোহিতের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল।

মোহিত একটু সঙ্কস্ত হইয়া বলিল, এই দেখ—আবার অভিমান হ'ল !....যাই বল, শীলা, তোমাদের মনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভার !

মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার হাতের পকেট গাইড বুকটা মোহিতের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া শীলা বলিল, এখনও বলবে অভিমান করেছি ?



ট্যান্সি যখন পিরামিডের সম্মুখে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন একপাল গাইড্ শীলা আর মোহিতকে ছাকিয়া ধরিল। শীলা আর মোহিত গস্তীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া তাহাদিগকে এড়াইয়া অগ্রসর হইল—যেন তাহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন! একটা গাইড্ কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইট্যলীয়ান, ডাচ্, স্প্যানিশ্, অ্যারবিব্ সব কয়টা ভাষায় প্রশ্ন করিয়া ও যখন কোন জবাব পাইলনা তখন তাহার শেষ অঙ্গ ছাড়িল মুখ এবং হাতের ভঙ্গী দিয়া ভাবপ্রকাশ।.....মোহিত ভয়ানকভাবে খুসী হইয়া লোকটাকে বক্শিস্ দিয়া বিদায় করিল, বলিল, এর পরও যদি আমরা বলি যে ওর ভাষা বুঝতে পারিনি' তাহ'লে ভয়ানক ভণ্ডামি করা হবে!

রোদ্দ যদিও তখন পড়িয়া আসিয়াছে তবু মরুভূমির বালু উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পিরামিড্ দেখিবার উৎসাহ ছুইজনেরই এত প্রবল যে সব অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা চলিল।

স্কিঙ্ক্‌এর সম্মুখে আসিয়া শীলা মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহিত বলিল, এই যে স্কিঙ্ক্‌ দেখছ এ হচ্ছে এখানকার প্রহরী  
....শান্তিসুপ্ত আত্মাদের বিশ্রামে যাতে কেউ বিঘ্ন না ঘটায় তারই জগ্গ  
এর স্থাপনা....

শীলা প্রশ্ন করিল, তুমি এসব বিশ্বাস কর, মোহিত?

—আমি যে দেশের মানুষ, শীলা, সেদেশে লোকে এরকম অনেক জিনিষই বিশ্বাস করে....

—আমি লোকের কথা জিজ্ঞেস্ করছিনা, মোহিত, তোমার কথা জিজ্ঞেস্ করছি....

—বিশ্বাস করি কি না জানিনে, তবে যারা সত্যি বিশ্বাস করে তাদের

অন্তরের গভীরতার কাছে আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে আমি একটুও ইতস্ততঃ করিনে'।

বড় পিরামিডের সম্মুখে আসিয়া মোহিত প্রস্তাব করিল যে সে ভিতরে ঢুকিবে—অভ্যন্তরে রাজা এবং রাণীর ঘরগুলি দেখিয়া আসিবে...

—উঠ্‌বার পথ আছে, মোহিত? ....

—গাইডবুক ত বলছে, আছে....তবে একটুখানি কষ্ট হবে তোমার....

—তুমি যাচ্ছ ত?

—হ্যাঁ....

—তাহ'লে আমিও যাব! তুমি কি মনে কর আমার সাহস তোমার চেয়ে কম? তা'ছাড়া দরকার হ'লে তুমি সাহায্য করতে পারবে ত?

সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির উপর দিয়া প্রায় হামাগুড়ি কাটিতে কাটিতে উভয়ে রাজা এবং রাণীর ঘর দুইটিতে প্রবেশ করিল। মোহিত শীলার হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিতে টানিতে নিয়া উঠিল। ঘরে আসিয়া শীলা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, মাগো! কী যে সখ তোমার!

সুন্দর গাভীর্যে ভরা ঘর।....কবে কত সহস্র বৎসর আগে মানুষ নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে—প্রাচীরের গায়ে তাহার রেখা এখনও বর্তমান!....মোহিত বলিল, জানো, এই ঘর যখন প্রথম আবিষ্কার হ'ল তখন এর মেঝেতে লোকে ছয় হাজার বছর আগেকার পায়ের দাগ দেখতে পেয়েছিল—আর তা' দেখে প্রথম আবিষ্কারক আনন্দে মূৰ্ছা গিয়েছিলেন!

—সত্যি?....শীলা বলিল।

তাহার মন কিন্তু তখন মোহিতের কথার দিকে ছিলনা। মনের দুঃসহ আবেগ ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল সহস্র-ধারায়....আজ

সমস্ত পৃথিবীর বাহিরে এই অর্ধ-আলোকিত কক্ষাভ্যন্তরে যেন সে দেখিতে পাইতেছিল নিজের আসল ছবিটি। তাহার সমস্ত সত্ত্বা লুপ্ত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল শুধু একটি তীব্র অনুভূতির শিখায়। এ যেন এক নূতন আরম্ভ, ইহার সমাপ্তি যে কোনদিন আসিবে তাহা তাহার চিন্তার গণ্ডীরেখার মধ্যেও আসিতেছিল না।

শীলা বলিল, আজ যদি তোমার সাথে এমন আচম্কা দেখা না হ'ত মোহিত, তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে কত বিশ্রী ধারণাই না পোষণ করতেন !

গভীর স্বরে মোহিত জবাব দিল, আমার তা' মনে হয়না, শীলা.... তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু খারাপ ভাববার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেসব প্রয়াস মরীচিকার মতই গেছে মিলিয়ে।....কী জানি কেন, পেছনের অন্ধকারের উপর আলোর ছবিটাই জ্বলে উঠেছে তীব্রভাবে....

খুব মৃদুকণ্ঠে শীলা বলিল, সে তোমার মহানুভবতা, মোহিত....

ইতস্ততঃ করিয়া গভীর স্নেহভরে শীলার হাত ছইখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়া তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া মোহিত বলিল, আমার মহানুভবতা নয়, শীলা....তোমার প্রাণের তরঙ্গধ্বনি এর জন্তে দায়ী....এর উত্থান-পতনের মধ্যে কী রহস্য লুকানো রয়েছে তা' আমি জানিনে, তবে তার যে ছন্দটুকু কানে শুনতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে—

বাধা দিয়া হঠাৎ শীলা প্রশ্ন করিল, আমরা ত এখন সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে নই, মোহিত, নয় কি ?

—না....

—তুমি কি মনে কর যে আমাদের মনের এই জানাজানিটুকু সম্ভব হয়েছে শুধু এই সাগরদোলায়, মোহিত ?....না, এর চেয়েও গভীর কোন সত্য এর পেছনে আছে ?

একটু চিন্তিতম্বুরে মোহিত বলিল, ভেবে দেখিনি', শীলা....এর  
জবাব পরে দেব....

শীলা আর কিছু বলিল না, ছোট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ  
করিয়া রহিল।

বাহিরে আসিয়া মোহিত বলিল, তাইত, যোশীদের দেখা যে পেলাম  
না! কী করি বলত, শীলা!

—ওরা কি তাহ'লে পিরামিড্ দেখতে আসেনি' ?

—আসা ত' উচিত ছিল। এত শীগ্গীরই দেখে চলে গেল, না  
আমারই খোঁজে কোথাও গিয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না যে!

পিরামিডের নিকটেই ছোট একটি কাফেতে বসিয়া তাহারা লেবুর  
রস খাইতেছিল এমন সময় মোহিত প্রশ্ন করিল. আজ তুমি হঠাৎ একা  
চলে এলে কেন, শীলা ?

একটুখানি ছুঁটামির হাসি হাসিয়া শীলা বলিল, তোমার খোঁজে....

—না, ঠাট্টা নয়....বলনা....

—সত্যি বলব ?

—বল...

—কেন যেন আজ সকাল থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে একটু  
মুক্তির হাওয়া আমার পক্ষে ভয়ানকভাবে দরকার। মিস্ হিল আর  
কর্নেল গ্রীণএর সংসর্গে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, মোহিত।....ওরা যেন  
ঘন অন্ধকারের প্রতীক, আমার মনের নানারংএর পাপড়ীগুলো ওদের  
ছায়ায় মলিন হ'য়ে আনুছিল, রুদ্ধ আবেগে সেগুলো যেন ঝুকিয়ে  
উঠেছিল।....তুমি আমার অবস্থাটা বিবেচনা ক'রে আমায় ক্ষমা করো,  
মোহিত....

আদ্র'কণ্ঠে মোহিত বলিল, তোমাকে ত' আগেই বলেছি, শীলা, তোমার উপর হয়েছিল আমার অভিমান। সেটা কেন হয়েছিল তুমি জানো এবং তা' হ'তে পারতনা যদি তোমার সম্বন্ধে আমার মনের কোণে একটু ছাপ না থাকত।....সে অভিমান অনেকক্ষণ কেটে গেছে—মনের সব ফাঁক এখন সুগভীর এক আনন্দে ভরে উঠছে।

শীলা প্রশ্ন করিল, সেদিন যখন তোমায় না চিন্‌বার ভাণ ক'রে চলে গিয়েছিলুম তখন তুমি খুব রাগ করেছিলে, না ?

—রাগ বিশেষ হয়নি, শীলা, হয়েছিল একটু ব্যথা।....একটা মূর্তিকে যদি বহু অনুষ্ঠান দিয়ে গড়ে তোলবার পর হঠাৎ টের পাওয়া যায় যে সেটা শুধু পাথরের, তার মধ্যে প্রাণ নেই, তখন মনে লাগে বিষম একটা আঘাত....শিল্পীর চোখ দিয়েও হ' এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

—তুমি চোখের জলও ফেলেছিলে, মোহিত ?

—একটুখানি....

সুকবিস্ময়ে শীলা চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেও পারে নাই যে তাহার কল্পনার অন্তরালে মোহিত তাহাকে এতখানি ভালবাসিয়াছে। অথচ, মোহিতের স্বভাবই এই যে সহজে সে তাহার মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলে না—নিজেকে নিয়া নিজের সঙ্গেই খেলা করিতে ভালবাসে বেশী....

মোহিত বলিল, এবার আমাদের উঠতে হবে, শীলা, নইলে ট্রেন ফেল কর্ব কিন্তু...

কায়রো ষ্টেশনে উভয়ে একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরায় উঠিতে যাইবে এমন সময় সম্মুখের এক গাড়ী হইতে যোশী তাহাদিগকে

ডাকিল। মোহিত কাছে যাইতেই যোশা হাসিয়া বলিল, বেশ যা' হোক!...মিস্ রজাস'এর মোহিনীশক্তি আছে তা' না হয় মান্‌লুম, কিন্তু তাই ব'লে কি ক্ষুধিত বন্ধুদের অমন ক'রে রেস্ট'রায় ফেলে পালিয়ে যেতে হয়?

ভয়ানক ভাবে লজ্জিত হইয়া মোহিত বলিল, আমার অগ্রায় হ'য়ে গেছে, যোশী...কিন্তু মিস্ রজাস'এর সাথে আমার আচম্‌কা দেখা হ'য়ে যাওয়াতেই এই গোলমাল হয়েছে!

শীলা মোহিতের কথায় সায় দিয়া বলিল, ওর কোনই দোষ নেই, যোশী, জিনিষ কিন্তে গিয়ে আমিই ওকে আটকে রাখি, তারপর পথ ভুলে যাওয়ায় তোমাদের খুঁজে বার করতে আমরা পারিনি'।

বলিয়া সে সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিল।

যোশী বলিল, এবারকার মত তোমাদের মাপ করছি, মিস রজাস' আর মোহিত, কিন্তু ভবিষ্যতে এত সহজে ক্ষমা মিলবে না তা' ব'লে রাখছি!

মোহিত এবার প্রশ্ন করিল, আমায় খুব খুঁজেছিলে কি যোশা?

—আমাদের সৌভাগ্য যে বেশা খুঁজতে হয়নি'। জান্তুম বাজারে গিয়েছ—সেখানে একটা দোকানের বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছি এমন সময় একটি ছোকরা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে আমরা কিছু কিন্তে চাই কিনা।...আমরা বল্‌লুম আমরা এক বন্ধুর খোঁজ করছি।...রংটা ত দেখ্‌ছ, ভুল করবার জো নেই...ছোকরাটি বলে উঠল, ওঃ, আপনার বন্ধু?...তিনি ত খানিকক্ষণ আগে এখান থেকে জিনিষ নিয়ে গেছেন, তিনি থাকতে থাকতেই আরেকজন মহিলা এলেন, তাঁর সাথে বেরিয়ে গেলেন।...আমরা তখন আঁচ ক'রে নিলুম ব্যাপারটা কী। তোমার সন্ধানে ঘোরা তখন আলেয়ার পেছনে ছোট্টা চেষ্টেও বেশা অনিশ্চিত মনে ক'রে সোজা চলে গেলুম পিরামিড্ আর স্কিফ্‌স্ দেখতে।

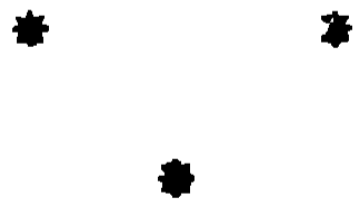
—ওঃ, তাই আমরা তোমাদের দেখা পাইনি সেখানে!....আমরা গিয়েছিলুম চারটের পরে...

কুপালানি এতক্ষণ গাড়ীর কামরার ভিতরে বসিয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এবার মুখটা জানালার কাছে আনিয়া বলিলেন, বাবুজী, অনাদিকালের এই সব রহস্যপূর্ণ লুকোচুরির সাপে আমাদেরও কিছু পরিচয় আছে...তাই আমরা নিশ্চিত মনে এখানে বসে আছি আপনাদের প্রতীক্ষায়....

শালা আরক্তমুখে একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। মোহিত তাহাকে ডাকিয়া কুপালানির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। বলিল, এর মুখের কথাগুলো হ'ল পাহারওয়ালার চোরধরা বৃষ-চক্ষু লঠনের মত—ঘাবড়ে যেয়োন! কিন্তু....

শালা হাসি মুখে কুপালানিকে অভিবাদন করিল। কুপালানি তাহাকে প্রতি-অভিবাদন করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিলেন, বাবুজীর কথায় বিশ্বাস করবেন না আপনি। আমি বুড়োমুড়ো মানুষ, অহিংস এবং নিতান্ত নিজ্জীব চেহারা আমার...

শালা একটু হাসিল।



\*

\* \*

শীলার ডায়েরী হইতে :

মঙ্গলবার, দুপুরবেলা। কাল রাতের শেষভাগেই আমরা পূব-দেশের সীমানা ছেড়ে চলে এসেছি। কর্ণেল গ্রীণ ত মুহূর্তে মুহূর্তে এসে আমায় প্রশ্ন করছেন, দেশের হাওয়া আমার কেমন লাগছে।... তাঁর মনটা ভয়ানকভাবে উৎফুল্ল, বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসছেন বলে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কর্ণেল, তুমি দেশে ফিরে যাচ্... সেখানে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার কে আছে ?

হেসে কর্ণেল বললেন, অভ্যর্থনা করবার কি আবার লোকের দরকার হবে না কি ? দেশের আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার সবই যে আমার প্রত্যাগমন করতে উৎসুক হ'য়ে উঠবে !

বললাম, মানছি ; তবু প্রশ্ন করছি, কর্ণেল...তোমার আত্মীয় কি কেউ নেই কর্ণেল ?

একটুখানি চিন্তা ক'রে কর্ণেল বললেন, আছে—আমার দিদির এক নাতনী আছে, বয়স বোধ হয় তোমারই মত হ'বে।...সে যদি আমার অভ্যর্থনা করতে এসে আমার এই খুন্ডো গালে গোটা দুই উষ্ণ চুমো খায় তাহ'লে আমি তার পায়ে লুটিয়ে পড়ব একবারে....

কর্ণেলের রসিকতা সবসময় লেগেই আছে। দোষ আছে তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু এই স্বচ্ছ হাসিখুসী ব্যবহারের জন্ত আমি তাঁর সব দোষ ভুলে যাই।...আমার নিজের দেশের পরিচিত পুরুষদের মধ্যে যদি কারোর সঙ্গে আমি কামনা করি, তাহ'লে সে এই কর্ণেল গ্রীণ-এর।



কর্ণেল আজ ভোরবেলা আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলেন কালকের দিনটি সম্বন্ধে। বললেন, কাল একা একা কেমন লাগল মিস্ রজাস' ?

আমি বললুম, বেরিয়েছিলুম একা কর্ণেল, কিন্তু পথে হঠাৎ সাথী জুটে গেল।

—কে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটি ?

—তুমি তাকে চেন, কর্ণেল....যাকে নিয়ে দু'দিন আগে তোমরা সভা আর মিটিং বসিয়েছিলে এখানে....

আহতস্বরে কর্ণেল বললেন, আমাকে তুমি এর মধ্যে টেনে এনোনা, মিস্ রজাস'। তুমি জানো এর মধ্যে আমার কোনই সংশয় ছিল না !.... একবারটি মাত্র তোমার বন্ধুদের একজনের সাথে আমি এ বিষয় নিয়ে আলাপ করেছিলুম, তাদের সাথে পরিচিত হ'বার জগ্গে, তাদের মধ্যে যথার্থ মানুষকে দেখ'বার জগ্গে।....মুগ্ধ এবং প্রীত হ'য়ে আমি ফিরে এসেছি !

আমি সাহসনার সুরে বললুম, তুমি ব্যথিত হ'য়োনা, কর্ণেল, তোমাকে কি আমার জানতে বাকি আছে ?....আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে কখ'খনোই কিছু বলিনি, যা' কিছু বলেছি তা' আমাদের এই অসাড় দন্ততাপূর্ণ সভ্যতার খোলসটা সম্বন্ধে....

সত্যি, নিজের দেশের সাগরের মধ্যে এসে পড়েছি ব'লে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না, কিন্তু ! বরং একটা অজানিত আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠছে।....দেশের এই আবাহন, এ ত' আবাহন নয়.... এযে নিশ্চয় সত্যের সঙ্গে আলাপনের সূচনা !

কায়রো থেকে পোর্ট সেড্ পর্যন্ত সারাটা পথ মোহিত একটিও কথা বলিনি'। সেকেণ্ডক্লাশের যে কামরাটিতে আমরা উঠেছিলুম সেখানে আর কেউই ছিলনা...আমার জাহাজের সব বন্ধুরা ফার্টক্লাশে যাচ্ছিলেন।

....শুধু গাড়ীর শব্দ হচ্ছিল, আর তার চাকাগুলো পিষে পিষে চলছিল লোহার লাইনের উপর দিয়ে।....জ্যোৎস্নাধোত রাত্রিতে মরুভূমির ছবি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল—শাদা বালুর উপর যেন আলোর ঝরণা বয়ে যাচ্ছিল....আর অদূরে সূয়েজখালের স্তরশীতল রেখা মরুরূপসীর শাড়ীর রূপালী একটা পাড়ের মত দেখাচ্ছিল।

মোহিত চুপ ক'রে সীটের কুশনে হেলান দিয়ে বসেছিল, আমি ছিলাম ওরই পাশে। সারাদিন ঘোরার শান্তিতে আমার শরীর অবশ হ'য়ে এসেছিল, তাই আমি আমার শিথিল মাথাটি ওর কাঁধের উপর রেখেছিলাম। মোহিত তবুও একটু সাড়া দেয়নি'....সে যেমন স্তরভাবে বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমন ক'রেই তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ আমি সেভাবে ছিলাম জানিনা, তবে ক্লান্তিতে আমার চোখ যে মুদে এসেছিল সেটা সত্যি।....সেই তন্দ্রাস্বপ্ন থেকে আমি মুহূর্তের জন্তু জেগে উঠেছিলাম কার স্নেহ-অঙ্গুলীস্পর্শে....ক্ষণিকের জন্তু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিলাম, মোহিত আমার মাথাটি স্নেহভরে চেপে ধরে আমার আধাসোনালী চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।....সুখের নিবিড় আবেশে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—সে ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হ'য়ে এসেছে, পোর্ট সেড্ ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্বার উপক্রম করেছে।

ক্ষণিকের জন্তু আমার মনে হুঃখ হয়েছিল এমন সোনার সুযোগটুকু এমনিধারা ঘুমে কাটিয়ে দিলাম বলে। তারপরই ভাবলুম, হুঃখ করা আমার শোভা পায় না—যেটুকু পেয়েছি তার জন্তেই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।....এও যদি আমার অদৃষ্টে না জুটত তাহ'লে অভিযোগ করতুম কার বিরুদ্ধে?

ষ্টীমারে উঠে ডেকের উপর যখন রাত্রির মত বিদায় নিলাম তখনও সে

কিছু বললে না, শুধু আমার ডান হাতটি দু'হাতে একবার চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। তারপর তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল।

সারারাত আমার ঘুম হয়নি কাল। জাহাজ যখন ধীরে ধীরে আবার সাগরের বুকে পড়বার জন্তে নড়তে আরম্ভ করেছে তখনও আমি অন্ধকার ক্যাবিনের জানালা দিয়ে স্তব্ধ অতল জলের দিকে তাকিয়ে আছি।...মিস্ হিল অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর সাথে আমার শেষবারের মত বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে, তিনি শুধু ডাঙ্গায় পা' দেবার অপেক্ষায় আছেন যে কখন লগুনে পৌঁছে বাবার কাছে আমার স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা এবং অসভ্যতার কাহিনী বলবেন !

ধীরে ধীরে পোর্ট সেডের আলোগুলো মিলিয়ে গেল—আমারা যে শুধু পথিক তা' তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিল আরেকবার ! নির্জন নিঃসঙ্গতায় একখানি ভেলায় ভেসে যেন চলেছি, তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, আশে পাশে শুন্তে পাচ্ছি জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে শুশ্রুষাও পাচ্ছি, কিন্তু কোনখানেই নিবিড়ভাবে বসবার সুযোগ পেলুম না।

নির্জন নিঃসঙ্গ ভেলায়ও সাথী জুটেছিল, তার সাথে পরিচয় হয়েছিল সমুদ্রেরই কল্লোলের সাথে, এরই দোলায় ঢেউয়ের মাঝখানে। এ বাধন নাগুণীরই যাবে ছিঁড়ে—সমুদ্রের দোলানি থামবে না, তার বুকের উপর ঢেউএর খেলাও কমবে না...কিন্তু তারই সুরে বাঁধা একটি পরিচয়, একটি সাথীত্ব বুদ্ধদের মত যাবে মিশে !

কাল নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে সারারাত যখন ছাই-পাঁশ সব ভাবছিলুম

তখন একবার মনে হয়েছিল মোহিতও আমারই মত নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে বিছানায় বসে আসে কিনা ! আমার মনে যে সব সুরের বাঁশী বেজে উঠছে ওর মনে কি তা' একটুও সাড়া দিচ্ছে না ?...কে জানে ?

বুধবার, সকালবেলা । কাল বিকাল অবধি যখন মোহিত এল না তখন আমি ভাবলুম আমাকেই খোঁজ নিতে হ'বে । একটুখানি আশঙ্কায় মনটাও কেঁপে উঠল, কায়রোতে রোদে রোদে তেতে পুড়ে অসুখ হয় নি' ত ?

সেকেণ্ড ক্লাস ডেকে যোশীর সাথে দেখা । বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করতেই বললে, সে নীচে ডেকপ্যাসেঞ্জারদের কোয়ার্টারে গিয়েছে ।

ডেকপ্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণীর যাত্রী আছে জানতুম, তাদের আস্তানা দেখবার সুযোগ আমার কখনও হয়নি । আমি কোতূহল প্রকাশ করলুম ।

যোশী আমাকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে বলল, সে বড্ড নোংরা জায়গা, মিস্ রজাস'...ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জ এর পর সেখানে তোমার গা বমি বমি করবে !

—কিন্তু মোহিত ত সেখানে গিয়েছে ?

—আমাদের কথা আলাদা, মিস্ রজাস'...আমরা সব রকম দারিদ্র্য মলিনতা এবং জীর্ণতায় অভ্যস্ত । তোমাদের সে শিক্ষা হয় নি,' তুমি কষ্ট পাবে ।

আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যোশী এবং মোহিত এরা দু'জনে অবসর পেলেই আমাকে আমার জন্ম, জীবন-প্রণালী এবং আভিজাত্য নিয়ে খোঁচা দেয় । অবশ্য মোহিত আজকাল এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা

করে না, তার মনের তীব্রতা যেন অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে আমার সংসর্গে।

আমি বেশ কড়াসুরেই জবাব দিলুম, আমার কী শিক্ষা হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাবনা, যোশী, কিন্তু তোমার এটা মনে থাকা উচিত যে যুগে যুগে আমার দেশের ছ' একটি ছেলেমেয়েও প্রতিবীর নানা প্রাণ্ডে সব চেয়ে বড়ো রকমের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং মলিনতা বরণ করে নিয়েছে।

সত্যের সাথে বিবাদ চলে না। যোশী লজ্জিত মুখে মাথা হেঁট করল। আমি বললুম, আমায় পথটি দেখিয়ে দেবে কি ?

যোশী আমার সাথে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই—শুধু নীলকুর্তি-পরা জন কয়েক ইতালীয় খালাসী কাজ করছে—এদিক্ ওদিকে ছ' একটা কখনো এবং ময়লা বিছানা আধগুটানো ভাবে প'ড়ে রয়েছে। পূর্বদেশ থেকে আসার পর অবধি এসব জিনিষের তাৎপর্য বুঝতে আমার দেবী হয় না....বুঝলুম এই হচ্ছে ডেকপ্যাসেঞ্জারদের আশ্রয়-ভূমি।

খানিকটা গুঁজে মোহিতের দেখা পেলুম ডেকটার সম্মুখ ভাগে। সে এবং কাযরো-ষ্টেশনে-দেখা আর একটি ভারতীয় ভদ্রলোক পাশাপাশি একটা লোহার নঙ্গরের উপর বসে গল্প করছে।

বোধ হয় তারা আমার সম্বন্ধেই গল্প করছিল, কারণ দেখলুম আমার পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে তারা দু'জনেই ভয়ানকভাবে চমকে উঠল...আর মোহিতের মুখে লজ্জার একটা রক্তিমাত ছোপ কে যেন বসিয়ে দিল।

আমি বললুম, তোমার খোঁজে কোথায় চলে এসেছি মোহিত দেখ....

মোহিত কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অপর ভদ্রলোকটি বললেন, অপরাধ খানিকটা আমারই...আমিই বাবুজীকে আটকে রেখে দিয়েছি, অনেকটা স্বার্থপরতার বশে....

বুলুম না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলুম।

ভদ্রলোকটি বললেন, দেখছেন ত কেমন একাটি এখানে থাকতে হয়, তাই মোহিতের সঙ্গটুকু একেবারে একচেটে ক'রে নিয়েছি !

বলুম, আমি আপনাদের গল্পে বাধা দিতে আসিনি,' আপনারা গল্প করুন না, আমি একটুখানি দেখছি জাহাজটা ঘুরে ঘুরে....

ব'লে আমি ডেকের এদিকে চলে এলুম। মনে ভয়ানক অভিমান হ'ল, মোহিত আমাকে দেখে একটুখানিও সরে এলনা, আমায় একটু সম্ভাষণও করলনা সে।....কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলুম এই সম্ভাষণ-না-করাটাই হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধের মাধুর্য, এই অপূর্ণতাটুকুই হচ্ছে পূর্ণতার প্রতীক....

এদিক্ ওদিক খানিকক্ষণ পায়চারী ক'রে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় মোহিত ছুটে এল, বললে, তুমি নিশ্চয় এখনই চলে যাচ্ছ না ?

আমি অভিমান-ভরা স্বরে বললুম, চুপ ক'রে ত আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

অনুতপ্ত হ'য়ে আমার হাতটি ধরে মোহিত বললে, রাগ করো না.... তোমার সাথে অনেক কিছু গল্প করবার আছে....

একটি স্পর্শ আমার সব অভিমান-বাধা ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। ফিক্ ক'রে হেসে বললুম, তোমার উপর কি রাগ করতে পারি মোহিত ? সে যে নিজের উপরই রাগ করা হ'বে !

সে আমার হাতটি ধরে সিঁড়ির কাছ থেকে টেনে নিয়ে বললে, এদিকে এসো....

মন্ত্র-মুক্তার মত আমি তার অনুসরণ করলুম। ডেকপ্যাসেঞ্জারদের আশ্রম....আলোর স্তিমিত আভা অন্ধকারের সাথে মিশে স্থানটাকে যেন রহস্যময় ক'রে তুলেছিল। মোহিত বললে, এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল....

আমি চুপ করে রইলুম, এর পর কী বলবে তারই প্রতীক্ষায়।

মোহিত বলতে লাগল, ঔঁর নাম হচ্ছে রূপালানি, সিন্ধু থেকে আসছেন....এই ডেকেই একজন যাত্রী।....ভারী চমৎকার লোক—ঔঁর সাথে পরিচয় হয়েছে মাত্র দু'দিন হ'ল, এরই মধ্যে ঔঁর মাঝে মস্ত বড় একটি বন্ধুর প্রাণ খুঁজে পেয়েছি....

বললুম, ঔঁর চোখ দুটিতে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি....

—আমি ঔঁকে আমার কাহিনী বুল্ছিলুম আর অসন্ন বিদায়ের দিনটির কথা আলোচনা কব্ছিলুম....

আমি আহতভাবে বললুম, সে কথা এখন আলোচনা ক'রে কী হবে মোহিত? সে এখন থাক....

মোহিত আর কিছু বললে না, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বললে, একটি শিক্ষা আমার লাভ হয়েছে তোমার সাথে পরিচয়ে, শীলা....সেটা না ব'লে পার্ছি না....

—বলো....

—সহজ মানুষের সত্যরূপটি অজ্ঞতা এবং সামাজিক বিভিন্নতার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে থাকে, তাই মানুষ মানুষকে অনেক সময় ভুল বোঝে, শীলা....

আমি অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলুম, এর তাৎপর্য....

মোহিত প্রথমে একটু খতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর বললে, না, বুল্ছিলুম এই যে তোমাকে আগে কী ভয়ানক ভাবে ভুল ভেবেছিলুম!

মোহিতের কথায় আমার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে উঠল একটা চাপাকান্নার হাসি। আমাদের সম্বন্ধটিকে সে দেখেছে শুধু বৈজ্ঞানিকের চোখে, এক অভিজ্ঞতার সোপান এই ধারণা নিয়ে।...মুখ্যভাবে আমার কাছে যা' অন্তর-নিংড়ানো বেদনা, সেটা ওর কাছে শুধু একটা ভুল-ভাঙানো বাণী; আমার কাছে যা' অনুভূতির কঙ্কণ, ওর কাছে তা' অভিজ্ঞতার সঁজোয়া....

আমি কোনক্রমে অশ্রুরোধ করতে করতে উপরে চলে এলুম। ওর কাছে থেকে ভাল ভাবে বিদায় নেবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত আমার হ'ল না।

কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি'।

বুধবার, রাত ছপূর। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে মোহিতের মনটিকে সাধারণ তুলাদণ্ডে মাপতে গেলে ওর প্রতি ভয়ানক একটা অবিচার করা হ'বে। কাল ওকে দেখেছিলুম নিতান্ত সঙ্কীর্ণ একটা পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে....ওর মনের বিপুলতা এবং অনুভূতির অজস্র চঞ্চল ছায়ালোকপাত আমার পর্য্যবেক্ষণের গণ্ডীর মধ্যেই আসেনি'।

মানুষকে ভালভাবে বুঝতে হ'লে নিজেকে তার অনুবেদনার সাথে নিবিড় ভাবে মিশিয়ে ফেলবার চেষ্টা করা দরকার। প্রাণের যোগ যতক্ষণ না হচ্ছে কল্পনা-শক্তির সাথে, ততক্ষণ একটা মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত কখনই হ'তে পারে না।

সন্কার পর আমি নিথরভাবে বসে ছিলাম আমার ডেক্‌চেয়ারটির উপর, কালকের রাত্রিটির কথা মনে হ'য়ে আমার সব অশ্রু জমাট হ'য়ে বুকের



উপর চেপে বসেছিল, এমন সময় মোহিত এসে মৃদুস্বরে বলল, তোমার সাথে একটা কথা আছে, শুনে যাও....

আমি অবাক হয়ে গেলুম—আবার হলো কী ?

মোহিতের পেছনে পেছনে আমি সোজা চলে গেলুম স্পোর্টস্ ডেকে । তখন আমরা সিসিলীর সম্মুখীন হচ্ছি....দূরে পাহাড়ের উপর ছ' একটা আলো স্তব্ধ নিশীথের প্রহরী স্বরূপ জেগে আছে ।

কোন প্রকার ভূমিকা না ক'রেই মোহিত আমাকে প্রশ্ন ক'রে বসল, তুমি আমাকে ভালবাস, শীলা ?

এ কী প্রশ্ন !....এর জবাব কি কখনও দেওয়া যায় ?

আমার নীরবতায় অস্থির এবং চঞ্চল হ'য়ে মোহিত বললে, আজ চুপ ক'রে থাকলে তোমার চলবে না শীলা....আমি তোমার ঠোঁট ছটির মাঝ থেকে একটা উত্তর চাই ।

আমি অস্ফুটস্বরে বললুম, তোমার কী মনে হয়, মোহিত ?

আমার প্রশ্ন শেষ করতে পারলুম না । আমার মুখের উপর এসে পড়ল মোহিতের স্নেহ-উচ্ছ্বাস-ভরা উষ্ণ নিঃশ্বাস ; আমার ঠোঁট ছটির উপর এল ওর ঠোঁটছটির প্রেমনিবেদন....আমাকে সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল ।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়েছিলুম জানি না....সে যেন একটা স্বপ্নময় যুগ । আমার চক্ষুছটি বন্ধ ক'রে আমি তৃষিত মরুভূমির মত তার চুষন এবং আদর উপভোগ করছিলুম । দিগন্তে ফুটে উঠেছিল সিসিলীর লাইট-হাউসের আলো—মনের সব বন্ধন গিয়েছিল টুটে, ফুলের মঞ্জরীতে যেন ভরে উঠছিল সব গাছ ।....আমার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে জেগে উঠছিল শুধু একটি প্রার্থনা : ওগো রূপদক্ষ, এ শুভ সন্যোগ হারিয়ে না....অন্ধকারে আবরণ গিয়েছে খুলে, অবসাদ গিয়েছে দূরে....তোমার তুলিতে আমাদের মনের আনন্দের গান ফুটিয়ে তোলো....

নীচে সাগরজলের উচ্ছ্বাস আমি গুন্তে পাচ্ছিলুম। ঢেউগুলো বোধ হয় জাহাজের গায়ে এসে লাগছিল আর থেকে থেকে আমাদের জাহাজটি কেঁপে উঠছিল।

মোহিত ধীরে ধীরে আমাকে মুক্তি দিয়ে বললে, এই কটা দিনের স্মৃতি আমি কখনও ভুলতে পারব না শীলা....

আমি বললুম, ভুলবে কেন?....তোমার সাথে এই ত আমার শেষ দেখা নয়।

একটুখানি মলিন হাসি হেসে বলল, না....কিন্তু শেষের দিন ত ঘনিয়ে আসছে....

প্রতিবাদ করতে পারতুম, বলতে পারতুম, এ যে আরম্ভ গো! এরই উপর তুমি যবনিকা কেন টেনে দিচ্ছ?....তুমি আর আমি যাচ্ছি একই দেশে, সেখানে আমাদের দেখা-শোনার অবসরের অভাব হবে কেন?

কিন্তু কী-জানি-কেন মুখের মধ্য দিয়ে সে ভাষা আর বেরুল না। অশরীরী অদৃশ্য এক শক্তি যেন আমার কানে কানে বললে, এ যে সাগর দোলার ঢেউ....সাগরের বাইরে এ সম্বিং হারিয়ে ফেলবে, মাটির কোলাহলের মধ্যে এ কোথায় মিশিয়ে যাবে! ঢেউ আছাড় খাবে সৈকত ভূমিতে....ফুটে উঠবে শুধু ফেণা হয়ে, আর মিশে যাবে তার সিক্ত গায়ে....

মোহিত বললে, তুমি কাল আমায় ঠিক বুঝতে পারনি', শীলা....

ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না, মোহিতের স্পর্শ আজ আমার কাছে সবই স্বচ্ছ, সরল ক'রে দিয়েছিল। তবু আমি ওর কথায় কোন বাধা দিলুম না।

বলতে লাগল, ভুল-ভাঙার কথা যে কাল বলেছিলুম সেটাই আমার বলবার সবটুকু ছিল না।....আমার মনের পরিণতির দিকে তাকিয়ে

আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম.....সেই বিষয়েরই একটুখানি কণা তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম.....

আমি দু'হাতে তার মুখটি চেপে ধরে বললুম, বুঝেছি, আর বলতে হ'বে না.....

সে আস্তে আস্তে আমার হাতদুটি সরিয়ে নিয়ে তার হাতদুটির মধ্যে রাখল, বললে, জানো, সময় সময় আমার কী মনে হয় ?

—কী ?

—যে তুমি যাছ জানো !.....কতবার আমি তোমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছি, তোমার সাথে বেনী মেশামেশি করা উচিত নয় সে কথা মনকে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু কী এক দুর্ভাগ্য আকর্ষণে আবার ফিরে এসেছি !

আমি একটুখানি তৃপ্তিভরা হাসি হাসলুম। এ যে আমার প্রতি ওর সস্ত্রম নিবেদন ! মেয়ের মন এ শূন্যে আনন্দে ফুলে উঠবে বৈ কি !

সে বললে, তাই ভয় হয়, এ যাত্রার মায়া যদি না কাটে তাহ'লে কী উপায় হবে !

আমি হেসে বললুম, ভয় নেই, তুমি যখন এখনই এ যাত্রার মায়া কাটবার কথা ভাবছ তখন কাটতে আর দেরী হবে না।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে বোধ হয় ঘণ্টা-দুয়েকেরও বেশী হবে। কত কী অর্থহীন কথা যে আমরা বকলুম.....তার না ছিল রীতি, না ছিল সঙ্গতি !.....সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বোধ হয় এমনি হ'য়ে আসছে !

সাগর প্রবাহের প্রবাহিনীর কলধ্বনি রক্তের তালে তালে বাজছিল। আমি যেন হ'য়ে গিয়েছিলুম শিশু—যা' কিছু সাধারণ যা' কিছু নগণ্য সবই

দেখছিলুম প্রবল ক'রে....আমার ঔৎসুক্য হ'য়ে উঠেছিল অক্লান্ত, আনন্দ  
হ'য়ে উঠেছিল গভীর এরং অপূর্ণ....

\* \* \* \* \*

মোহিতের চিঠি—বৃষ্টির রাত ছুপুরে লেখা :

“ভাই শোভনলাল,

তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছি আরব আর মিশরের মরুভূমির মাঝখানে  
বসে ! এবার মরুভূমি ছাড়িয়ে ঠাণ্ডার দেশের দিকে চলছি, যদিও কাল  
সকালবেলা ভিস্টিভিয়সএর সাথে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা আছে !....আকাশ  
যদি পরিষ্কার থাকে তবে নাকি জাহাজ থেকেই ওর মুখে ধোঁয়ার রেখা  
দেখা যাবে !

সে যাক, তোমাকে একটি নতুন খবর দিচ্ছি....যে বাঁশীর সুরের কথা  
তোমাকে ঈজিপ্ট থেকে লিখেছিলুম তার স্পর্শ অবশেষে মিলেছে—খুবই  
অজান্তে মিশরের মরুভূমির মাঝে । তারপর আজ তার সাথে আমার  
সুরটি মেলানোও হয়ে গেছে, সাগর-ঢেউএর নৃত্যদোহল ছন্দের সাথে  
মিশে গেছে বেশ !

এখনকার অনুভূতিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, ভাই !....এর আগে  
তোমাকে লিখেছিলুম অস্পষ্ট আঘাতের কথা, এখন লিখছি পূর্ণ রিক্ততার  
বাণী । এ রিক্ততায় শূন্যতা নেই, আছে অসামান্য গভীরতা, অতলস্পর্শী  
স্বকতা ।

তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানকভাবে উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠেছ । অ্যাফ্রিকার জঙ্গল  
আর অ্যামেরিকার কন্দর ছেড়ে তোমার মনটি নিশ্চয় আমার চিঠির  
পেছনে লুকানো অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ।....ভাবছ এসব  
কবিত্ব-মেশানো কথার মানে কী ?

মানে অবশ্য খুবই সোজা—আমি প্রেমে পড়েছি ।

আমি কিন্তু কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি এইটুকু পড়েই তোমার মুখ হ'য়ে উঠছে ক্রকুটি-কুটিল, তুমি আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ হ'য়ে পড়েছ।...আমার কিন্তু ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে তোমার অবস্থাটি কল্পনা ক'রে...কাছে যদি এখন তোমায় পেতুম !

সে যাক্—এখন আমার প্রিয়ার একটুখানি পরিচয় দেই, কী বল ?

প্রিয়ার বয়স হবে উনিশ...আমার কাছে তিনি চিরযৌবনা উর্কশা। তাঁর সাহচর্য্যে আমার অন্তর রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হ'য়ে ঠিকরে পড়ে...প্রভাতে সন্ধ্যায় দিক্-দিগন্তে গান বেজে ওঠে...সৃষ্টির লীলা তরঙ্গের সাথে আমার অন্তর ছলতে থাকে।

তুমি নৃত্বের পুরোহিত, তাই প্রিয়ার জাতীয়তার পরিচয় তোমায় দেব না। শুধু তাঁর বাইরের ছ'একটি অঙ্গ এবং অঙ্গাণুর বর্ণনা করব, যদি তুমি সেই ছবি থেকে আমার প্রিয়াকে চিনে নিতে পার তাহ'লে তোমায় বলব বাহাদুর....

প্রথমেই চোখ দুটির কথা বলি...সুন্ধ-চঞ্চল নীল...সাগর আর আকাশের রংএর সাথে মিশে আছে যেন...অন্তর্গূঢ় রহস্যে ভরা আমার মানসী।

আর একটি জিনিষ আমার চোখে পড়েছে প্রথমেই, সেটি হচ্ছে একটি কালো তিল।...সত্যিকারের রাঙা-ঠোঁট দেখেছ কখনো?...আমার প্রিয়ার ঠোঁট সহজ-রক্তিম-রাগে রাঙা...বিলিতি কবি হ'লে বলতুম, চেরীফলের মত। গালে আপেলের রং আর তারই উপর ঠোঁটের বাঁ-পাশে ছোট্ট একটি তিল, সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য কেন্দ্রীভূত হ'য়ে এসেছে সেখানে !

চুলের বর্ণনা চাও?...আধা-সোনালী...শাড়ীর ঘোমটাতে যদি এর আঁক হয় তাহ'লে বোধ হয় এর স্রোতে ছন্দের নাচ বয়ে চলে !

আরো লিখতে হবে কি ?

এখন ইতিহাসের একটুখানি ছোঁয়াচ্ তোমায় দেই । ঘাত প্রতিঘাত আরম্ভ যে হয়েছে সাগরের দোলা থেকে সে তুমি এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছ ।...কেমন ক'রে শুরু হ'ল সেটা প্রশ্ন করো না, কারণ সুরের মধ্যে না ছিল আকস্মিকতা, না ছিল অসাধারণতা ! সচরাচর যেমনি ভাবে পরিচয় হ'য়ে থাকে আমাদের পরিচয়ও সেই ভাবেই হয়েছে !

কিন্তু খুব সহজে আমরা ধরা দিই নি' । লুকোচুরী খেলা হয়েছে যথেষ্ট এবং তার অস্বাভাবিকতার কথা মনে হ'লে এখন আমার নিজেরই হাসি পায় !...অভিমান এবং বেদনা আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে অনেকবার, কিন্তু আজ সন্ধ্যার আঁধারে আমাদের সন্ধি হ'য়ে গেছে ।

তুমি প্রশ্ন করবে, সে ত বুঝলুম, এখন হ'বে কী ?—কী যে হ'বে সে আমিও জানি না । আর হৃদনের মধ্যেই সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'বে, আমাদের এত দিনকার সহচর, সাথী এবং সাক্ষী থাকবে পড়ে...আমরা চলে যাব কে কোথায় ! মনের স্পন্দন দোলার বিরামের সাথে সাথে থামবে কি না জানি না ; যদি থামে তবে ভাবনা নেই—কিন্তু যদি না থামে ?

একটা কথা তোমায় না ব'লে থাকতে পারছি না, শোভন... তুমি আমায় ছেলেমানুষ ভেবো না যেন !...ছ'জোড়া ঠোঁটে যখন স্নেহের আলাপ শুরু হয় এবং তার সমাপ্তি হয় নিবিড় স্পর্শে, তখন শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে প্রাণমাতানো গান ! সে গানের মূর্ছনা যে কতখানি পাগল-করা তা' আমি চিঠিতে তোমায় বোঝাতে পারব না—তবে এটুকু বলতে পারি যে তখন নিত্য কালের আলোও হ'য়ে যায় আচ্ছন্ন আর বিশ্বের সকল বাণী সরে যায় দূরে !

এই যে চিঠি লিখছি এখন রাত ক'টা বেজেছে জানো?—  
রাত একটা! চোখের পাতায় ঘুম একটুও নেই—আমার শিরায় শিরায়  
রক্তের প্রবাহ যেন অস্বাভাবিক রকম দ্রুতগতিতে বইছে!

আমার চিঠি পড়ে তুমি কী মন্তব্য প্রকাশ করবে জানি না, তবে  
খানিকটা আঁচ ক'রে নিচ্ছি। বলবে, আমার চিঠিটা হয়েছে একটা  
আলোর ঝিকিমিকি, এর কোন্ খানে রূপক কোন্ খানে শাদা  
কথা বুঝবার যো নেই...। কিন্তু এই আলো-ছায়ার মাঝখান দিয়ে  
যদি আমার চেনা মুখখানা বার ক'রে নিতে তোমার কোন কষ্ট না হয়  
তাহ'লেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

একটা প্রস্তাব করব তোমায়?...তুমিও কেন চলে এস না!  
তুমি যে সেই কোন্ স্কলারশিপের জন্তে চেষ্টা করবে বলেছিলে তার  
কী হ'ল?...ভাই শোভন, আমি জোর ক'রে বলছি, তোমার ষ্টাডির  
বন্ধ হাওয়া থেকে যদি তুমি এক বারটি বেরিয়ে পড়তে, সাগরের বুকে  
পাড়ি দেবার জন্তে, তাহ'লে দেখতে এর ঢেউএর ঝাঁকে ঝাঁকে কত  
রামধনুর খেলা...আর তার বাণী আকাশ বাতাসের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে  
কত রূপে রূপে বিচিত্র হ'য়ে ওঠে!

অবশি আমার বলা বৃথা। তুমি হচ্ছে অধিতীয় সৌন্দর্য, তুমি বলবে,  
সাগরের বুকে শুধু রামধনুর খেলাই মেলে না, টাইফুনের ভীষণ নৃত্যের  
উৎসও সেখানে।...সাগরের বাণীর মধ্যে তুমি দেখবে ধ্বংসের লীলা...  
বিক্ষিপ্ত কোলাহল...সম্বরণহীন উচ্ছ্বাস...

তবু তোমায় বলছি, একবারটি তোমার অনাদিকালের হ্রী বিসর্জন  
দিয়ে পা বাড়িয়ে দাও...

—তোমার মোহিত।”

\* \*

\*



\*

\* \*

মোহিত শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহার ক্যাবিনের ভিতর। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিল চিদম্বরম্‌এর কলরবে। আলস্ত-ভরা চোখ দুইটি একবার খুলিতেই পোর্টহোল এর ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল....একটু বিরক্ত হইয়া চোখ আবার বন্ধ করিয়া সে জড়িত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে, মিঃ চিদম্বরম্? এরকম চেষ্টামেচি কেন?

সোৎসাহে চিদম্বরম্ জবাব দিল, ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছে মিঃ সেন....

ভিসুভিয়স !....মোহিত তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল! উপরের বার্থ হইতে কোনক্রমে নামিয়া চোখে একটু জল দিয়া সে উর্দ্ধ্বাসে ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

ভিসুভিয়স দেখিতে তাহার যতটা না আগ্রহ তাহার চেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল তাহার শীলার সঙ্গে ভোরবেলাটিতে দেখা করিবার।.... আগের দিন সন্ধ্যায় সে শীলার কাছে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিল যে ভোরবেলাতে ভিসুভিয়সের ছবি যখন ফুটিয়া উঠিবে তখন সে শীলার কাছে থাকিবে।

তড়তড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে ফার্টক্লাস স্পোর্টশ্ ডেকে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে এক পাল ছেলে মেয়ে জড় হইয়া চেষ্টামেচি করিতেছিল। মোহিত খুঁজিতেছিল শীলাকে, তাহার দৃষ্টি সারা ডেকময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

শীলাকে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। যে ছেলেমেয়ের দল আনন্দ কলরবে ডেকটাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল তাহাদের



একটিকে মোহিত বেশ ভালভাবেই জানিত—তাহাকে দেখিয়াছিল শীলার সঙ্গে অনেক সময়ই সে।....ইচ্ছা হইল তাহাকে প্রশ্ন করে, শীলা কোথায়?....কিন্তু কী এক লজ্জায় সে চুপ করিয়া রহিল।

ভিসুভিয়স দেখা যাইতেছিল ধূসর একটা রেখার মত....তাহার শিখরটা মনে হইতেছিল যেন কালো একটা মেঘের ঢেউ।....মোহিত কিন্তু ভিসুভিয়স দেখিয়া খুব উৎসাহিত বোধ করিতেছিল না, তাহার মন ছিল একটি পদশব্দের প্রতীক্ষায়....

প্রতীক্ষার ফল অবশেষে মিলিল। লজ্জাক্রম মুখে শীলা আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মোহিত, তাই দেৱী হ'য়ে গেল....

—আমি যে তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি এখানে!

—সত্যি?

—সত্যি না ত' কি মিথ্যা বলছি? এই যে ধূম-জ্যোতিঃতে গড়া পাহাড়ের রূপ-সৃষ্টি এও আমার কাছে নিতান্ত সাধারণ মনে হচ্ছিল তুমি আসছে না দেখে!

শীলা মোহিতের বাহুতে মৃদু তজ্জনীর আঘাত করিয়া বলিল, শেষ ক'দিনে তোমার মুখের ফোয়ারা ছুটে গেছে যে!

হাসিয়া মোহিত বলিল, দীপ নিভ'বার আগে দপ্ ক'রে জলে ওঠে শেষবারটির মত....কল্লোল শেষ হ'বার আগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ছুনিবার বেগে....

শীলা অশ্রুমনস্কভাবে বলিল, সত্যি কি মোহিত আমাদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে আসছে?....আমি কিন্তু কিছুতেই সেটা কল্পনার মধ্যে আন্তে পারছি না।

—কিন্তু যা' সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী তাকে জোর ক'রে এড়িয়েও ত কোন লাভ নেই।

শীলা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

মোহিত তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, কিন্তু সে কথা ভেবে এখনই মন খারাপ করার কী দরকার, শীলা? যা হ'বার তা হ'বে—তাই নিয়ে এখন ভিসুভিয়স দেখাটা মাটি ক'রো না।

শীলা সচেতন হইয়া বলিল, সত্যি, আমাব বড্ড অগ্রায় হ'য়ে যাচ্ছে, মোহিত। তোমার আজকের সকালবেলাটায় আমি বিষাদের ছায়া এনে দিলুম।

মোহিত যেন শীলার কথা শুনিতেই পায় নাই এমনভাবে বলিল, দূরথেকে ভিসুভিয়সের এমন শান্ত সমাহিত মৃতি দেখে কে মনে করবে যে এরই প্রতাপে দু'হাজার বছর আগে রোমান্ সভ্যতার কতকগুলো বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল!....এর রুদ্র লেলিহান শিখার আবাহন কেউ শুনতে পায়নি', আকস্মিকতার প্রচণ্ডতায় সবাই হ'য়ে গিয়েছিল জড়, প্রবুদ্ধ....

শীলা বলিল, নাম্বে? গিয়ে একবারটি দেখে আসবে?

—নাঃ, আজ মাটির স্পর্শের কথাটি মনে হ'লে শিউরে উঠছি। মনে হচ্ছে এই ত' আমাদের বিচ্ছেদের বিমান। সাগরদোলা আমাদের এনে দিয়েছিল নিবিড় ক'রে, এই মাটি এনে দেবে বিনাশের হৃদম বগ্না।....মাটিকে আমি আর ভালবাসতে পারবনা, শীলা।

শীলা বলিল, তাইত' বলছি মোহিত, শেষ কয়টা ঘণ্টা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রে নেই। পরিচয় ত শেষ হয় না কখনো, মব নব বিশ্বয়ে নতুন অজানার ভেতর দিয়ে নিজেদের জানবার চেষ্টা করি।.... আস্বে?

মোহিত হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে বিদায়ের মুহূর্ত যখন আস্বে তখন তার আগেকার গভীর অনুভূতির আনন্দ আমাদের

মনটিকে ক'রে রাখবে আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত—শেষ কথাটি বলবার নিষ্ঠুরতাও যেন আমাদের চৈতন্যের দুয়ারে অস্পষ্টভাবে ঘা' দিতে না পারে।

ঠিক হইল যে তাহারা দুইজনে নেপল্‌স্‌এ নামিবে। মোহিত কাগজ কাছ হইতে বিদায় নিয়া রূপালানির সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

রূপালানি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে আসিয়া যোনার সঙ্গে গল্প করিতে-ছিলেন। মোহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, আপনারা কি নেপল্‌স্‌ দেখতে নামবেন, রূপালানি ?

রূপালানি বলিলেন, ভাবছি।...আপনি যাচ্ছেন কি ?

—হ্যাঁ, আমি যাব... রূপালানি এর সাথে এই মাত্র সেটা ঠিক ক'রে এলুম।

রূপালানি একটু হাসিয়া বলিলেন, তাহ'লে আমাকে খুঁজছেন কেন বাবুজী ?...গাইড্‌ভাবে ?

মোহিত একটু লজ্জিত হইয়া জবাব দিল, না, না...আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি....

রূপালানি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বিদায় ? সে কি বাবুজী ?

মোহিত নিজের অসতর্কতায় প্রায় ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সে কথাটা ঘুরাইয়া নিয়া একটুখানি কোঁতকের ভঙ্গীতে বলিল, বলা ত যায় না, রূপালানিজী ! ভিসুভিয়স্‌ দেখতে গিয়ে যদি তার দন্ধ-গলিত আগুনের মধ্যে পড়ে যাই তাহ'লে বিদায় নেবার অবসর আর নাও হ'তে পারে !

যোশী এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। সে বলিল, তোমার দূরদর্শিতার বাহাত্তরী আছে, মোহিত !...খবরটা পেলে কোথায়, জাহাজে সীসমোগ্রাফ-এ ?

মোহিত বলিল, জাহাজে নয়, মনে....

কথার ধারাটা যেন চলিতেছিল একটা হাসিমেশান বিদায়-পালার মত। কুপালানি একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তোমাকে আমার বড্ড ভয় হয়, বাবুজী....কখন কী ক'রে বস!

মোহিত হাসিয়া বলিল, সত্যি ?

—ঠাট্টার কথা নয়, বাবুজী....তুমি হচ্ছে অস্বাভাবিক রকমের রোম্যান্টিক। আমার মন ত ফটোগ্রাফের প্লেটের মত নয়, তাতে অদৃশ্য চিত্রকরের তুলির অনেক বং এসে পড়ে। ভয়ের কথা এই যে এই বংশুলো আমাদের মত সাধারণ লোকের পরিধির মধ্যে আসে না।

মোহিত আশ্বাস দিয়া বলিল, তুমি ভেবে না, কুপালানিজী! তুমি যে কথা বলছ আমার মন যদি সত্যি সত্যি তে-নি হ'য়ে থাকে তাহ'লে অক্ষত শরীর নিয়ে ফিরে আসব।

বলিয়া মোহিত তাহার ক্যাবিনের দিকে চলিয়া গেল। কুপালানি একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া ঘোণীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার মনে হচ্ছে, বাবুজী, এই জাহাজে তোমার বকুটি আর ফিরবে না। পুরানো ঘাটে পুরানো মালমসলার মাঝখান থেকে সে কিছু দিনের জন্তে রেহাই চায়, তার মনটাকে ভাল ভাবে পরখ ক'রে দেখবার জন্তে।

ক্যাবিনে যাইয়া মোহিত তাহার জিনিষপত্রগুলি সব গুছাইয়া রাখিল। চিদম্বরম্ ছিল না, তাই সে নির্বিবাদে এবং নিরুপদ্রবে তাহার কাজকর্ম সারিয়া ফাষ্ট ক্লাশ ড্রইংরুমে হাজির হইল।

শালা সেখানে তাহার জন্তে অপেক্ষা করিতেছিল। মোহিত হাসিয়া তাহাকে বলিল, নেপল্‌স্‌এর ভবঘুরে গায়কদের ম্যাগোয়ালিন্ বাজানো

শুনেছি খুবই নাকি সুন্দর....গোধূলির আধারের সাথে তার ছায়া ঘুরে ঘুরে মরে, আলোর কিরণ রেখায় তা' ভাস্বর হ'য়ে ওঠে....

নেপল্‌স্‌ এ নামিয়া মোহিত বলিল, আজ আর কোথাও ঘুব্ব না শীলা... ভিসুভিয়স্‌-এর সামনে যাবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই !

শীলা বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করিল. কেন ?

—দূর থেকে যা' দেখেছি তার গভীরতা নষ্ট হ'য়ে যাবে ওর সামনে গেলে। ওর ধ্বংস-লীলার কথা মনে হবে বারবার, ওর পেছনে যে সব-ছড়িয়ে-যাওয়া একটা অনুপম বহুস্ত আছে সেটার দ্বার যাবে খুলে। সে আমি চাইনে, শীলা....

—কেন মোহিত ?

—কেন জানি না। আজ শুধু শুক্রভাবে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত নিবিড় ক'রে অনুভব ক'রে নিতে চাই....বাইরের কোন প্রকার বাতাসকে আমার মানস-সরোবরের একটুও ঢেউ তুলতে দেব না আমি।

—তাহ'লে কোথায় যাবে ?

—যেদিকে হু'চোখ যায়....

কথাটা বলা হয়ত' খুবই সহজ, কিন্তু বাস্তবের নগ্নতায় তাহার মাধুর্য্য কতখানি থাকিবে বলা কঠিন। শীলা অবশ্য কোনই প্রতিবাদ করিল না— সে স্থিরই করিয়া আসিয়াছিল আজ সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিবে মোহিতের কাছে....আত্মবিসর্জনের যে সুখ তাহা সে গভীরভাবে উপভোগ করিয়া নিবে নেপল্‌স্‌এ—মোহিতের সাহচর্য্যে।

পথ-ঘাট মোহিত কিছুই চিনে না। দলভ্রষ্ট এই দুইটি তরুণ-তরুণী কী করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল সমুদ্রের ধারে বিশাল প্রোমেনাদ্-এর পাশ দিয়া। দূরে জাহাজের ছবি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

শীলা বলিল, আমরা যে সহর ছেড়ে চলে আসছি মোহিত।

মোহিত জবাব দিল, সহরের মাঝেই যে থাকতে হবে তার কি কোন মানে আছে?

শীলা চুপ করিয়া রহিল।

মোহিত তখনও নিঃশব্দে হাঁটিতেছে। শীলা একটু ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, সে আস্তে আস্তে মোহিতের বামবাহুর মধ্যে নিজের ডান হাতটি গলাইয়া দিল।

এতক্ষণ মোহিতের যেন কোন খেয়ালই ছিল না, শীলার হাতের স্পর্শে সে সচকিত হইয়া বলিল, তোমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, শীলা?

শীলা ঘাড় নাড়িল।

মোহিত বলিল, আমার বড্ড অগ্নায় হ'য়ে গেছে, শীলা....আর প্রকটুখানি চলো, কোলাহল থেকে আরও দূরে চলে যাই, তারপর বন্দ কোথাও।

একটু পরে শীলা প্রশ্ন করিল, আমাদের ষ্টিমার ছাড়বে তিনটায় সেটা ভুলে যাওনি'ত?

হাসিয়া মোহিত উত্তর দিল, ভুলতে চাইলেও ষ্টিমার কি ভুলতে দেবে? তার বাঁশী বেজে উঠবে দৈত্যের হুঙ্কারের মত....জানাবে, এসো, আমার বিশাল ছায়ার মধ্যে আমার আশ্রয় নাও....

আরও খানিকটা দূরে যাইয়া মোহিত দাঁড়াইল....সমুদ্রের নীল রেখা সেখানে অর্ধচন্দ্রাকার হঠয়া দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে....ঢেউএর উদ্দাম

উচ্ছ্বাস সেখানে নাই বলিলেই চলে, মাঝে মাঝে দুই একটা শ্রোত মাটিতে আসিয়া লাগিতেছে, যেন লুক্ক প্রেমিক এদিক ওদিক তাকাইয়া প্রেয়সীকে সঙ্গোপনে চুম্বন করিতেছে, আবার লজ্জাকণ মুখে অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইতেছে।

শীলা বলিল, ভারী সুন্দর এখানকার জলটা, না মোহিত ?

মোহিত বলিল, আমার কী মনে হচ্ছে জান ?

—কী ?

—জীবন-পথের আশেপাশে সুধায় ভরা কত ফল পাতার আড়ানে ঢাকা থাকে, আমাদের চোখ নেই ব'লে আমরা তা এড়িয়ে যাই, উপবাসী ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেড়াই অনিশ্চিতের পেছনে। তার ফল হয় এই যে শ্রান্তি এবং অবসাদে আমাদের মন পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

—এখনও কি তুমি অনিশ্চিতের পেছনে ঘুব্ছ ?

—না.....কিন্তু সেই ব্যর্থ ঘোরাটির কথা বিশেষ ক'রে মনে হচ্ছে আজ, যেহেতু অজান্তে সহসা সুধার রস আমার মিলেছে।

শীলা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহিত তাহার বাম-বাহুতে আবদ্ধ শীলার ডান হাতটি নিজের হাতের দুইটি মুঠার মধ্যে নিয়া ঠোঁটের কাছে আনিয়া তাহাতে ছোট একটি চুম্বন করিয়া বলিল, দেশ থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম এমনি অকস্মাৎ সাগর দোলার ঢেউএর সাথে সাথে আমার মনের কামনা রূপায়িত হ'য়ে উঠবে সজীব একটি মূর্তিতে, আমার স্বপ্ন-প্রিয়ার সাক্ষাৎ মিলবে জলের বুকে ?

শীলা অসহ্য পুলক-ব্যথায় চূপ করিয়া রহিল। তাহার পর আশ্বে আশ্বে বলিল, কিন্তু, মোহিত, মাটির সাথে যার সন্ধক নেই তা'ত বৃদ্‌বৃদের

মত সাগরের বুকেই মিশে যাবে ! ঢেউ ত' কখনও স্থির থাকে না, সে বে চিরচঞ্চল !

গভীর ভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া মোহিত হঠাৎ বলিল, শীলা, আজ আমার মাথার ঠিক নেই...কত কথাই যে মনে আসছে কী বল্বে ! যদি অগ্রায় কিছু ক'রে বা ব'লে বসি তাহ'লে আমায় ক্ষমা ক'রো !

এ আবার কী কথা ?—গভীর বিস্ময়ে শীলা মোহিতের দিকে তাকাইল। মোহিত তাহার ভয়ত্রস্ত দৃষ্টি দেখিয়া আশ্বাসের ভঙ্গীতে বলিল, ভয় পাবার কিছু নেই, আমার খেয়ালগুলো শুধু তুমি আজকের দিনটির মত মাপ ক'রে নিয়ো।

খুব ধীরস্বরে শীলা বলিল, কিন্তু তুমি আজ এত অস্থির হ'য়ে উঠ'ছ কেন ?

—অস্থির হ'য়ে উঠ'ছি কি ?

—কেন, তুমি নিজে কি সেটা বুঝতে পারছ না, মোহিত ?

—হ'বে !...বলিয়া মোহিত হঠাৎ গস্তীর হইয়া গেল। শীলা বলিল, অমন ক'রে গস্তীর হ'য়ে থেকোনা এখন।...এই না তুমি বলছিলে আজকের সময়টুকুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ভরে দেবে নিবিড় আনন্দের ধারায় ?...আর এখুনি তোমার মুখ হ'য়ে আসছে বর্ষার গস্তীর আকাশের মত !

মোহিত জবাব দিল, সত্যি শীলা, আমার এমন গস্তীর হ'য়ে থাকাটা উচিত হচ্ছে না !...বলিয়া সে শীলাকে বাহবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার রক্ত অধরে একটি চুম্বন মুদ্রণ করিয়া দিল। তাহার হাসিয়া বলিল, এবার আর নালিশ করবে না ত ?

শীলা কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না, বলিল, কিন্তু তোমার সব ভাবভঙ্গীর মাঝে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য ক'ব'ছি আজ।



ইহার কোন জবাব মোহিত দিল না। কথাটা এড়াইয়া ঘাইবার জন্ত বলিল, চুপ ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না, শীলা....এসো, ছায়ায় কোথাও বসি।

সমুদ্রের ধারেই পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে আকাশের দিকে, স্তরে স্তরে। অঙ্গে তাহার সবুজ ঘাসের অঞ্চল....সোজা ঢালু পাহাড় নয়, তাহার মধ্যেও যেন ঢেউ খেলিতেছে, সাগরের ঢেউএর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া। পাহাড়ে উঠিয়া ছায়া-সুশীতল একটি কোণ খুঁজিয়া মোহিত বলিল, এখানে বসা যাক এখন...

শীলা বসিল। মোহিত আর কোন কথাটি না বলিয়া তাহার কোলের উপর মাথাটি রাখিয়া সটান শুইয়া পড়িল।

শীলা প্রথমে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া গভীর স্নেহভরে মোহিতের মাথার কালো চুলগুলি নিয়া খেলা করিতে করিতে বলিল, তুমি কিন্তু ভয়ানক খেয়ালী হ'য়ে উঠছ আজ, মোহিত!

মোহিত তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে জবাব দিল, হঁ....

—হঁ নয়, সত্যি....

মোহিত প্রশ্ন করিল, তুমি আমার খেয়ালীপনা ভালবাস না, শীলা?

তাহার কথায় অভিমানের সুর। শীলা! মোহিতের চুলগুলির মধ্যে দ্রুতবেগে অঙ্গুলী চালনা করিয়া বলিল, ভালবাসি বৈ কি....তোমার খেয়াল যে এ....

মোহিত চুপ করিয়া নীল আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল। খানিক পরে প্রশ্ন করিল, তোমাদের দেশে আকাশ বোধ হয় এমন নীল নয়, নয় কি শীলা?

শীলা বলিল, না....শাদা কুয়াশা আর কালো ধোয়াই যে আকাশকে

ছেয়ে রাখে সেখানে। সোনার আলো যদি কখনও দেখা যায় তাহ'লে আনন্দের ফোয়ারা ছোট্ট সকলের প্রাণে।

মোহিত প্রশ্ন করিল, তোমার দেশে পৌঁছে তুমি সবই ভুলে যাবে শীলা, নয় কি ?

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া নত হইয়া মোহিতের কপালের উপর চুলের কাছটায় একটি চুম্বন দিয়া শীলা বলিল, ভুলতে পারতুম, মোহিত, যদি এর সাথে গভীর অনুবেদনার যোগ না থাকত।.....তুমি একটা জিনিষ ভুলে যেওনা যে আমরা হচ্ছি মেয়ে, আমাদের অনুভূতির তন্ত্রীতে যদি একবারটি আঘাত লাগে তবে তার মূর্চ্ছনা সমস্ত চৈতন্যকে দেয় আচ্ছন্ন করে।.....সে কি কখনও ভোলা যায়, মোহিত ?

—কিন্তু দেশের মাটিতে পা' দিতেই ত সবাই তোমাকে হেঁকে ধরবেন চারিদিক থেকে।.....তখন কি আর সাগর দোলায় ঢেউখানির কথা তোমার মনে থাকবে, শীলা ?

গভীর ভাবে শীলা জবাব দিল, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, মোহিত, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তরক হ'য়েই আছে—শুধু উপরে উপরে ঢেউ উঠছে, জোয়ার-ভাঁটা চলছে।.....সমুদ্রের প্রকৃতকপ দেখতে পাবে অভ্যন্তরে, যেখানে আছে এক রহস্যময় জগৎ.....বাইরে ত' শুধু ফেনিল উচ্ছ্বাস মাত্র !

মোহিত শান্তভাবে শীলার কথাগুলি মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একটু পরে বলিল, আমার কিন্তু ভয় হয়, শীলা.....

বিস্মিত হইয়া শীলা প্রশ্ন করিল, ভয় ? কেন ?

—ভয় হয় এই ভেবে যে সমুদ্রের অন্তরের রহস্য বড় গভীর, অতলস্পর্শী। তোমার ভালবাসা যদি সেরকম না হ'য়ে তার উপরকার ঢেউএর মত চঞ্চল এবং ক্ষণিক হ'ত তাহ'লে বোধ হয় ভাল হ'ত ...

গভীর বিষ্ময়ে শীলা বলিল, এ কী বলছ তুমি, মোহিত ?

—একটুখানি অদ্ভুত ঠেকছে আমার উক্তি, না ?....আসল কথাটি হচ্ছে এই যে তোমার ভালবাসার গভীরতা আমায় ক'রে দিচ্ছে ত্রস্ত । আমার মন তাই বলছে উভয়ের মুক্তির জন্মে যত শীগগির বিদায়ের মুহূর্ত চলে আসে ততই বোধ হয় হ'বে ভাল ।

—কিন্তু তোমার অনুবেদনাও যদি আমারই মত গভীর হ'য়ে থাকে তাহ'লে বিচ্ছেদে ত সান্ত্বনা মিলবে না, মোহিত....

—মানি, কিন্তু এক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ছাড়া উপায় কী শীলা ?....যা' অবশ্যম্ভাবী তাকে উপেক্ষা ক'রে ত কোন লাভ নেই ! তাই বলছি, জোর ক'রে মনকে বিশ্বাস করাতে হ'বে যে এ সাগরদোলার ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয় !....সাগর-অন্তঃপুরের নিস্তরঙ্গতা ক'থা যেতে হ'বে ভুলে !

—পারবে ?

—না পাবলেও চেষ্টা করতে হবে, শীলা ।....এবং সেই জগুই বিদায়টাকে করে তুলতে হবে অকস্মাৎ, যাতে চিন্তা কব্‌বার অবসরটুকু পর্য্যন্ত মন না পায় ।....ভাব্‌বার অবসর পেনেই মন যাবে ঢেউএব নীচেকার রহস্য আবিষ্কারের লোভে ।

শীলা কিছু বলিল না । মোহিতের মনের ছন্দ সে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছিল....বুঝিতে তাহার কোনই কষ্ট হইতেছিল না, কারণ তাহার মনের মধ্যেও যে সেই একই ছন্দে গাথা বিক্ষোভের প্রবাহিণী চলিতেছিল । সে ধীরে ধীরে মোহিতের কপালটির উপর তাহার ডান হাতটি রাখিল ।

মোহিত এই স্নেহস্পর্শ উপভোগ করিতে করিতে বলিল, যদি আমাদের এমনি বিচিত্রভাবে দেখা না হ'ত তাহ'লে কোন ক্ষতি হ'ত কি ?

শীলা বলিল, হয়ত হ'ত না। অনুভূতি না থাকলে অভাবের কথা যে উঠতেই পারেনা!

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মোহিত বলিল, জানো, এক একবার ব্রাউনিংএর মত আমার বলতে ইচ্ছা হয়, এই যে বেদনাপূর্ণ আনন্দের ছোঁয়াচটুকু পেয়েছি এই বা কম কি? এর দামও ত' নগণ্য নয়!...কিন্তু নিজের জীবনের ছন্দের সাথে ব্রাউনিংএর ফিলসফি মিলাতে গিয়ে দেখি, ব্রাউনিংএর মত দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস আমার নেই!

সাস্বনামিশ্রিত ভাষায় শীলা বলিল, সে দৈন্য শুধু তোমার একা নয়, মোহিত...বিশ্বজোড়া লোকের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

অনেকক্ষণ মোহিত চুপ করিয়া শীলার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিল। তাহারপর হঠাৎ উঠিয়া শীলার মাথাটি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কেন যে তোমাকে ভালবেসেছি, শীলা, আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম...আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ছিল তোমাকে ভাললাগার বিরুদ্ধে, কিন্তু মনের খেলা এমনই বিচিত্র যে সে কোন বাঁধা আইন-কানুন মেনে চলে না—সে চলে তার নিজের খুসীতে... খেয়াল মত....

দ্বিপ্রহর পড়িয়া আসিতেছিল তখন। মোহিত মৃদুস্বরে বলিল, খিদে পেয়েছে, না?

শীলা একটুখানি হাসিল।

মোহিত বলিল, কিন্তু আজ তোমায় উপোসী থাকতে হ'বে শীলা.... এখান থেকে আমি এখন নড়ছি না—আর এ জায়গায় ব'সে খাবার ত মিলবে না!

শীলা শুধু বলিল, দরকার নেই কিছু....

মোহিত বলিল, আচ্ছা, শীলা, যদি তোমার কাছ থেকে আমি হঠাৎ চলে যাই তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে যা' তা' ভাববে কি ?

অবাক হইয়া শীলা বলিল, তোমার মনের মধ্যে ছরস্তু একটা খেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, মোহিত, আমার কাছে তুমি লুকোবার চেষ্টা ক'রো না !

স্নানহাসি হাসিয়া মোহিত বলিল, খেয়াল কিছুই নেই, শীলা....যা' মনে আসছে তাই শুধু বলছি....

মোহিতের বুক মুখ লুকাইয়া শীলা প্রশ্ন করিল, আমায় তুমি ব'লোনা কী প্ল্যান তোমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এখন....

তেনই হাসিয়া মোহিত জবাব দিল, প্ল্যান থাকলে ও বলব, শীলা ! ...মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মান্ছে না, নিয়ম শুন্ছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা খুসী-তাই বলাচ্ছে ।

ঘড়িতে দুইটা যখন বাজিল তখন শীলা বলিল, এবার ত উঠতে হ'বে মোহিত....জাহাজ ছাড়বে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ।

মোহিত গাহার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া বলিল, হ্যাঁ, এবার ষ্টীমারে যেতে হ'বে....

উভয়ে উঠিল । শীলা গাহার ধরিয়া আবার তাহারা হাঁটিতে শুরু করিল, নেপল্‌স্‌এর জনকোলাহলেম অভিমুখে । পথে তাহারা গুলিল জাহাজের প্রথম বাশী বাজিল ।

মোহিত বলিল, বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, শীলা । জাহাজের দেরী দেবার সাথে সাথেই চলা শুরু হবে কিন্তু....

—জাহাজ ছেড়ে যাবে না ত ?

—না....ঠিক সময়ে আমরা গিয়ে পৌঁছ'ব ।

জাহাজের কাছে যখন তাহারা যাইয়া পৌঁছিল তখন সিঁড়ি তুলিয়া নিবার মাত্র মিনিট দশেক বাকী। শীলা আর মোহিত তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যোশী আর কৃপালানি ফাৰ্ণক্লাশ ডেকে দাঁড়াইয়াছিল—এই যাত্রী দুইটির আগমন প্রতীক্ষায়। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোশী বলিল, আমাদের যা' ভাবনা হ'য়েছিল, মিস্ রজাস'.... ভাবলুম আজ মোহিতের পাল্লায় পড়ে বুঝি ভিসুভিয়সের আগুনের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ আলেয়ার মত !

শীলা বলিল, আমরা ত ভিসুভিয়স্ দেখতে যাইনি', যোশী। আমরা ওইদিক দিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলুম অনেক দূরে—পাহাড়ের মধ্যে...

মোহিত এমন সময় "এই এখুনি আসছি" বলিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল।

কৃপালানি বলিলেন, বাবুজী—মিঃ সেন—কোনরকম পাগ্লামি করেননি' ত ?

আরম্ভমুখে শীলা জবাব দিল, না....তবে আজ তাঁর মনটা খুবই চঞ্চল ব'লে মনে হচ্ছিল।

কথা বলিতে বলিতে শীলা রেলিংএর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের শেষ বাঁশী বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি উঠাইয়া নিবার কথা, হঠাৎ শীলার নজর পড়িল সেই সিঁড়ির দিকে। দেখিতে পাইল, মোহিত সিঁড়ির প্রান্তে খালাসীটার সঙ্গে কী যেন তর্ক করিতেছে, খালাসীটা কোনই জবাব না দিয়া বারবার অসম্মতিসূচক ঘাড় ...ভেঁচেছে।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত প্রহেলিকা শীলার নিকট অত্যন্ত স্বচ্ছ সরল হইয়া গেল। মোহিতের ব্যবহারের অসংলগ্নতা, তাহার কথাবার্তায় চঞ্চলতার

কারণ সে বুঝিতে পারিল এক নিমেষে। আর বিধা না কবিয়া সেও দ্রুত-গতিতে ছুটিয়া গেল নৌচে, যেখানে মোহিত তখনও অনুনয় করিতেছে খালাসৌকে, তাহাকে একবারটি তীরে অবতরণ কবিবাব পথ দিতে।

মোহিতের কাঁধে হাতটা রাখিয়া সে মৃদুস্ববে বলিল, পাগ্লামি ক'রোনা, মোহিত, চলে এসো!

শীলার এই অতর্কিত স্পর্শে মোহিত বিছ্যাৎ-স্পৃষ্টেব মত চম্কাইয়া উঠিল। কিংকল্পব্যবিমূঢ় হইয়া সে খানিকক্ষণ শীলার দিকে তাকাইয়া রহিল।

শীলা আবার তাহাকে আকষণ করিয়া বলিল, যোশী আর কৃপালানি তোমার জন্ত অপেক্ষা করছে উপরের ডেক্‌এ, দেয়া ক'বোনা!

নীরবে মোহিত শীলাকে অনুবর্তন করিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের শেষ বাঁশীও বাজিয়া উঠিল এবং সিঁড়িও উঠাইয়া নেওয়া হইল।

উপরের ডেকে উঠিতে উঠিতে মৃদুস্বরে শীলা বলিল, তোমার পাগ্লামির কথা আমি কাউকে জানাব না, কিন্তু নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কথা বলা নিতান্ত দরকার, মোহিত।

যোশী এবং কৃপালানি অবাক হইয়া ভাবিতেছিল জাহাজে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই এই দুইটি নরনারী হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইল। শীলা এবং মোহিতকে পাশাপাশি উঠিয়া আসিতে দেখিয়া উভয়ে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, তোমাদের মধ্যে কী যেন একটা লুকোচুরী খেলা চলছে, মিস্ রজাস.....

তরল হাস্তে ডেক্‌টা মুখরিত করিয়া শীলা জবাব দিল, আমরা মেয়েজাতটাই যে লুকোচুরী ভালবাসি, যোশী!.....আমাদের হৃদয়ের রহস্য জানবার মত ঐশ্বর্য ত তোমার কোনদিন হ'বেনা!

ততক্ষণে মোহিত ও অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে। শীলার

সঙ্গে গলা মিলাইয়া সেও বলিল, লুকোচুরী একটু আছে বই কি  
রূপালানিজী, কিন্তু বন্ধু যোশী যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন তা' মোটেই  
নেই!

একটু মুখভার করিয়া যোশী বলিল, বেশ, এখন না হয় না বললে,  
কিন্তু সময়মত আমন্ত্রণ যেন পাই!

—আশা ক'রে ব'সে থেকে পরে যেন নিরাশ হয়োনা, যোশী!....  
তরল কণ্ঠে মোহিত জবাব দিল।

জাহাজ তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরে ধীরে বন্দরের  
সীমা অতিক্রম করিয়া জাহাজ আবার আসিয়া পড়িল উন্মুক্ত সাগরের  
বুকে। আবার শুরু হইল আগের মত সেই দোলানি, আরম্ভ হইল  
ঢেউএর সেই নিষ্ঠুর খেলা, যাহা চলিয়াছে অনাদিকাল হইতে এবং যাহা  
যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের মনকে যা-খুসী-তাই বিপর্যাস্ত করিয়া  
আসিতেছে!

মোহিত নতশিরে শীলার পিছনে পিছনে উপরের ডেক্‌এর জনবিরল  
একটা কোণে আসিয়া দাঁড়াইল।

শীলা প্রথমে কোন কথা বলিল না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিম্পলকনেত্রে  
সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অত্যন্ত পীড়াদায়ক এই নীরবতা ভাঙ্গিবার প্রয়াস করিয়া মোহিত  
বলিল, চুপ ক'রে থাকোনা, শীলা। যা বলবার ব'লে ফেলো!

শীলা তবু কোন জবাব দিলনা।

মোহিত আবার বলিল, কেন তুমি আমার ইচ্ছায় বাধা দিলে, শীলা?  
আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম আমার নিজের খুসীতে, যাতে সবরকম



সমস্তার সহজ এবং স্মৃষ্টি একটা সমাধান হ'য়ে যায়।...আমাকে বাধা দিয়ে জটিলতা তুমি বাড়ালে বই কমালেনা !

শীলা এবার কথা বলিল, অত্যন্ত ধীরে ধীরে ।

—তোমার ব্যবহারে কতকগুলো বিষয় অত্যন্ত স্বচ্ছ, সরল হ'য়ে গেল, মোহিত।...আমাদের এই খেলা আর বেশীদূর এগোতে দেওয়া আর কিছুতেই উচিত হ'বেনা, সময় থাকতে রাশ টানতে হবে ।

—তার মানে ?...আহতস্বরে মোহিত প্রশ্ন করিল ।

—মানে শুধু এই যে তোমার আর আমার মনের ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।...যে অনুভূতির আঘাতে তুমি পালিয়ে যেতে চাও তার স্পর্শ আমার মনেও লেগেছে, কিন্তু, কই, পালিয়ে যাবার ইচ্ছা ত আমার মনে একবারও জাগেনা !

—তোমরা স্বাধীন দেশের মেয়ে, শীলা । তোমাদের অনুভূতির, ব্যবহারের মাপকাঠি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।...আমরা পরাধীন, যুগযুগান্তর ধরে অপরের অনুবর্তন ক'রেই এসেছি আমরা, গভীর অনুভূতিকে আমরা ছেলেখেলা ব'লে উড়িয়ে দিতে পারিনা !

—গভীর কোন অনুভূতিকেই উড়িয়ে দিতে বলছি না, মোহিত । আমি শুধু বলছি এই যে সাগরের বুকে ব'সে যে দোলা লেগেছে তোমার মনে তাকে প্রগল্ভ মর্যাদা দিও না, তার দাম কতটুকু প্রথমে স্থিরভাবে বিচার ক'রে দেখো ।

মোহিত কোন কথা বলিল না, তিরস্কৃত বালকের মত অসম্বৃষ্ট মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

কথার ভঙ্গীতে লঘুতা আনিবার প্রয়াস করিয়া শীলা বলিল, বকুনীটা একটু বেশী হ'য়ে গেল, না মোহিত ?...ছিঃ, এরকম রাগ ক'রে থেকে

না !.....যোশী আর কুপালানি না জানি কি ভাবছে, চলো তাদের কাছে যাই ।

বলিয়া মোহিতকে একপ্রকার টানিতে টানিতেই শীলা নৃত্যদোহল চরণক্ষেপে নীচের ডেকে ছুটিয়া গেল ।

\* \*  
\*

\*

\* \*

শীলার ডায়েরী হইতে :

শুক্রবার, রাত বারোটা । ডায়েরী লিখতে আর ইচ্ছা করছে না, কিন্তু লিখতেই হ'বে এই বিচিত্র হাসি-কান্না মেশানো ইতিবৃত্ত, এর উপসংহার । সাগরের বুকে তরঙ্গের প্রত্যেকটি আঘাতে মোহিতের জীবনে যে প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটে গেল তার কাহিনী আমি ছাড়া আর কে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবে ?

মোহিতের এই তরুণ একাগ্র অনুভূতিকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং ভয়ও করি । শ্রদ্ধা করি, কারণ আমি তার যোগ্য নই । ভয় করি, কারণ সময় সময় নিজের উপর সংযম হারিয়ে ফেলি, মনে হয় বুঝি বা মোহিতের হাতে আমার মনটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ ক'রে দিয়ে আমি তৃপ্তি পাব বেশী ।

কিন্তু এই দোহন অবস্থায় থাকা চলবে না । আমাকে আত্মস্থ, সংহত হ'তেই হ'বে । কে এই মোহিত, কোন্ সূদূর দেশের অপরিণত-বুদ্ধি যুবক, যার কথা ভেবে আমি আমার সমস্ত জীবনটাকে ক'রে ফেলব বিপর্যস্ত, ক্ষুধ ?

সত্যি কথা বলতে কি, মোহিতের এই পালিয়ে যাবার প্রয়াস আমার একটুও ভাল লাগেনি' ! বুঝলুম সে আমাকে ভালবেসে ফেলেছে, অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবেসেছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেন হ'বে কাপুরুষ পলায়নে ? জোর ক'রে তার দাবী জানাবার মত সাহস তার নেই কেন ? কেন সে মুখ ফুটে বলতে পারে না সে আমাকে চায় ?

আমি আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকবার জানিয়েছি যে আমার মনও তার

দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে আছে। কর্ণেল গ্রীণ এবং মিস হিল্-এর বিরুদ্ধতা ত আমি কম করিনি'—তাতেও কি মোহিত বুঝতে পারে না যে আমি পরশ্রীকাতর কুৎসাকে ভয় করি না, আমি চাই নির্ভীক, দুঃসাহসী দাবী ! ...হাজার হোক আমি মেয়ে, আমি ত আর উপযাচিকার মত মোহিতের কর্তৃলগ্ন হ'য়ে তাকে মুখ ফুটে বলতে পারি না যে তার চুষন আদরের জগ্ন আমি উৎসুক হ'য়ে আছি !

মিস্ হিল্ আবার কটকট ক'রে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, ভাবছেন আমি আজও আবার রাত দু'টো অবধি ডায়েরী লেখায় নিমগ্ন হ'য়ে থাকুব কি না। ...দরকার কি বুড়াকে চটিয়ে? বাতিটা বন্ধ ক'রে আমিও শুয়ে পড়ছি।

শনিবার, সকাল বেলা। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি', সংলগ্ন অসংলগ্ন নানা স্বপ্নের ছায়ায় কেটেছে সমস্ত রজনী। তাই ভোর বেলায় সূর্যের আলো ফুটতে না ফুটতেই কোন রকমে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম উপরের ডেকে, উষার প্রথম কিরণছটা দেখতে।

পথেই দেখা কর্ণেল গ্রীণ-এর সাথে। তাঁর স্বাভাবিক শিষ্ট হাসি হেসে বললেন, সুপ্রভাত ! প্রথমেই তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, দিনটা ভালই কাটবে ব'লে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু আমার দিনটা ভাল কাটবে না বোধ হয় !

—কেন ? ...যথার্থ বিস্ময়ের সুরে কর্ণেল প্রশ্ন করলেন।

—তোমার মত কলহপ্রিয় বুড়ো লোকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎটা কি খুব মঙ্গলসূচক, কর্ণেল ? ...খুব গন্তীর মুখ ক'রে আমি জবাব দিলাম।

হো হো ক'রে হেসে সমস্ত সিঁড়িটা মুখরিত ক'রে কর্ণেল গ্রীণ বললেন, ওঃ, এই ?.....তা কলহপ্রিয়তার অপবাদটা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বৃদ্ধের পথ্যায় আমাকে ফেলবে তুমি এ আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই !... জানো, মিস্ রজাস, এই জাহাজে অন্ততঃ আধডজন মহিলা আছেন যারা আমার গলায় মালা দিতে পারলে কৃতার্থ বোধ করবেন।

তারপর একটু গম্ভীর ভাবে কর্ণেল প্রশ্ন করলেন, তোমার সেই ভারতীয় বন্ধুটির খবর কি ? বিদায়ের সময় ত আসন্ন হ'য়ে এল, নয় কি ?

কর্ণেল গ্রীণের এই কথায় আমার মনে পড়ে গেল যে সাগরের বুকে এই খেলার শেষ পরিচ্ছেদ সত্যি এগিয়ে এসেছে। কাল ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই জাহাজ পৌঁছুবে ভেনোয়ার বন্দরে, এবং সেখানে অবতরণ ক'রে আমাকে নিতে হ'বে ট্রান্সকন্টিনেন্ট্যাল এক্সপ্রেস। আর মোহিত সাগরের বুকে চলতে থাকবে আরও চার দিন, সে লাগুনে যাবে সমুদ্রপথে।

প্রশ্নের জবাবে আমি সংক্ষেপে বললাম, বন্ধু ভালই আছেন।

কর্ণেল গ্রীণ পাণ্টা আর কোন প্রশ্ন করলেন না।...ওঁকে আমি পছন্দ করি এই জগুই। মিস্ হিল্-এর উদগা সুরাচর্চারিত্ত অল্পসন্ধিৎসা নেই কর্ণেল গ্রীণ-এর, তিনি জানেন নরনারার বন্ধুত্ব, ভাললাগা, ভালবাসা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব, তাতে বাইরের লোকের কথা বলা অত্যন্ত উগ্র অনধিকার প্রবেশ।

আমরা উপরে চলে গেলাম সূর্যোদয় দেখতে। হঠাৎ চোখ পড়ল ডেকের অপর প্রান্তে, দেখি ড্রোসং গাউন পরে মোহিতও এসেছে আকাশ-সাগর মন্থন করা বিরাট অবর্ণনীয় শোভা দেখতে। বুল্লাম, আমার মত তারঃ ভাল ঘুম হয়নি'।

কর্ণেল গ্রীণ ডান হাতটা তুলে ইসারায় মোহিতকে সম্ভাষণ জানালেন, মোহিত তার হাতটা তুলে প্রতিসম্ভাষণ করল।...মোহিতের ভদ্রতাজ্ঞান একটু হ'য়েছে !

আমি কিন্তু মোহিতের দিক থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে গুস্ত করলাম পূর্বদিকের আকাশের প্রতি। খেলা ত অনেকই খেলেছি, শেষের দিনটাতে ফুটিয়ে তুলতে চাই বাস্তবের রূপ, তা' যতই রুঢ়, যতই কুৎসিৎ মনে হোক না কেন।

কর্ণেল গ্রীণ আমার মোহিতের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াটা লক্ষ্য করছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। প্রশ্ন করলেন, যদি কিছু মনে না কর, দু'একটা প্রশ্ন করতে পারি, মিস্ রজাস' ?

নির্লিপ্ত সুরে বললাম, স্বচ্ছন্দে !

—তোমার ভারতীয় বন্ধুটিকে তুমি একবারটি সম্ভাষণও করলে না আজ ? কেন, ঝগড়া হ'য়েছে নাকি ?

কর্ণেলের প্রশ্নে আমার অন্তর মথিত ক'রে উদ্বেল হ'য়ে উঠল একটি হাসিকান্নার সুর। ঝগড়া ? সত্যি যদি ঝগড়া হ'য়ে থাকত তাহ'লে বোধ হয় আমার মত সুখী আজ পৃথিবীতে থাকত না কেউ। কিন্তু মোহিত ত ঝগড়া করতে জানে না, সে জানে শুধু অহেতুক কতকগুলো অভিযোগ করতে ! তার ভালবাসা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত, নিজেকে নিয়ে ডুবে আছে সে, যাকে সে ভালবাসে তার মনের মধ্যে কী বিচিত্র লীলা চলেছে তা' অনুভব অনুসরণ করবার মত না আছে তার ক্ষমতা, না করছে সে প্রয়াস !

কর্ণেলের প্রশ্নের উত্তর দিলাম, না, ঝগড়া হয়নি' কর্নেল, তবে বুঝতেই ত পারছ আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বিদায় নিতে হ'বে জাহাজে-গড়া পরিচয়, বন্ধুত্বের কাছ থেকে, তাই আগে থেকেই তৈরী হ'য়ে থাকছি !

কর্ণেল গ্রীণ তবু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু সেজন্তে দেখেও না-দেখার ভাগ করার ত কোন প্রয়োজন হয় না !

আমি মরিয়া হ'য়ে উঠলাম। নিজের মনের বোঝা একা আমি আর বহিতে পারছি না কিছুতেই—কাউকে বলতেই হ'বে কোথায় আমার ক্ষত, কেন আমার এই ক্ষুধা। একমাত্র কর্নেল গ্রীণ ছাড়া কাকেই বা বিশ্বাস করতে পারি আমি ?

বললাম, আচ্ছা, কর্নেল, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই দুটো মহাভূমির মধ্যে মিলন কি একেবারেই অসম্ভব ?

ধীরভাবে কর্নেল গ্রীণ জবাব দিলেন, প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না, মিস্ রজাস', আর একটু খুলে ব'লো।

—আমি জিজ্ঞাসা কব'ছি, এই দুটো মহাভূমির নরনারীর মনের গতি, অনুভূতির ছন্দ কি সব সময় চলে সমান্তরাল রেখার পথে ? এমন একটা বিন্দুও কি নেই যেখানে তারা মিলতে পারে ?

—তুমি কি সেন-এর কথা বলছ, মিস রজাস' ?

অসহিষ্ণুভাবে আমি বললাম, নির্ব্যক্তিকভাবেই বিষয়টা আলোচনা ক'রো, কর্নেল, সেন বা যোশীকে এর মধ্যে টেনে আনবার প্রয়োজন নেই।

হেসে কর্নেল গ্রীণ বললেন, তোমার প্রশ্নটা যে মোটেই নির্ব্যক্তিক নয়, মিস্ রজাস' ! নির্ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়ে যে সমস্তটা তুমি আমার সম্মুখে তুলে ধরেছ তার পেছনে আছে ব্যক্তিগত অনুভূতি, আঘাত, হন্দ।... কাজেই যে দু'জন এর মধ্যে বিশেষভাবে জড়িত তাদের বাদ দিয়ে তোমার প্রশ্নের জবাব দেই কি ক'রে ?

কর্ণেল গ্রীণএর স্পষ্টভাষণে তিরস্কৃত হ'য়ে আমি চূপ ক'রে রইলাম।

কর্ণেল ব'লে চল্লেন, সেনএর প্রতি অবিচার ক'রো না, মিস্ রজাস'।....পশ্চিম দেশের আবহাওয়া, সভ্যতা এবং কৃষ্টির সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি' এখনও—কাজেই তোমাকে পছন্দ করা সম্ভেও ঠিক তুমি যে ভাবে চাও সেভাবে যদি সে তার অনুভূতির অভিব্যক্তি দিতে না পেরে থাকে তাহ'লে সেটা তার দেশের সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষার অপরাধ ব'লে মেনে নিয়ো।....আর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের যে মিলনের কথা তুমি উত্থাপন করেছ সে সম্বন্ধে আমার স্থির মত এই যে অদূর ভবিষ্যতে এই দুই মহাভূমির মিলন হ'বে না, হ'তে পারে না। তার মানে এই নয় যে পূর্ব এবং পশ্চিমের কোন নরনারীর মিলনই অসম্ভব। প্রত্যেক দেশেই এমন দু'একজন জন্মায় যারা দেশকে অতিক্রম ক'রে উঠতে পারে, যারা পূর্ব বা পশ্চিম এই দুই মহাভূমির কোনটিরই নয়, যারা যথার্থতঃ দেশকালের বাইরে—মিলন তাদের অসম্ভব নয়। ..কিন্তু তুমি এবং সেন—নাঃ, তোমরা মিশ খাবে না কিছুতেই !

আমি ও যে অন্তরে অন্তরে এই সত্য অনুভব করিনি' এমন নয় তবু নাছোড়বান্দার সুরে প্রশ্নে করলাম, কেন, কর্ণেল ?

—কেন তা তুমি নিজেই জান, মিস্ রজাস'।....আমার একমাত্র উপদেশ, মিশ খাবে না ব'লেই সেনের প্রতি অহেতুক রূঢ়তা বর্ষণ ক'রে সাধারণ বন্ধুত্বের স্মৃতিটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না।

ততক্ষণে সূর্য নীলাম্বুরেখার বেশ খানিকটা উপরে উঠে পড়েছে, কাঁচা সোনালি রোদে ডেকটা ভরে গেছে। কর্ণেল গ্রীণএর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ ক'রে আমি বললাম, কথা বলতে বলতে সময়ের খেই হারিয়ে ফেল্ছ, কর্ণেল ! এবার নিজেদের ক্যাবিনএ গিয়ে ব্রেকফাস্টএর জন্ম তৈরী হওয়া দরকার।

ডেকের যে প্রান্তে মোহিত দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে কর্ণেল গ্রীণ এবং



আমি তাকালাম একসঙ্গেই। দেখি, মোহিত সেখানে নেই, কখন নীচে চলে গেছে।

কর্ণেল বললেন, চলো তাহ'লে, মিস্ রজাস'।

শনিবার, সন্ধ্যার পর। ডায়েরী লেখায় আর কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছি না আমি। ছোট পাখীর মত আমার মনটা বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে মোহিতের চারদিকে, কেবলই ইচ্ছা হচ্ছে তার অগোচরে, অথচ তার অতি নিকটে থেকে, আমি তাকে পয্যবেক্ষণ কবি, জানতে প্রয়াস করি তার ভীকু তুহিন শাতল ব্যবহারের কারণ। কিন্তু একটা দুর্দমনীয় অভিমান এবং সঙ্কোচ আমাকে প্রতিহত কচ্ছে উপযাচিকা হ'য়ে তার সম্মুখে দাঁড়াতে।

বিকলে চায়ের পর যোশার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। ছ'একটা টুকুরো টুকুরো কথা ছাড়া আর কোনই বাক্যবিনিময় হয়নি আমাদের! যোশা প্রশ্ন করছিল, ভিসুভিয়স্ থেকে ফেরা অবধি তোমার দেখাই যে পাচ্চিনে, মিস্ রজাস'! ইউরোপের বুকে পা' ছুইয়েই আমাদের ভুলে গেলে নাকি?

যোশার এই প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার আগার ভান লাগেনি'। আমি জবাব দিয়েছিলাম, তোমরা, পূর্কদেশীয়রা, ডুবে আছ একটা কম্প্লেক্স এর মধ্যে, তাই আমাদের অতি সাধারণ ব্যবহার, কণাবাত্তার মধ্যেও দেখতে পাও দস্ত, তোমাদের এড়িয়ে যাবার প্রয়াস।

যোশা মুহূর্তের জগু গতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর শুধু বলেছিল, ভুল হয়ত আমারই হ'য়েছে, মিস রজাস', কিন্তু ভুল ভাবা এবং ভুল করাটা পূর্কদেশীয়দের একচেটে নয় সেটা মনে রেখো।

ব'লে জবাবের কোন অবকাশ না দিয়েই সে কথোপকথন শুরু ক'রে দিল আর একজন ভারতীয় ছেলের সঙ্গে।

ক্ষুব্ধ, বিকৃত মন নিয়ে আমি আশ্রয় খুঁজলাম আমার ক্যাবিনে। দেখি, মিস্ হিল ঘরে বসেই চা' খাচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি চা' খেতে ওপরে গেলে না, মিস্ হিল ?

জবাব পেলাম, তোমাদের বিদায়-অভিনয় দেখবার আগ্রহ আমার মোটেই নেই, শীলা !

—কী যা' তা' তুমি বলছ, মিস্ হিল ?

—সত্যি কথা বলছি, শীলা। কাল তুমি তোমার সেই কালো বন্ধুটির সঙ্গে সারাটা দিন নেপল্‌স্‌এ কি করলে ?

মিস্ হিলএর এই “কালো” বিশেষণে আমি দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলাম। বললাম, আমার বন্ধুর গায়ের রং কালো হ'তে পারে, মিস্ হিল, কিন্তু তার ব্যবহারের মত কুশ্রীতা নেই এতটুকু।...আমার শাদা বন্ধুরা বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে জানে না মোটেই !

বক্রহাসি হেসে মিস্ হিল বললেন, তোমার কালো বন্ধুদের সম্প্রদায়কে জানতে আমার বাকি নেই, শীলা।...সময় এবং সুযোগ পেলে তারা জিমি ব্ল্যাকিকে ও ছাড়িয়ে উঠতে পারে। তবে উপস্থিত যার কথা বলছি সে যদি তোমার সঙ্গে খুবই শীল ব্যবহার ক'রে থাকে তাহ'লে তার পেছনে আছে ভয়, পরাধীন জাতের ভগ্নজানু, ভগ্নকটি অবস্থা !

মিস্ হিলএর এই ব্যঙ্গোক্তি আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল।... ক্যাবিন্ ছেড়ে ছুটে পাললাম আমি উপরের ডেক্‌এ।

সামূনা-সামূনি পড়লাম মোহিতের। আমার মুখ রক্তাক্ত হ'য়ে উঠল।

অত্যন্ত সহজ শান্ত স্বরে মোহিত বল্ল, তোমাকেই খুঁজছিলাম, শীলা ।

মোহিত আমাকেই খুঁজছিল ?....অননুভূতপূর্ব্ব এক পুলকের শিহরণ আমার শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তরঙ্গায়িত হ'য়ে গেল । বল্লাম, এসো, কোথাও গিয়ে বসি ।

ডেক্ তখন লোকে লোকারণ্য । নিরিবিলা একটা কোণও খুঁজে পাওয়া গেল না । শুধু দেখলাম যোশী আর তার একজন বন্ধু আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন মন্তব্য প্রকাশ করল ।

বল্লাম, এক কাজ করি মোহিত । নীচে মিঃ কুপালানিদের ডেকে যাই—সেখানে নিশ্চয়ই কথা বলবার মত একটা জায়গা পাওয়া যাবে ।

অতি অপ্রসন্ন সিঁড়ি বেয়ে আমরা চলে গেলাম ডেক্ প্যাসেঞ্জারদের আস্তানায় । মিঃ কুপালানি মোহিতকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেছনে আমাকে দেখেই সঙ্কুচিত হ'য়ে নীরব হ'য়ে রইলেন । মোহিত বললে, এখানে লোকের ভীড় একটু কম কোন্ দিকে বলতে পারেন, কুপালানিজী ?

অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন মিঃ কুপালানি । তারপর, অনেকটা যেন আমাকে শুনিয়েই বললেন, তোমার বন্ধু মিঃ যোশী বোধ হয় উপরের ডেকে আছেন, না মিঃ সেন ?....আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি ।

ব'লে তড় তড় ক'রে তিনি উপরে চলে গেলেন ।

মিঃ কুপালানির নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে আমরা ছ'জনে বসলাম ।

জিজ্ঞাসু চোখ দু'টি মোহিতের চোখের উপর নিবদ্ধ ক'রে প্রশ্ন করলাম, কি বলতে আমাকে ডেকে নিয়ে এলে, মোহিত ?

মোহিত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর হঠাৎ ব'লে বলল,  
তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাস, শীলা ?

এই আকস্মিক প্রশ্নের জগ্ন প্রস্তুত ছিলাম না আমি মোটেই।  
ভালবাসা ? ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা পশ্চিম দেশের ছেলে-  
মেয়ের স্বভাবগত ধর্ম, আমরা সাধারণতঃ যে অনুভূতিকে ভালবাসার  
পর্যায় ফেলি সত্যি কি তা' ভালবাসা ?

কিন্তু মোহিতের প্রশ্নের জবাব দিতেই হ'বে। এবার তার প্রশ্ন  
দ্বিধাবিজড়িত নয়, নিজেকে সে চিন্তে পেরেছে এবং তারই সাহসিকতায়  
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সে জানতে চাচ্ছে আমাকে।

উত্তর দিলাম, আমি তোমাকে পছন্দ করি, হয়ত ভালও বাসি,  
মোহিত, কিন্তু কী প্রয়োজন এই আত্মবিশ্লেষণে ?

—তোমার প্রয়োজন না থাকতে পারে, শীলা, আমার আছে।  
....যাক্, একটা দিক অনেকখানি পরিষ্কার হ'য়ে গেল, বুঝলাম তুমি  
আমাকে ভালবাস না !

আহতস্বরে জবাব দিলাম, সে কথা ত আমি বলিনি', মোহিত !

—বলেছ বই কি !....তীক্ষ্ণস্বরে মোহিত বলল....এই ত এখুনি  
বলে তুমি আমাকে পছন্দ কর মাত্র !

মরিয়া হ'য়ে আমি বললাম, মিথ্যে কথা ব'লোনা, মোহিত।  
এ কথা আমি কখনও বলিনি' যে আমি তোমাকে ভালবাসি না !....  
তোমরা পূর্বদেশায়রা জান না কখন কি ভাবে সুযোগকে গ্রহণ করতে হয়,  
মূল্যবান মুহূর্তগুলি তোমরা নষ্ট ক'রো অর্থহীন তর্কে, আবর্জ্ঞনাময়  
বিশ্লেষণে !

মুহূর্তের জগ্ন মোহিতের মুখচোখ রক্তাক্ত হ'য়ে উঠল—অপমানে  
এবং রাগে। কিন্তু অদ্ভুত তার সংঘম, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আত্মস্থ

হ'য়ে সে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, শীলা, আমরা পূর্বদেশীয়রা অত্যন্ত নিরীক্ষা, আমরা জানি না কেমন ক'রে প্রগতিশীলা পশ্চিমদেশীয়াদের মন কেড়ে নিতে হয়।...আমার যা জিজ্ঞাসা ছিল তার জবাব পেয়েছি, তোমাকে আর বিরক্ত করব না।...শুধু এটুকু ব'লে রাখি, আমাকে নিয়ে এরকম খেলা না খেললেও পাবতে। স্তাবক, বন্ধু এবং প্রেমিকের অভাব নেই তোমার, আমাকে দলের মধ্যে টেনে আনবার প্রয়োজন ছিল না এতটুকু।

ব'লে আমাকে কোন জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই মোহিত উঠে জোরে জোরে পা' ফেলে চলে গেল।

ধীরে ধীরে আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

সেই থেকে ক্যাভিনে এসে ডায়েরী লিখছি, কিন্তু সুবিগ্নস্ত ছন্দে লিখতে পারছি না কিছুই। বারবার মনে হচ্ছে ছুটে যাই মোহিতের কাছে, বুঝিয়ে দেই তাকে যে সে যে রূপে, রংএ প্রতিভাত দেখতে চায় আমার ভালবাসাকে তা' আমি এখন দিতে না পারলেও, তাকে অপমান করতে চাইনে আমি এতটুকু।...আমি চাই সে আমাকে গ্রহণ করুক যেমনটি আমি আছি ঠিক তেমনটি, তারপদ যদি বিভোর ভাবুকতার রঙীন্ মায়ায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি তাহ'লে সেটা হ'বে তার কৃতিত্ব, তার গৌরব।

আবার মনে হয় কোন ফল হ'বে না! আমার ছুটে যাওয়ায়। মোহিত আমাকে ঢালতে চায় তার কল্পনার ছাঁচে, কিন্তু আমি জানি সে অসম্ভব, আমি ত কাদায় তৈরী খেলার পুতুল নই, আমাকে যারা পেতে চায় তাদের দিতে হ'বে আমারই নির্দ্বারিত মূল্য।...মোহিত সে মূল্য দিতে পারবে না।

কুয়াসাচ্ছন্ন বন্দরে জাহাজ আসিয়া ভিড়িল। সূর্যোদয়ের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শীতের প্রারম্ভের কুয়াসা পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, পটভূমিকায় দেখা যাইতেছে দুই একটি আলো এবং অগ্নাশ্রু জাহাজের মাস্তুল।

ফাষ্ট ক্লাশের লাউঞ্জ্‌এ জাহাজের অধিকাংশ যাত্রী সমবেত হইয়াছে। জাহাজ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খালি হইয়া যাইবে এই জেনোয়াবন্দরে, কারণ অধিকাংশ যাত্রীই স্থলপথে যাইবে ইংলণ্ডে, তাহাতে অন্ততঃ তিন দিন সময় বাঁচিবে। কেবল মোহিত, যোশী এবং আর কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র ও অধিকাংশ ডেক্-প্যাসেঞ্জারেরা চলিতে থাকিবে জলপথে—আরও চারি দিন।

শীলা রজাস, মিস্ হিল্ এবং কর্ণেল গ্রীণ একটা সোফার উপর বসিয়া ছিলেন, পাইলট ষ্টীমারে পাস্‌পোর্ট অফিসার আসিবেন, তাঁহারই প্রতীক্ষায়। জিমি এবং ব্ল্যাকি একটু দূরে দুইটা চেয়ার অধিকার করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অবতরণকারী অগ্নাশ্রু যাত্রীরা কেহ বা বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল।

মিস্ হিল্ বেশ খানিকটা বিজয়গর্ভভরে শীলার দিকে তাকাইতে-ছিলেন।.....অবশেষে কালো ভারতীয় ছেলেটার মুঠার মধ্য হইতে মেয়েটাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তিনি! এখন ভালয় ভালয় মাটির বুকে পা দিতে পারিলে বাঁচা যায়।.....অনেকখানি সমস্তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া গিয়াছে এই জগৎ যে ভারতীয় ছেলেটা জেনোয়ায় নামিবে না—সে যাইবে জলপথে।

কর্ণেল গ্রীণ ফিন্ ফিন্ করিয়া শীলার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন।

—মিস্ রজাস, তোমার বন্ধুটি শ্যালুনের বাইরে পায়চারি করছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি একবার উঠে গিয়ে তার সঙ্গে গুড্-বাই ক'রে এসো না!

তাচ্ছিল্যের স্বরে, অথচ মিস্ হিল্ যেন শুনিতেন না পান, এমন ভঙ্গীতে শীলা জবাব দিল, গুড্-বাই কালই হ'য়ে গেছে, কর্নেল। আজ আবার নূতন ক'রে অভিনয় করার প্রয়োজন নেই!

—তবু ভদ্রতার একটা দাবী আছে ত!...নাছোড়বান্দার স্বরে কর্নেল গ্রীণ বলিলেন।

—জাহাজ থেকে নাম্বার আগে দেখা যাবে, কর্নেল।...ডাঙ্গায় ভিড়তে আর কত দেরী, পাশার?

পাশার বাহিরের দিকে তাকাইয়া একটু লক্ষ্য করিয়া জবাব দিল, আরও মিনিট পনর-কুড়ি হ'বে।

যাত্রীরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সুদীর্ঘ বারোটি দিন সাগরের বুকে চলিয়া আসিয়াছে তাহারা—এখন মাটির এত কাছে আসিয়া ও এই দীর্ঘসূত্রীতা যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। জিমি এবং ব্ল্যাকি উঠিয়া চলিয়া গেল পান-কামরার দিকে, এই ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় বিশেষ কোন পানীয় সেবন না করিলে কিছুতেই চলিতেছে না।

শীলা রজাস এবং কর্নেল গ্রীণের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাহারা বলিল, এসো না আমাদের সঙ্গে, সামান্য কিছু ড্রিঙ্কস্‌এ জয়েন্ কব্বে।

শীলা এবং কর্নেল উভয়েই অস্বীকারসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, ধন্যবাদ।

—তোমাদের অভিরুচি।...বলিয়া জিমি এবং ব্ল্যাকি বাহির হইয়া গেল।

লাউঞ্জের বাহিরের ডেকে এককোণে দাঁড়াইয়াছিল যোশী এবং মোহিত। আর একটু দূরে জটলা পাকাইতেছিল চিদম্বরম্, ডাক্তার বস্মণ এবং আহম্মদ। ইহারা সকলেই জলপথে লগুনে যাইবে, পাসপোর্ট দেখাইবার তাড়া নাই।

মোহিত বলিতেছিল, তোমার কথাই ঠিক, যোশী। ইউরোপীয় মেয়েরা জানে শুধু অভিনয় করতে, লোকের মন নিয়ে খেলতে। শিকার যখন টোপ গিলেছে তখন তাদের হাস্যলাস্য ভেদ ক'রে দেখা দেয় নগ্ন কদর্য্য একটা নিষ্ঠুরতা!

যোশী বলিল, আমি কিন্তু মিস্ রজাসকে একটু অগ্ররকম ভেবেছিলাম, সেন।.....তোমার কথাগুলো এখনও আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে না, অথচ অবিশ্বাস করিই বা কি ক'রে?

—ইউরোপের সঙ্গে পরিচিত হ'বার আগেই তার কৃষ্টির সঙ্গে বেশ ভাল একটা পরিচয় হ'য়ে গেল, যোশী!.....মুহূর্তের আনন্দকে এরা বড় ক'রে দেখে গভীরতম অনুভূতির বিশালতার চেয়ে!

—এ নিয়ে ছুঃখ ক'রো না, সেন। এই ত তোমার জীবনের অভিজ্ঞতার আরম্ভ। অভিজ্ঞতার ঢেউএ সঞ্চারমান্ তুমি বছর দুই পরে এই খণ্ডকাব্যের কথা মনে ক'রে হান্বে, আর ভাব্বে, কী বোকা ছিলাম আমি!

তিক্ততাব্যঞ্জক স্বরে মোহিত বলিল, হয়ত হান্বে। কিন্তু আমার মনের আদর্শবাদের মূলে যে আজ নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করল তাকে ক্ষমা করতে পার্বে না কিছুতেই।

মোহিতের তিক্ততা গায়ে না মাখিয়া যোশী জবাব দিল, তা'ও পাব্বে, সেন। শুধু যে ক্ষমা করবে তা' নয়, যাকে তুমি আজ নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত বল্ছ তার নাম তুমি তখন দেবে অপরিমীম অপৰ্য্যাপ্ত উপচার।



ঈষৎ বিকৃত একটা মুখভঙ্গী করিয়া মোহিত জানাইয়া দিল যে সে যোশীর সঙ্গে একমত হইতে পারিতেছে না।

ওদিকে চিদম্বরম্ ডাক্তার বস্মণ এবং আহম্মদকে সবচেয়ে টাটকা সংবাদগুলি দিতেছিল এবং শ্রোতা দুইজন গোথাসে তাহার কথা গিলিতেছিল।

চিদম্বরম্ বলিতেছিল, আমি ওর ক্যাবিন্‌মেট্, ডাঃ বস্মণ, আমি ভেতরের খবর সবই জানি।.....নেপল্‌স্‌এ মেয়েটা সেনকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, উদ্দেশ্য ওকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিয়ে পরে ব্ল্যাক্‌মেন্‌ কব্বে। তবে সেন নেহাৎ বোকা নয়, যদিও বাইরে থেকে তাকে অত্যন্ত গোবেচারী গোছের মনে হয়।.....যতদূর মনে হ'ল সেনকে মেয়েটা কাবু করতে পারেনি', এবং অসাফল্যের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়েছে এখন সেনের উপর। তাই সে সেনের সঙ্গে রীতিমত অভদ্র ব্যবহার শুরু করেছে, যেন তাকে কোনদিন চেনেই না!

—এত ঢলাঢলির এই পরিণাম!.....বিদ্ৰূপের স্বরে আহম্মদ বলিল।

ডাঃ বস্মণ বলিলেন, আরে, এই পরিণতি যে হ'বে সে কথা কি প্রথম দিনই আমি বলিনি'? তখন তোমরা আমার কথায় কাণই দেওনি', ব'লেছ অভিজাত বংশের মেয়ে, ভারতবর্ষের প্রতি যথার্থ একটা টান আছে এর।.....এরকম অভিজাত সম্প্রদায় আমি বিলেতে অনেক দেখেছি, মিঃ চিদম্বরম্, আর ভারতবর্ষের প্রতি এদের টানটা কতখানি গভীর তা'ও আমার জানা আছে!

চিদম্বরম্ বলিল, কিন্তু সেন কী যে পেয়েছে সেই যোশী ছোঁড়াটার মধ্যে! আমি, তার ক্যাবিন্‌মেট্, কোথায় আমার সঙ্গে কথা ব'লে

হুঃখের ভার লাঘব করবে, না সে সব সময় আছে যোশীর পেছনে পেছনে !

—আমার মনে হয়, ডাঃ বস্মণ, এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ! যোশী ত মেয়েটাকে অনেক আগে থেকেই জান্ত, তবু ত সেনকে সে সাবধান ক’রে দেয়নি’ ! বরং সে সহায়তা করেছে এই দশ-বারো দিনের অভিনয়ে ।.....কেন ?.....আহম্মদ প্রশ্ন করিল ।

—আপনি ঠিক ধরেছেন, মিঃ আহম্মদ ।...ডাঃ বস্মণ বলিলেন ।... যোশীটাই হচ্ছে আসল নষ্টের গোড়া । বার দুই বিলেত ঘুরে এসেছে ব’লে দেমাকে কথাই বলতে চায় না আমাদের সঙ্গে, যেন আমরা ওদেশের মধুর আশ্বাদ পাইনি’ ! একবার লগুনে পৌঁছান যাক্, ওকে দেখে নেওয়া যাবে ।

প্রস্তাবটা আহম্মদ এবং চিদম্বরম্ উভয়েরই মনঃপূত হইল এবং তিনজনেই হিংস্র ক্রুর দৃষ্টিতে যোশীর দিকে তাকাইয়া রহিল ।

ততক্ষণে জাহাজ ডাঙ্গায় ভিড়িয়াছে, পাসপোর্ট অফিসারও লাউঞ্জের আসিয়া যাত্রীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করিতেছেন এবং প্রত্যেকটি পুস্তিকার উপর ‘ট্রান্সিট পার্মিট’ মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতেছেন । সারি বাঁধিয়া অবতরণোন্মুখ যাত্রীরা দাঁড়াইয়াছে, একের পর এক পাসপোর্ট অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হইতে ।

সারির মধ্যে যথাক্রমে দাঁড়াইয়াছিলেন মিস্ হিল্, কর্ণেল গ্রীণ এবং শীলা রজাস’ ।

হঠাৎ কর্ণেল গ্রীণ অনুভব করিলেন হাতের উপর একটা মৃদু স্পর্শ । পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই ফিস্ ফিস্ করিয়া শীলা বলিল, আমার

পাসপোর্ট আপনার কাছেই রাখুন, কর্ণেল, আপনিই ছাড়পত্র করিয়ে নেবেন, আমি একটু ওদিক থেকে আসছি।

কর্ণেল গৌণ কোন কথা না বলিয়া স্মিতমুখে শীলার পাসপোর্টটি গ্রহণ করিলেন। শীলা ছুটিয়া বাহিরে আসিল।.....মিস্ হিল্ রোষকষায়িত নেত্রে একবার শীলার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কর্ণেল গৌণ তাঁহার পাসপোর্টেরও ভার গ্রহণ করিবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় তিনি শীলার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিলেন না।

লাউঞ্জ হইতে বাহির হইয়াই শীলার উৎসুক চোখ দুইটি খুঁজিল মোহিতকে। মোহিত তখনও যোশীর পাশে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল।

—এই যে, যোশী, তোমার সঙ্গে গুড্-বাই কব্তে এলাম, জান বোধ হয় এখানেই আমরা নামছি!.....শীলা বলিল।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে যোশী জবাব দিল, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে সরকারমই একটা কথা।.....তা' বেশ, ধন্যবাদ, জাহাজে এ কয়টা দিন তোমার সাহচর্য্যে মন্দ কাটল না।.....আশা করি তুমিও মনের মধ্যে কোনরকম ক্ষোভ, অভিযোগ না রেখেই ইউরোপের বুক পাই দিচ্ছ।

—অভিযোগটা যেন তোমার তরফ থেকেই মাথা উঁচিয়ে উঠছে!..... পরিহাসের সুরে শীলা বলিল, এবং ডান হাতটা যোশীর দিকে বাড়াইয়া দিল। তাহার পর মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিল, বন্ধুকে ছেড়ে আমার সঙ্গে মিনিটখাকের জন্ত এদিকে আসতে পারবে, মোহিত?

মোহিত একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে যোশীর দিকে তাকাইল। ইঙ্গিতে যোশী জানাইল যে মোহিতের আপত্তি করাটা শুধু অভদ্রতাসূচক নহে, ভীকৃতার পরিচায়ক হইবে।

—চলো।.....মোহিত বলিল।

মোহিতের বাম-হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে জোর করিয়া

গলাইয়া দিয়া শীলা মোহিতকে নিয়া চলিল ডেকের পুরোভাগে, যেখানে অস্পষ্ট কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে রহস্যময় অন্ধকার ।

মোহিতের হাতটা শিথিল করিয়া দিয়া শীলা তাহার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল । তাহার পর উদ্ধত দৃষ্টিতে বলিল, বিদায়ের আগে আমাকে একবারটিও আদর করবে না, মোহিত ?

মোহিত কোন কথা বলিল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ।

শীলা বলিল, আমি তোমার কাছে আমার এই একটি মাত্র দাবী জানাচ্ছি, মোহিত ।

মোহিত তবু নীরব ।

এবার শীলা অশ্রু সুর ধরিল । উদ্ধতার পরিবর্তে সে ডাকিয়া আনিল অনুনয়, দাবীর স্থানে সে জানাইল প্রার্থনা । বলিল, এতখানি নিষ্ঠুর হ'য়োনা, মোহিত, একবারটি আমাকে আদর ক'রে আমাকে বুঝতে দাও তুমি আমাকে ঘৃণা করোনা !

মোহিতের ধমনীতে রক্ত তখন দ্রুততালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে ।.....বন্দী সংস্কারকে মুক্তি দাও, পাঠাইয়া দাও দূর দূরান্তে, বৃত্তাকার চক্রবালে, সমুদ্রের শেষ সীমান্তে । গ্রহণ কর বর্তমানকে, সম্ভ্রম দেখাও এই উপচারের প্রতি ।

আর বিধা না করিয়া মোহিত দুইটি হাতে শীলার মুখখানা তুলিয়া ধরিল । তাহার পর গভীর স্নেহে সে চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল তাহার রক্তিম ওষ্ঠে, শুভ্র চিবুকে, সোনালি চুলের গুচ্ছে । মুখে মোহিত কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত অস্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল একটি গান, আমি তোমাকে ভালবাসি ।.....যৌবনের প্রথম জাগরণে তোমাকে ভালবাসিয়াছি, এই ভালবাসা মিথ্যা নয়, ইহার মধ্যে কপটতা নাই এতটুকু !

শীলা অনেকক্ষণ মোহিতের বক্ষঃলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ও বোধ হয় মনের সম্মুখে অনুভব করিল মোহিতের এই নির্ভীক স্বীকারোক্তি, তাহার ভালবাসার গুভ্রতা, একাগ্রতা।

শীলার চোখ আর্দ্র হইয়া আসিল।

তাহার চেতনা ভাঙ্গিল জাহাজের বাঁশীতে। যাত্রীদিগকে অবতরণ করিতে হইবে এই সতর্কবাণী তিন চারিবার বাজাইয়া দিয়া বাঁশী সাময়িকভাবে নীরব হইয়া গেল।

শীলা বলিল, এবার তাহ'লে আসি, মোহিত।....আমার লগ্ননের ঠিকানা এই কার্ডএ পাবে, যদি অভিরুচি হয় দেখা ক'রো। আর নিতান্তই যদি দেখা না হয় তাহ'লে মনে রেখো, আমার বহুধা বহুব্যাপ্ত জীবনে তোমার ভালবাসার স্পর্শ লেগে থাকবে অনেক দিন।....গুড্ বাই!

বলিয়া শীলা অসাবধানী মোহিতের ঘাড়টা একটু নীচে টানিয়া নিয়া তাহার ঠোঁটে অতি ক্ষিপ্ত একটি চুম্বন দিয়া ছুটিয়া গেল লাউঞ্জএ।

মোহিতও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যোনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরও আধঘণ্টা পরে। কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে, সূর্যের আলোকে সমস্ত জাহাজ এবং জেটি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। যাত্রীরা একে একে অবতরণ করিতেছে, আর ডেক্‌ এর রেলিঙতর উপর ভর দিয়া যোনা এবং মোহিত তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

শীলা রজাস'কে নিতে আসিয়াছেন তাহার বাবা। মিঃ রজাসের সঙ্গে আরেকজন ইংরেজ যুবক—উৎসুকভারে সে শীলাকে অনুসন্ধান করিতেছে।

মোহিত এবং যোশী লক্ষ্য করিল, শীলা ছুটিয়া যাইয়া জড়াইয়া ধরিল

তাহার বাবাকে, তাঁহার গালে মুদ্রণ করিয়া দিল একটি চুষন। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থিত ইংরেজ যুবকটি ও অগ্রসর হইয়া আসিল এবং টুপীটি খুলিয়া ঈষৎ নত হইয়া সে শীলার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল।

—ওঃ, বব্, তুমি এসেছ!...কি প্লেসান্ট সারপ্রাইজ!...আমি ত জানতাম তুমি এখন ও স্মাগুহাষ্ট' থেকে ছাড়া পাওনি!...শীলা বলিল।

—কোস' শেষ হয়ে গেছে আজ দু'মাস হ'ল, মিস্ রজাস', আই মিন্, শীলা!...আমি এখানে এসেছিলাম হলিডে করতে, হঠাৎ মিঃ রজাসের সঙ্গে দেখা, তোমাকে সম্বন্ধনা করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, তাই চলে এলাম।...বব্ ওরফে রবার্ট ম্যাক্গিল বলিল।

—অজস্র ধন্যবাদ, বব্।...অ্যাগু ইট ইজ ভেরী নাইস্ অব্ ইউ।... শীলা জবাব দিল।

উপরে ডেক্ এ ঠাঁড়াইয়া মোহিত যোশীর দিকে তাকাইয়া বলিল, একটা পরিচ্ছেদের শেষ হ'ল, যোশী!

—এবং নতুন অধ্যায়ের গোড়াপত্তনও হ'ল, সেন!...যোশী জবাব দিল।

লাঞ্চের সময় অতিক্রান্ত হইবার পর জাহাজ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এবার জাহাজ সমুদ্রের দোলা খাইতে খাইতে চলিতে থাকিবে চারিদিন—যতদিন না শেষ বন্দর লগুনএ পৌঁছায়।

মোহিত সেই প্রথম দিনটির মত ডেক্চেয়ারে গুইয়া অল্ডাস্ হাক্সলির পাতা উল্টাইতে ছিল।...বুকের ভিতর কোন্‌খানে ক্ষুদ্র একটা যন্ত্রণা টনটন করিতেছিল, ব্যর্থতার যন্ত্রণা নয়, ক্ষুধার যন্ত্রণা।...সমুদ্রের জলটা যেন হাত বাড়াইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল, একসঙ্গে

কোলাহল করিয়া সাগর বুকের প্রত্যেকটি তরঙ্গ যেন তাহাকে বলিতেছিল, একমাত্র আমরাই সত্য, গুল, আর সবই মিথ্যা, আর সবই পঙ্কিল।

বৃত্তাকার চক্রবালের দিকে মোহিত আবার তাকাইল।....অপর্যাপ্ত এই চক্রবাল, কোনখানে এতটুকু ছেদ পড়ে নাই, কোনখানে ব্যর্থতার প্রাচীর উঠিয়া অনাদিকালের এই অপরিসীমতাকে এতটুকু ব্যাহত করে নাই।....মোহিতের ভালবাসা ও এমনই অপর্যাপ্ত, অপরিসীম, অব্যাহত। শীলা রজাস তাহার ভালবাসার দাম দিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু মোহিত জানে তাহার জীবনের এই প্রারম্ভ, ফাল্গুন আসিয়াছে, আমের বনে মুকুল ধরিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিরাট বন্ধনহীন ভালবাসা গণ্ডী ছাড়াইয়া সহস্র ধারায় উচ্ছলিত হইয়া পড়িবে পৃথিবীর বুকে, সাগরের ঢেউকেও অতিক্রম করিয়া।

শান্তমুখে অল্ডাস্ হাক্কলির কাহিনীতে মোহিত মনোনিবেশ করিল।

















